ISSN : 3105-4137

মাসিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইসলাম স্বল্পসংখ্যক লোকের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। সত্বর সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। অতএব সুসংবাদ হ'ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন, যখন মানুষ নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাদেরকে যারা সংস্কার করে' *(তিরমিযী হা/২৬৩০; ছহীহাহ হা/১২৭৩)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৯তম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০২৫

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية

المجلد : ٢٩ العدد : ١ ربيع الآخر وجُمادى الأولى ١٤٤٧هـ/ أكتوبر ٢٠٢٥م

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ

নবীদের কাহিনী-৩

সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)

লেখক: মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে প্রধান উৎস হিসাবে গ্রহণ।
- প্রাচীন ও আধুনিক সীরাত গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত প্রসিদ্ধ কিন্তু বিশুদ্ধ নয়- এরূপ ঘটনাবলী বিশ্লেষণ।
- নবী জীবনীর বিভিন্ন পর্যায় থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ উপস্থাপন।

▪ পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮৭২ ▪ মূল্য : ৭৫০

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা জার্নাল-এর জন্য প্রবন্ধ আহ্বান

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ কর্তৃক **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা জার্নাল'** **(Hadeeth Foundation Research Journal)**-এর ১ম সংখ্যা জানুয়ারী ২০২৬-এ প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। উক্ত জার্নালে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর পাশাপাশি ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্র ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ আহ্বান করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, জার্নালটি পরিচালিত হচ্ছে অভিজ্ঞ সম্পাদকমণ্ডলী, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ ও গবেষকবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি রিভিউ প্যানেল এবং দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ইসলামী গবেষকবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে। প্রতিটি প্রবন্ধের একাডেমিক মান নিশ্চিত করতে পিয়ার রিভিউ (Peer Review) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রবন্ধের গবেষণামান মূল্যায়ন করা হবে।

প্রবন্ধ জমা দেয়ার শেষ তারিখ : ১লা নভেম্বর ২০২৫
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩
ই-মেইল : hadithfoundationbd@gmail.com

সম্পাদক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা জার্নাল,
নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

বিস্তারিত জানতে ব্রাউজ করুন : www.at-tahreek.com/article_details/921270

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজি: নং রাজ ১৬৪

মাসিক
আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৯তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

রবীঃ আখের-জুমাঃ উলাঃ ১৪৪৭ হি.
আশ্বিন-কার্তিক ১৪৩২ বাং
অক্টোবর ২০২৫ খৃ.

। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
। সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
। সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
  (বিকাল ৪.০০ থেকে ৬.০০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক	
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :**
  - শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি নিষিদ্ধ করুন! ০২
- **দরসে কুরআন :**
  - মুনাফিকের পরিচয় ও আলামত ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **দরসে হাদীছ :**
  - গোরাবা কারা? *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ০৬
- **প্রবন্ধ :**
  - বিবাহ সম্পর্কিত কতিপয় রীতি-নীতি *(শেষ কিস্তি)* ০৭
    -মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - দ্বীনী খেদমত : কৃতিত্ব নয় সৌভাগ্য ১০
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
  - ইলম অনুযায়ী আমল না করার পরিণাম ১৬
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
- **মহিলা অঙ্গন :**
  - স্বামীর আনুগত্য : সুখী দাম্পত্য জীবনের সোপান ২৩
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **শিক্ষাঙ্গন :**
  - শিক্ষকতায় মু'আশারাত *-সারওয়ার মিছবাহ* ৩০
- **সন্তান পরিচর্যা :**
  - পরিবারে অগ্রাধিকার ব্যবস্থাপনা *-জাহিদ হাসান* ৩৪
- **স্বাস্থ্যকথা :**
  - নীরব ঘাতক হাঁটু ক্ষয় : প্রতিরোধের উপায় ৩৬
- **হাদীছের গল্প :**
  - রাসূলের আতিথেয়তা ও মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ৩৭
    -আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**
  - পথহারা পথিক যেভাবে আলোর পথে ৩৯
    - সাজিদুর রহমান
- **কবিতা :** ৪০
  - আলেম হ'তে হ'লে
  - ইসলামী চেতনার জ্যোতি
  - রক্তাক্ত গাযা
  - শ্যামল প্রকৃতি
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪১
- **মুসলিম জাহান** ৪২
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

অক্টোবর ২০২৫ | সম্পাদকীয় | ২৯তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি নিষিদ্ধ করুন!

বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আজ এক গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন। যেমন এগুলি কি জ্ঞানের বাতিঘর, নাকি রাজনীতির আস্তানা? সাম্প্রতিক ডাকসু ও জাকসু নির্বাচন নিয়ে যে মাতামাতি হ'ল, পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ি হ'ল, যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হ'ল- তাতে খুব স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নটি জোরেশোরে আসছে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মত স্থানে অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে পাঠান, তখন তার উদ্দেশ্যই থাকে সন্তানকে জ্ঞান-গবেষণা এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের মাধ্যমে আদর্শ সন্তান হিসাবে গড়ে তোলা। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা হ'ল, রাজনৈতিক সংঘাত আর ক্ষমতার লড়াই শিক্ষাঙ্গনকে দশকের পর দশক ধরে অস্থিতিশীল করে রেখেছে। নোংরা রাজনীতির বলি হয়ে প্রাণ হারিয়েছে কিংবা পথ হারিয়েছে অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী ও শিক্ষক। যে ক্লাসরুমে কেবল জ্ঞান ও আদর্শের চর্চা হওয়ার কথা, তা পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই আর স্বার্থদ্বন্দ্বের মঞ্চে। অথচ শিক্ষাঙ্গন যেকোন দৃষ্টিকোণ থেকেই ক্ষমতাচর্চার স্থান নয়; বরং স্রেফ জ্ঞান চর্চার স্থান। দেশের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য রাজনৈতিক সচেতনতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সেজন্য রাজনৈতিক সন্ত্রাস কেন? কেন দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরী হবে ক্ষমতার জোর আর মাস্তানীর মাধ্যমে? প্রকৃত নেতৃত্ব তো তৈরী হয় শিক্ষা, নৈতিকতা ও দক্ষতার মাধ্যমে। রাজনীতি, সহিংসতা বা পেশীশক্তির মাধ্যমে নয়। নেতৃত্বের গুণাবলী শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে জ্ঞানমূলক আয়োজন ও সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে। এগুলোই হবে ভবিষ্যতের সুস্থ সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। কোন লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি নয়।

দেশে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা আছে, শৃংখলা আছে, সেখানে কোন ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি নেই। বরং শিক্ষক ও প্রশাসন সম্মিলিতভাবে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন পূরণে কাজ করে। সেখানে কোনো দেন-দরবার বা মিছিল-মিটিংয়ের প্রয়োজন হয় না। পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্বশীলতার ভিত্তিতে সবকিছু পরিচালিত হয়। মেধার লালন ও উৎকর্ষ সাধন হয় সেখানে মূল লক্ষ্য। মেধার অপচয় নয়। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রমাণ করে যে, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের নেতৃত্ব বিকাশের জন্য প্রচলিত ছাত্ররাজনীতির আদৌ প্রয়োজন নেই। বরং প্রশাসন যদি প্রয়োজন মনে করে, তবে অনুষদের সেরা মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি ফোরাম গঠন করতে পারে, যারা শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করবে। এতে শিক্ষার্থীরা ভোটমুখী না হয়ে মেধামুখী হবে এবং অস্ত্রবাজির পরিবর্তে উন্নত চরিত্র গঠনে মনোযোগী হবে।

অথচ ছাত্ররাজনীতির কারণে দেশের প্রধান প্রধান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিবেশ এতটাই শিক্ষাবিমুখ যে, সেখানে প্রবেশের পর শিক্ষার্থীরা সবকিছুর সাথে সম্পর্ক রাখলেও শিক্ষার সাথে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। হারিয়ে ফেলে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ। পড়ার টেবিল নয়, ক্যাম্পাস রাজনীতি, হল দখল আর অর্থহীন হৈচৈ করেই তাদের জীবন কাটে। অতএব, ঘটা করে নির্বাচনের আয়োজন নয়, বরং প্রচলিত ছাত্ররাজনীতিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নিষিদ্ধ করাই সময়ের দাবি। এটি কেবল শিক্ষাঙ্গনের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে না, বরং জাতি গঠনে সত্যিকারের নেতৃত্ব বিকাশের পথও সুগম করবে। বর্তমান সরকারের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ হবে ইনশাআল্লাহ।

অন্যদিকে বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র সংগঠনের বিজয়কে অনেকে ইসলামের বিজয় কিংবা দ্বীন প্রচারের বড় সুযোগ হিসাবে দেখছেন। আমরা বলব, গণতান্ত্রিক রাজনীতি কখনই ইসলাম প্রচারের জন্য সহায়ক নয়, বরং আদর্শহীনতার পথপ্রদর্শক। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে সাথে নিয়ে চলতে হয় বলে এর সাথে জড়িত হয়ে কখনও ইক্বামতে দ্বীন তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার কথা বলা যায় না। এর সাথে আপোষ করে ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চে টিকে থাকার জন্য ইসলামের মৌলিক বহু আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে টিকে থাকতে হয়। অথচ দ্বীন প্রতিষ্ঠাই একজন মুসলমানের সামাজিক দায়িত্ব, যা কখনও ক্ষমতার লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। যে তথাকথিত ওয়েলফেয়ার স্টেটে ইসলামের গুরুত্ব নেই, আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব নেই, অহি-র বিধানের সর্বোচ্চ স্থান নেই, সেই রাষ্ট্রের জনগণ সবাই মুসলিম হলেও ইসলামের কিছুই যায় আসে না। সমাজেও প্রকৃতপক্ষে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। ইসলামে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর কোন ভেদাভেদ নেই। ইসলামী আদর্শের বিপরীতে জনসমর্থনেরও কোন গুরুত্ব নেই। বরং অহি-র অভ্রান্ত সত্য বিধানের পক্ষে যদি একজনও কথা বলেন, সেটাই হবে গ্রহণীয়। অধিকাংশের রায় নয় বরং আল্লাহ্র কালেমাই একমাত্র সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ।

মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম ব্যতীত সমাজের জন্য চিরন্তন কল্যাণমূলক কোন ব্যবস্থা নেই। ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ লাভ করা এবং প্রকৃত কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামই একমাত্র পথপ্রদর্শক। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা প্রদান করবেন, যেমন তিনি দান করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে। আর তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। (শর্ত হ'ল) তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপরে যারা অবাধ্য হবে তারাই হবে পাপাচারী'। অতঃপর আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'তে পার' *(নূর ২৪/৫৫-৫৬)*।

এই আয়াতগুলো স্পষ্ট করে দেয় যে, শাসনক্ষমতা, নিরাপত্তা ও প্রকৃত শান্তি লাভের শর্ত হ'ল- ঈমান, সৎকর্ম, শিরক থেকে মুক্ত থাকা এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা। অতএব মুসলিম উম্মাহর করণীয় হ'ল নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনকে বিশুদ্ধ ঈমান ও আমলের পথে পরিচালিত করা। আর এভাবেই কেবল প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে প্রকৃত কল্যাণ রাষ্ট্র, যা মানবজাতিকে দেবে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন।-আমীন! *(স.স.)*।

মুনাফিকের পরিচয় ও আলামত

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন, الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوْا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ– ‘মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরস্পরে সমান। তারা অসৎ কাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজে নিষেধ করে এবং তাদের হাত সমূহ বন্ধ রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয় মুনাফিকরাই হ'ল পাপাচারী' *(তওবা-মাদানী ৯/৬৭)*।

মুমিনরা যেখানে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ করে থাকে, সেখানে মুনাফিকরা তার বিপরীতে মানুষকে অন্যায় কথা ও কাজের আদেশ দেয় এবং ন্যায় কথা ও কাজ করতে নিষেধ করে। 'তারা তাদের হাত সমূহ বন্ধ রাখে' অর্থ তারা আল্লাহর পথে ব্যয় থেকে কৃপণতা করে।

নিফাক্ব মানব চরিত্রের এক নিকৃষ্ট, নিন্দনীয় এবং বিপজ্জনক স্বভাব। এটি মনের রোগ। এ ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রতারণা, আমানতের খেয়ানত, মিথ্যা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের মত মারাত্মক দোষে দুষ্ট থাকে। তাদের বাহ্যিক রূপ ও আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমান সমাজকে যে ব্যাধিগুলো কুরে কুরে খাচ্ছে। বাহ্যিকভাবে মুনাফিক নিজেকে সৎ হিসাবে যাহির করলেও তার ভিতরে বিরাজ করে এক ঘৃণ্য মানসিকতা। ফলে তার সৎকর্মগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে হয় তার ঠিকানা *(নিসা-মাদানী ৪/১৪৫)*। এজন্য সালাফে ছালেহীন সর্বদা মুনাফিকী থেকে সতর্ক থাকতেন।

মুনাফিকের পরিচয়

আরবী 'নিফাক্ব' (نفاق) শব্দ থেকে 'মুনাফিক্ব' (منافق) শব্দটি উদ্ভূত। অধিক প্রচলনের কারণে বাংলায় নিফাক ও মুনাফিক বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ হ'ল কোন কিছুতে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বের হয়ে যাওয়া, প্রতারণা করা, কপটতা। মুনাফিককে এজন্য মুনাফিক বলা হয় যে, সে তার কুফরী বিশ্বাসকে মনের মাঝে লুকিয়ে রাখে।[১] শারঈ পরিভাষায়, যে ব্যক্তি মুখে ঈমানের স্বীকারোক্তি করে কিন্তু হৃদয়ে কুফরী ও ইসলামবিদ্বেষ লুকিয়ে রাখে, তাকে মুনাফিক বলা হয়। ইবনু জুরাইজ বলেছেন, মুনাফিক সেই, যার কথা ও কাজ, গোপন ও প্রকাশ্য, ভিতর ও বাহির এবং বাহ্যিক ও অদৃশ্য পরস্পরের বিপরীত।[২]

নিফাক বা কপটতা দুই প্রকার :

(১) বিশ্বাসগত নিফাক (বড় মুনাফিকী) : এটি সবচেয়ে মারাত্মক। এ ধরনের মুনাফিকরা অন্তরে ইসলামকে পুরোপুরি অস্বীকার করে, কিন্তু বাহ্যিকভাবে মুসলমান সাজার ভান করে। এরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী *(নিসা ৪/১৪০, ১৪৫)*।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, 'এক শ্রেণীর যিনদীক্ব রয়েছে যারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম ও রাসূলগণের অনুসরণের কথা প্রকাশ করে এবং মনের মাঝে কুফর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি শত্রুতা লুকিয়ে রাখে। এরাই মূলত মুনাফিক এবং এদেরই আবাসস্থল হবে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে' *(নিসা ৪/১৪৫)*।[৩]

(২) কর্মগত নিফাক (ছোট মুনাফিকী) : এ ধরনের নিফাকে লিপ্ত ব্যক্তিরা অন্তরে ঈমান রাখলেও তাদের কাজে-কর্মে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, যেমন- মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আমানতের খেয়ানত করা ইত্যাদি। এটি ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না, তবে এটি একটি গুরুতর পাপ।

আমলগত মুনাফিক জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী হবে না। বরং সে অন্য সকল কবীরা গুনাহগারদের কাতারভুক্ত। আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, আর চাইলে তার পাপের কারণে শাস্তি দিয়ে পরিশেষে জান্নাতের অধিবাসী করবেন।

মুনাফিকের আলামতসমূহ :

কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন স্থানে মুনাফিকদের প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে মুনাফিকদের স্বভাব-চরিত্র বা আলামতসমূহ তুলে ধরা হয়েছে এবং মুমিনদেরকে তাদের থেকে সাবধান করা হয়েছে। এমনকি মুনাফিকদের নিয়ে আল্লাহ তা'আলা স্বতন্ত্র একটি সূরাই (মুনাফিকূন) নাযিল করেছেন। নিম্নে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হ'ল।-

১. মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আমানতের খেয়ানত করা এবং ঝগড়াকালে বাজে কথা বলা :

এ ৪টি চরিত্র মুনাফিকের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং সুস্পষ্ট আলামত। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ– 'চারটি আচরণ যার মধ্যে থাকবে, সে নিরেট মুনাফিক বলে গণ্য হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর একটি আচরণ পাওয়া যাবে, যা পরিহার না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি আচরণ বিদ্যমান থাকবে। (১) যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। (২) যখন অঙ্গীকার করে, তা ভঙ্গ করে। (৩) যখন সে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা অমান্য করে। (৪) যখন সে বিতণ্ডা করে, বাজে কথা বলে'।[৪]

এই ৪টি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে একত্রিত হয়, সে সুস্পষ্ট মুনাফিক হিসাবে পরিগণিত হয়, যদিও সে ছালাত-ছিয়াম পালন করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে।

---

১. *ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব ১০/৩৫৭; ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ ৫/৪৫৫।*
২. *ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ১/১৭৬।*
৩. *মুহাম্মাদ বিন আবুবকর ইবনুল ক্বাইয়িম দিমাশক্বী (৬৯১-৭৫১ হি.), তরীকুল হিজরাতায়েন ওয়া বাবুস সা'আদাতায়েন, পৃ. ৫৯৫।*
৪. *বুখারী হা/৩৪; মুসলিম হা/৫৮।*

২. আল্লাহ্র আয়াত সমূহে ঠাট্টা করা :

মুনাফিকরা আল্লাহ্র আয়াত তথা কথা ও বিধিবিধান সমূহ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের এ আচরণের সমালোচনা করে আল্লাহ বলেন, يَحْذَرُ الْمُنَافِقُوْنَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوْا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ- 'মুনাফিকরা ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না জানি এমন কোন সূরা নাযিল হয়ে যায় যা তাদের অন্তরের কথাগুলি ওদেরকে জানিয়ে দেয়। বলে দাও, তোমরা উপহাস করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সব বিষয় প্রকাশ করে দিবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা ভয় করছ' *(তওবা-মাদানী ৯/৬৪)*।

৩. মুমিনদের সাথে ঠাট্টা করা :

আল্লাহ বলেন, وَإِذَا لَقُواْ الَّذِيْنَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ، اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ- 'তারা যখন ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আবার যখন তাদের দুষ্টু নেতাদের সঙ্গে একান্তে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমরা তো ওদের সাথে উপহাস করি মাত্র। বরং আল্লাহ তাদের উপহাসের বদলা নেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ছেড়ে দেন বিভ্রান্ত অবস্থায়' *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/১৪-১৫)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, মুনাফিকরা প্রত্যেকেই দ্বিমুখী আচরণকারী। এক মুখে তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়। অন্য মুখে তারা ভোল পাল্টিয়ে তাদের কাফের ভাইদের সাথে মিলিত হয়। তাদের জিহ্বাও দু'টো। এক জিহ্বা দিয়ে তারা মুসলমানদের সাথে উপর উপর কথা বলে, আর অন্য জিহ্বা তাদের গোপন অবস্থার ভাষ্যকার।[৫]

৪. কাফেরদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা :

মুনাফিকদের সখ্যতা ও সম্প্রীতি মুমিনদের সাথে নয় বরং কাফেরদের সাথে। কাফেরদের সাথে তাদের এই দহরম মহরমের জন্য আল্লাহ বলেন, بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً- الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَيَبْتَغُوْنَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعاً- 'তুমি মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'। 'যারা মুমিনদের ছেড়ে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান কামনা করে? অথচ সকল সম্মান কেবল আল্লাহ্রই জন্য' *(নিসা ৪/১৩৮-১৩৯)*।

এখানে আল্লাহ তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে রাসূল! যারা আমার সাথে কুফরী করে এবং আমার দ্বীনের মধ্যে যারা নাস্তিকতার বীজ বপন করে মুমিনদের বাদ দিয়ে, তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা মুনাফিক। এই মুনাফিকদের তুমি কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও।[৬]

৫. ছালাতে অলসতা ও ছালাতকে বোঝা মনে করা :

মুনাফিকরা ইবাদতে, বিশেষ করে ছালাত আদায়ে অত্যন্ত অলস্য প্রদর্শন করে। তারা কেবল লোক দেখানোর জন্য ছালাত আদায় করে।

আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا- 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ্র সাথে প্রতারণা করে। আর তিনিও তাদের বদলা নেন। যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে' *(নিসা-মাদানী ৪/১৪২)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ 'মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে ভারী ছালাত হ'ল ফজর ও আছরের ছালাত'।[৭]

৬. ছালাত বিলম্বিত করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيْلاً- 'মুনাফিকের ছালাত হ'ল, যে বসে বসে সূর্য ডোবার অপেক্ষা করে। অতঃপর সূর্য যখন শয়তানের দুই শিঙের মাঝ বরাবর হয় অর্থাৎ একেবারে ডুবে যাবার উপক্রম হয় তখন চারটা ঠোকর মারে (অতি দ্রুত চার রাক'আত আছর পড়ে)। তাতে সে আল্লাহকে নামমাত্র স্মরণ করে'।[৮]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, তারা ছালাতকে আউয়াল ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করে মরণাপন্ন ব্যক্তির দম বন্ধ হওয়ার উপক্রমের মুহূর্তে (একেবারে শেষ মুহূর্তে) আদায় করে। ফজর আদায় করে সূর্যোদয়ের মুহূর্তে এবং আছর আদায় করে সূর্যাস্তের সময়ে। কাক যেমন ঠোকর মারে তারাও তেমনি (সিজদার নামে) ঠোকর মারে। তা দৈহিকভাবে ছালাত হ'লেও আন্তরিকতাপূর্ণ ছালাত নয়। এ ছালাত আদায়কালে তারা শিয়ালের মত এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। কেননা তাদের বিশ্বাস হয়, এভাবে ছালাত আদায়ের জন্য তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হ'তে পারে এবং কৈফিয়তের জন্য তলব করা হ'তে পারে।[৯]

৭. ছালাতের জামা'আতে শরীক না হওয়া :

জামা'আত থেকে বিরত থাকাও মুনাফিকীর একটি লক্ষণ। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, وَلَقَدْ

৫. *মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৫০।*

৬. *জামি'উল বায়ান ৯/৩১৯।*

৭. *বুখারী হা/৬৫৭; মুসলিম হা/৬৫১; মিশকাত হা/৬২৯।*

৮. *মুসলিম হা/৬২২; মিশকাত হা/৫৯৩; রাবী আনাস (রাঃ)।*

৯. *মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৫৪।*

رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِى الصَّفِّ ‘নিশ্চয়ই আমি আমাদের মধ্যে দেখেছি যার মুনাফিকী সুবিদিত এমন লোক ছাড়া ছালাতের জামা‘আত থেকে কেউ পিছিয়ে থাকত না। এমনকি হাঁটতে পারে না এমন লোককেও দু’জনের কাঁধে ভর দিয়ে (মসজিদে এনে) লাইনের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ’ত’।[10]

৮. অহংকার প্রদর্শন :

মুনাফিকরা অহংকারী হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُوْنَ– ‘যখন তাদের বলা হয়, তোমরা এস আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয়। আর তুমি তাদের দেখবে, তারা দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়’ *(মুনাফিকূন ৬৩/৫)*।

৯. দোদুল্যমান মনোভাব :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَـــؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـــؤُلاَءِ ‘এরা দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। না ওরা মুমিনদের দিকে, না ওরা কাফেরদের দিকে’ *(নিসা ৪/১৪৩)*।

অত্র আয়াতের মর্মার্থ হ’ল, মুনাফিকরা তাদের দ্বীন সম্পর্কে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা কোন বিশ্বাসেই স্থির হ’তে পারে না। না তারা মুমিনদের সাথে জাগ্রত জ্ঞানের উপর আছে, না কাফেরদের সাথে অজ্ঞতার উপর আছে। তারা বরং দুইয়ের মাঝে অস্থিরমতি হয়ে বিরাজ করছে।[11] ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً– ‘মুনাফিকের উদাহরণ দু’টি পাঁঠার মাঝে একটি গরম হওয়া বকরির মত। সে একবার এটার কাছে যায়, আরেকবার অন্যটার কাছে যায়’।[12]

১০. মুমিনদের সাথে ধোঁকাবাজি :

আল্লাহ বলেন, يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ– ‘তারা আল্লাহ ও ঈমানদারগণের সাথে প্রতারণা করে। অথচ এর মাধ্যমে তারা কেবল নিজেদের সাথেই প্রতারণা করে। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারেনা’ *(বাক্বারাহ ২/৯)*।

মুনাফিকদের তাদের রব ও মুমিনদের সাথে ধোঁকাবাজি এই যে, তারা মুখে কালেমা উচ্চারণ করে এবং আল্লাহকে বিশ্বাসের কথা বলে। কিন্তু অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস লুকিয়ে রাখে। সরাসরি আল্লাহকে অস্বীকার করলে তার বিধান মৃত্যুদণ্ড অথবা বন্দীত্ব। এই উভয় শাস্তি থেকে দুনিয়াতে নিজেদের বাঁচানোর জন্য তারা মুখে ঈমান যাহির করে এবং অন্তরে কুফর লুকিয়ে রেখে আল্লাহ ও আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসীদের ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে।[13]

১১. তারা যা করেনি তার জন্যও প্রশংসা কামনা করে :

আল্লাহ বলেন, لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ أَن يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ– ‘যেসব লোকেরা তাদের কৃতকর্মে খুশী হয় এবং তারা যা করেনি, এমন কাজে প্রশংসা পেতে চায়, তুমি ভেব না যে, তারা শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক আযাব’ *(আলে ইমরান ৩/১৮৮)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মুনাফিকদের কিছু লোক ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন যুদ্ধে বের হ’তেন, তখন তাঁর সাথে অংশ না নিয়ে পিছনে থেকে যেত। তারা এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে না যাওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করত। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) যখন মদীনায় ফিরে আসতেন তখন তারা তাঁর সামনে নানা অজুহাত পেশ করত। তারা এসব অজুহাতের জন্য আল্লাহ্র নামে কসমও করত। সেই সঙ্গে তারা যে কাজ করেনি, সেই কাজ করেছে মর্মে তাদের প্রশংসা করা হ’লে তারা খুব খুশি হ’ত এবং এরূপ কাজ না করেও প্রশংসা পেতে তারা খুবই উন্মুখ থাকত। এতদপ্রেক্ষিতে আল্লাহ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।[14]

উপসংহার : মুনাফিকের আলামতগুলো জানা প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক। যেন সে একদিকে সমাজে বিদ্যমান মুনাফিকদের থেকে সতর্ক থাকতে পারে এবং অন্যদিকে নিজের অজান্তেও যেন এসব ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্য নিজের চরিত্রে ধারণ না করে। এই আলামতগুলো একটি আয়নার মতো, যা দিয়ে নিজের ঈমান ও আমলকে প্রতিনিয়ত যাচাই করা যায়। যদি নিজের মধ্যে এর কোন একটিরও উপস্থিতি টের পাওয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্র নিকটে তওবা করা এবং নিজেকে সংশোধন করা অপরিহার্য।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ،

اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

॥ হে হৃদয় সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখো’। ‘হে অন্তর সমূহের আবর্তনকারী! আমাদের অন্তর সমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও ॥

হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার মুনাফিকী থেকে রক্ষা কর।-আমীন!

---

১০. *মুসলিম হা/৬৫৪; মিশকাত হা/১০৭২।*
১১. *ঐ ৫/৩৩২।*
১২. *মুসলিম হা/২৭৮৪; মিশকাত হা/৫৭।*
১৩. *জামি‘উল বায়ান ১/২৭২।*
১৪. *বুখারী হা/৪৫৬৭; মুসলিম হা/২৭৭৭।*

গোরাবা কারা?

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، قِيلَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ– 'ইসলাম নিঃসঙ্গভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। সত্বর সেই অবস্থায় ফিরে আসবে। অতএব সুসংবাদ হ'ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য। বলা হ'ল, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন, যখন মানুষ নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাদেরকে যারা সংস্কার করে'।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যা সর্বকালের মুসলমানদের জন্য পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। উক্ত হাদীছটি এর মধ্যে গভীর অর্থবহ অন্যতম একটি বিখ্যাত হাদীছ। হাদীছটির মূল বার্তা হ'ল ইসলাম সর্বদা সত্য, ন্যায় ও বিশুদ্ধতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যখনই সমাজে বিকৃতি, অধঃপতন ও পথভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন ইসলামের প্রকৃত অনুসারীরা সংখ্যালঘু ও একঘরে হয়ে পড়েন। এটি একদিকে যেমন বিশুদ্ধতাবাদী মুসলমানদের জন্য একটি সতর্কবার্তা, তেমনই তাদের জন্য বড় সুসংবাদ।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ক্বাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, 'ইসলাম অল্প কিছু সংখ্যক ও নগণ্য মানুষ দ্বারা শুরু হয়েছিল, অতঃপর এর প্রসার ঘটে এবং এটি বিজয় লাভ করে। এরপর পুনরায় এর মধ্যে অবক্ষয় ও দুর্বলতা প্রবেশ করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত এটি অল্প কিছু ও নগণ্য সংখ্যক মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, ঠিক যেমনটি এর সূচনা হয়েছিল।[২]

এই হাদীছের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল 'গোরাবা'-দের পরিচয়। এখানে রাসূল (ছাঃ) গোরাবা বলতে কেবল এমন ব্যক্তিদের বুঝাননি, যিনি ব্যক্তিগতভাবে সৎ, নিষ্ঠাবান এবং আল্লাহর ইবাদত করেন। তার সততা ও ধার্মিকতা মূলত তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বরং মূলতঃ তাদেরকে বুঝিয়েছেন যারা নিজে সৎ হওয়ার পাশাপাশি সমাজে বা অন্য মানুষের মধ্যে কোনো ভুল, অন্যায় বা বিকৃতি দেখলে তা সংশোধনের জন্য উদগ্রীব থাকেন এবং সক্রিয়ভাবে কাজ করেন।[৩] তার কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন।

এর কারণ, একটি সমাজ ততক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকে, যতক্ষণ সেখানে সংস্কার ও সংশোধনের কাজ চালু থাকে। শুধু ব্যক্তিগতভাবে ভালো থাকা সমাজের সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়।

সুতরাং এই হাদীছ অনুযায়ী শেষ যামানার সেই সর্বোচ্চ সৌভাগ্যবান 'গোরাবা' হবেন তারাই, যারা নিষ্ক্রিয় বা আত্মকেন্দ্রিক দ্বীনদার হবেন না। বরং সমাজের অধঃপতন দেখে তারা ব্যথিত হবেন এবং সংশোধনের জন্য এগিয়ে আসবেন। আপ্রাণ চেষ্টায় ব্রতী হবেন। তারা মানুষের আক্বীদা, আমল, আখলাক এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়া শিরক, বিদ'আত, অন্যায় ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবেন এবং মানুষকে পুনরায় কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন।

শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, যিনি ছালেহ বা সৎকর্মশীল তিনি কেবল নিজেরই উপকার করেন। এটা অনেক ইবাদতকারীর মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু তারা অন্যকে সংশোধন করার চেষ্টা করেন না। তিনি চোখের সামনে মন্দ কাজ হতে দেখেও তা থেকে নিষেধ করেন না। আরেক প্রকার মানুষ আছেন, যারা নিজেরা সৎ এবং সংস্কারক। এটিই সর্বোত্তম প্রকার। তিনি নিজের জন্য সৎ এবং অন্যের জন্য সংস্কারক। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন, 'আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, সেখানকার অধিবাসীরা সংস্কারক হওয়া সত্ত্বেও জনপদ সমূহকে তিনি যুলুমবশে ধ্বংস করে দিবেন *(হূদ ১১/১১৭)*। এখানে তিনি কেবল ছালেহ বলেননি। বরং বলেছেন (সমাজকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে হ'লে) পৃথিবীতে অবশ্যই 'মুছলেহ' বা সংস্কারক থাকতে হবে।[৪]

সংস্কারকদের 'গরীব' বা 'অপরিচিত' সম্বোধনের কারণ :

সংস্কারকের কাজ কখনোই সহজ নয়। যখন সমাজের অধিকাংশ মানুষ কোনো ভুল বা অন্যায়ের উপর অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন যিনি তা সংশোধনের জন্য দাঁড়ান, তিনি বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন। সংস্কারক যা বলেন তা সমাজের প্রচলিত প্রথা, বিশ্বাস ও স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। ফলে সমাজের প্রভাবশালীরা তার বিরোধিতা করে। সাধারণ মানুষ যারা ভুলের উপর জীবনযাপন করে অভ্যস্ত, তারাও সংস্কারককে বিভেদ সৃষ্টিকারী বা ফিৎনাবাজ বলে আখ্যা দেয়।

সর্বোপরি সংস্কারের এই কঠিন পথে খুব কম মানুষই তার সঙ্গী হয়। ফলে তিনি নিজের সমাজেই একঘরে ও বন্ধুহীন হয়ে পড়েন। আর এ কারণেই সংস্কারকের পুরস্কার এত বেশী। তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাতের অফুরন্ত কল্যাণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদ। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, মানুষের মধ্যে এরূপ মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য হওয়ার কারণেই তাদেরকে গোরাবা বলা হয়। আর তাদের মধ্যে যারা (সুন্নাহর দিকে) আহ্বান করে এবং বিরোধীদের অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করে, তারাই হ'লেন সবচেয়ে বেশী গোরাবা।[৫]

পরিশেষে বলব, উক্ত হাদীছটি একজন সংস্কারকামী মুসলিমের জন্য একটি বড় অনুপ্রেরণা ও সান্ত্বনার উৎস। এটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, শেষ যামানায় সমাজ যখন ফিতনা-ফাসাদে ছেয়ে যাবে, তখন একজন মুমিনের দায়িত্ব শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা নয়, বরং সাধ্যমতো সমাজকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। এই হাদীছ আমাদেরকে আত্মকেন্দ্রিক দ্বীনদারিতার ফাঁদ থেকে বের হয়ে এসে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ হতে শেখায়। 'গোরাবা' হওয়া মানে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নয়, বরং সমাজের ভেতরে থেকেই সমাজের সংশোধনের জন্য সংগ্রাম করা, যদিও এই পথ একাকীত্বের ও কণ্টকাকীর্ণ। তারাই প্রকৃত অর্থে নবী-রাসূলদের উত্তরসূরী, যারা মানুষ পথ হারালে তাদের আলোর দিকে ডাকেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই সৌভাগ্যবান 'গোরাবা'-দের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন! *[বিস্তারিত দ্রঃ লেখক প্রণীত 'সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী' বই]*

১. ত্বাবারাণী ছগীর হা/২৯০, ছহীহাহ হা/১২৭৩। রাবী ইবনু মাসঊদ (রাঃ)।
২. নববী, শরহ মুসলিম হা/১৪৭-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।
৩. ইবনু রজব হাম্বলী, কাশফুল কুরবাহ ফী ওয়াছফি আহলিল গুরবাহ পৃ. ৩২০
৪. তাফসীরুল ওছায়মীন, সূরা মায়েদাহ ৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যা।
৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ৩/১৮৬।

বিবাহ সম্পর্কিত কতিপয় রীতি-নীতি

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(শেষ কিস্তি)

বিবাহের খুৎবা : বিবাহে যে খুৎবা পড়া হয় তা খুৎবাতুল হাজাত নামে পরিচিত। মুখস্থ কিংবা দেখে উভয়ভাবে তা পড়া যায়। এখানে বিবাহের খুৎবা তুলে ধরা হ'ল।-

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (آل عمران ١٠٢)، يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء ١)، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (الأحزاب ٧٠-٧١) أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ-

উপরোক্ত খুৎবাকে 'খুৎবাতুল হাজাত' বলা হয়।[1] ঈজাব ও কবুলের পূর্বে এ খুৎবা প্রদান মুস্তাহাব। বিবাহের খুৎবা দাঁড়িয়ে বা বসে উভয়ভাবে দেওয়া যায়।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক বিবাহ দেওয়ার উদাহরণ: এখানে উদাহরণ প্রদানের উদ্দেশ্য তাঁরা বিবাহে কোন ধরনের শব্দ ও ভাষার ব্যবহার করেছেন এবং কিভাবে বিবাহ পড়িয়েছেন তা জানানো। এভাবে বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ছাহাবী যায়েদ (রা.)-এর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا 'অতঃপর যায়েদ যখন তার স্ত্রীর নিকট থেকে তার প্রয়োজন পূর্ণ করল, আমরা তোমাকে তার সাথে বিবাহ দিলাম' *(আহযাব ৩৩/৩৭)*।

এখানে অতীতকাল বাচক শব্দে বিবাহের ঈজাব ও কবুল সম্পন্ন করা হয়েছে। একই সাথে এটাও লক্ষণীয় যে, এখানে আল্লাহ তা'আলা একাই বর ও কনের অভিভাকত্ব করেছেন এবং নিজে ঈজাব ও কবুল করে দিয়েছেন। বর ও কনের আলাদা ঈজাব ও কবুল করতে হয়নি। একইভাবে হাদীছে এসেছে,

عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جُلُوسًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ. قَالَ مَا عِنْدِى مِنْ شَيْءٍ. قَالَ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. قَالَ وَلاَ خَاتَمًا مِنَ حَدِيدٍ وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِى هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ، وَآخُذُ النِّصْفَ. قَالَ لاَ، هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ. قَالَ نَعَمْ. قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে বসা ছিলাম। এমন সময় জনৈকা মহিলা এসে নিজেকে নবী (ছাঃ)-এর নিকট পেশ করল। নবী করীম (ছাঃ) তার আপাদমস্তক ভাল করে দেখলেন; কিন্তু তার কথার কোন উত্তর দিলেন না। একজন ছাহাবী আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? লোকটি উত্তর করল, না, আমার কাছে কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, একটি লোহার আংটিও নেই? লোকটি উত্তর করল, না, একটি লোহার আংটিও নেই। কিন্তু আমি আমার পরিধানের লুঙ্গির অর্ধেক তাকে দেব আর অর্ধেক নিজে পরব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। তোমার কুরআন মাজীদের কিছু কি জানা আছে? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান, তার পরিবর্তে তাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলাম'।[2] এখানেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বর ও কনের ঈজাব-কবুল করে দিয়েছেন।

উক্ত আয়াত ও হাদীছে বর্ণিত বিয়ের ঘটনা থেকে প্রমাণ মেলে যে, বিবাহে কোন একক ব্যক্তি বর ও কনে উভয় পক্ষের উকিল হ'লে তা জায়েয হবে। তিনি সাক্ষীদের সামনে বিবাহের আকদ বা চুক্তি সম্পাদন করবেন। তিনি বলবেন, আমি বর-কনে উভয় পক্ষের উকিল হিসাবে অমুকের ছেলে অমুকের সাথে অমুকের মেয়ে অমুককে এত টাকা মহর নির্ধারণ পূর্বক আপনাদের সাক্ষী রেখে বিবাহ দিলাম। ব্যস, এতেই বিবাহ হয়ে যাবে। বর ও কনেকে আলাদাভাবে ঈজাব-কবুল করতে হবে না। এ পদ্ধতি পূর্বে বর্ণিত বিবাহের পদ্ধতিরই আরেকটি প্রকার।

১. *তিরমিযী হা/১১০৫; ইবনু মাজাহ হা/১৮৯২-৯৩; নাসাঈ হা/১৪০৪; মিশকাত হা/৩১৪৯।*

২. *বুখারী হা/৫১৩২, ৫১৪৯; মিশকাত হা/৩২০২।*

কনে পক্ষের খানাপিনার আয়োজন :

বিবাহে বর ও বরযাত্রী এবং নিজেদের পরিবার ও আত্মীয় মেহমানদের জন্য কনে পক্ষ খানাপিনার আয়োজন করে থাকে। বিবাহ উপলক্ষেই মূলত খানাপিনার অনুষ্ঠান। কাজেই বিবাহের অনুষ্ঠান যেন কোনক্রমেই গৌণ এবং খাওয়া-দাওয়া মুখ্য হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকটা উভয় পক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে। বিবাহের আকদ বা অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর মেযবান পক্ষ আহার্য হিসাবে যা আয়োজন করবেন তা তৃপ্তি সহকারে সবাই খাবে। কিন্তু আমাদের সমাজে কী দেখা যায়? বিবাহ গৌণ বললে অনেকে হয়তো রেগে যাবেন। অথচ অবস্থা আয়োজন দেখলে মনে হয় উপস্থিত অনেকের নিকট খাবারের মেনু, রান্নার পদ, রান্নার মান, দই-মিষ্টি ইত্যাদিই মুখ্য। তাদের মর্জি মাফিক খাবারের আয়োজনে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হ'লে অনেক সময় বিবাহ ভেঙে যাওয়ারও কারণ হয়। এটাই বাস্তবতা। সুতরাং খাবারের বিষয়কে কিভাবে গৌণ করা যায় তা ভাবতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে, একটা মানুষ একটা মেয়াদ পর্যন্ত তার নাড়ি ছেঁড়া নয়নমণিকে পেলেপুষে বড় করে ইসলামী রীতি মেনে একটি ছেলের হাতে সমর্পণ করছে। সেতো তার জন্য এ পর্যন্ত অনেক খরচ করেছে। এখন মেয়ে সমর্পণ করতে যদি খাবারের পদ, সংখ্যা ইত্যাদিতে একটু ত্রুটি হয়ে যায় তবে কি তা ক্ষমা করা যায় না? কোন পিতা-মাতাই ইচ্ছে করে এ ধরনের অনুষ্ঠানে ত্রুটি করে না। অন্তত মেয়ের কল্যাণে তো নয়ই। নবী করীম (ছাঃ) কখনই খাবারের সমালোচনা করতেন না। কোন পদ মনে না চাইলে তিনি তা থেকে হাত গুটিয়ে নিতেন, কিন্তু সমালোচনা করতেন না। তাঁর অনুসারী হয়ে আমরা কি ভদ্রোচিত আচরণ করতে পারি না? তেমন হ'লে পরিবেশ সুন্দর হ'ত। এজন্যই আমরা অযৌক্তিক বরযাত্রী ব্যবস্থাকে চরমভাবে নিরুৎসাহিত করি। খানাপিনা শেষে বৈধ রীতি-নীতি মেনে কনে পক্ষ বরের নিকট মেয়েকে সমর্পন করবে। চাইলে কনের বাড়িতেও বর রাত যাপন করতে পারে।

ওয়ালীমা ও তৎসংশ্লিষ্ট সুন্নাত :

বর পক্ষ তাদের সাধ্যমত ওয়ালীমার আয়োজন করবে। তাতে তারা সাধ্যমত সংখ্যায় লোকদের দাওয়াত দিতে পারবে। হাদীছে বরং একটি ছাগল যবেহ করে হ'লেও বরকে ওয়ালীমা করতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক নিজ বিবাহে ওয়ালীমা বিষয়টি কুরআনের সূরা আহযাবের ৫৩নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا 'হে ঈমানদারগণ! অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা নবীর গৃহ সমূহে প্রবেশ করো না তোমাদের খাওয়ার জন্য আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে। তবে যখন তোমাদের ডাকা হবে, তখন প্রবেশ করো। অতঃপর খাওয়া শেষে বেরিয়ে পড়ো' *(আহযাব ৩৩/৫৩)*।

তিনি তাঁর স্ত্রী ছাফিয়্যা বিনতে হুয়াইয়ের ওয়ালীমায় ছাতু ও খেজুর যোগে পাকানো 'হায়েস' নামক খাদ্য দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন। এ মর্মে হাদীছে এসেছ,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا، حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِى نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ. فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَفِيَّةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ،

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) খায়বার গমন করেন। যখন আল্লাহ তাঁর দুর্গের বিজয় দান করেন, তখন তাঁর সামনে ছাফিয়্যাহ (রাঃ) বিনতে হুয়াই ইবনু আখতাব-এর সৌন্দর্যের আলোচনা করা হয়। তাঁর স্বামী নিহত হয় এবং তিনি তখন ছিলেন নব-বিবাহিতা। অবশেষে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তাঁকে নিজের জন্য গ্রহণ করেন। তিনি তাঁকে নিয়ে রওয়ানা হন। যখন আমরা সাদ্দা রাওহা নামক স্থানে উপনীত হ'লাম, তখন ছাফিয়্যাহ (রাঃ) পবিত্র হলেন! তখন নবী করীম (ছাঃ) তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তারপর চামড়ার ছোট দস্তরখানে হায়েস (খেজুরের ছাতু ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য) তৈরী করে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা আশেপাশের লোকদের উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর দাও। এই ছিল ছাফিয়্যাহ (রাঃ)-এর বিবাহে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক ওয়ালীমা। এরপর আমরা মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই'।[৩] এক বর্ণনায় ছাতু ও খেজুরের কথা আছে।[৪] যয়নাব বিনতু জাহশের ওয়ালীমায় তিনি গোশত ও রুটি দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন।[৫]

ওয়ালীমাতে অপব্যয় ও অপচয় যাতে না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 'তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

আমাদের দেশে বিবাহের বহুদিন পরেও ওয়ালীমা করার প্রচলন আছে। অথচ বাসর রাতের পরের দিন ওয়ালীমা করাই সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)-এর সাথে বাসর রাত অতিবাহিত করার পর ওয়ালীমা করেছিলেন।[৬] তবে তিনদিন পর্যন্তও বিলম্বিত করা যায়।

---

৩. বুখারী হা/২২৩৫, ৬৩৬৩; মুসলিম হা/১৩৬৫; মিশকাত হা/৫৯১৩।
৪. আবূদাউদ হা/৩৭৪৪; তিরমিযী হা/১০৯৫; ইবনু মাজাহ হা/১৯০৯।
৫. মুসলিম হা/১৪২৮; মিশকাত হা/৩২১২।
৬. বুখারী হা/৫১৭০।

রাসূল (ছাঃ) ছাফিয়্যাহ (রাঃ)-কে বিবাহের পর তিনদিন যাবৎ ওয়ালীমা খাইয়েছিলেন।[৭]

আমন্ত্রিতদের পক্ষ থেকে উপহার প্রদান :

বর পক্ষের উপলক্ষে কনে পক্ষের খানাপিনার আয়োজন একটি সামাজিক রীতি। এজন্য বর পক্ষের আগত লোকজন বাদেও কনে পক্ষ নিজেদের অনেক লোককে দাওয়াত করে। আবার বর পক্ষও সুন্নাত অনুসারে ওয়ালীমার আয়োজন করে। তাতে তারা নিজেদের লোকজন ছাড়াও কন্যা পক্ষের লোকদের দাওয়াত করে। এমন দাওয়াতে উপহার আদান-প্রদানের রীতিও সামাজিকভাবে বহুল প্রচলিত। কেউ দাবী করে না বটে, কিন্তু সচলন হিসাবে প্রায় সবাই উপহার নিয়ে আসে। কেউ না আনলে তাকে লজ্জিত হতে হয়। মেযবানেরও উচিত উপহার না দিতে আমন্ত্রিতদের আগে থেকে বলা। উপহারের জন্য লালায়িত হ'লে দাওয়াত না দেওয়াই ভালো। তাতেও অনুষ্ঠান ছোট হয়ে আসবে। মেযবানের খরচ কমবে। কাউকে খাইয়ে উপহার গ্রহণ যে কোন বিচারে অপ্রীতিকর। কন্যা বিদায় ও ওয়ালীমা বা বৌভাতের উভয় অনুষ্ঠানে উপহার আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত কথা প্রযোজ্য। কিন্তু সমাজ এ অপ্রীতিকর কাজকে এমনভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছে যে, যেন তা মোটেও দোষণীয় নয়।

উল্লেখ্য, বিবাহে বা ওয়ালীমাতে উপহার কামনার বিষয়টি শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ প্রথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া এতে গরীব আত্মীয়-স্বজনকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিকৃষ্ট খানা হ'ল ওয়ালীমার ঐ খানা, যাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং গরীবদের বাদ দেওয়া হয়'।[৮] বর্তমান যুগে বিবাহ এবং ওয়ালীমাতে উপহারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যাতে গরীব আত্মীয়গণ লজ্জায় পড়েন। সেকারণ তাক্বওয়ার দাবী হ'ল সকল প্রকার বাড়াবাড়ি ও প্রদর্শনী হ'তে দূরে থাকা এবং এই অনুষ্ঠানগুলিকে সহজ ও অনাড়ম্বর করা।

যৌতুক ও ব্যবহার্য সামগ্রী :

বিবাহে যৌতুক আদান-প্রদান এ দেশের সরকারী আইনে নিষিদ্ধ। ইসলামী আইনেও বিবাহে যে কোন পক্ষের যৌতুক নেওয়া হারাম। যৌতুক নিঃসন্দেহে মেয়ে ও তার পরিবারের উপর যুলুম। এক সময় মেয়ের বিবাহ যৌতুক ছাড়া কল্পনাই করা যেত না। বর্তমানে শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার, সরকারী উদ্যোগ, দ্বীনী আলোচনা, যৌতুকের বিরুদ্ধে লেখালেখি, সামাজিক সচেতনতা ইত্যাদি কারণে যৌতুকের দাবী নিম্নমুখী হয়েছে। তবে আমরা চাই, তা একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে আসুক। মনে রাখতে হবে, যৌতুক ঘুষের নামান্তর। ছেলেপক্ষ মেয়ে পক্ষ থেকে দাবীকৃত অর্থ ও জিনিসপত্র পেলে তবেই বিবাহে রাজী হবে। ঘুষও কর্তৃপক্ষকে অর্থের বিনিময়ে রাজী করিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দেওয়া হয়। ঘুষ নেওয়া যেমন কবীরা গুনাহ, তেমনি যৌতুক নেওয়াও কবীরা গুনাহ। আজ যে ছেলের বিবাহে অন্যায়ভাবে যৌতুক নিচ্ছে কাল নিজের মেয়ের বিবাহে তাকেই যৌতুক দিতে হবে। যৌতুকের অভাবে মেয়ে বিবাহ দিতে না পারলে তখন আফসোসের সীমা থাকবে না। যৌতুক ছাড়া নিরীক্ষণ সামগ্রী, সাংসারিক ব্যবহার্য দ্রব্য, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি সামগ্রী মেয়ে পক্ষ ছেলের বাড়িতে ব্যবহারের জন্য দিয়ে থাকে। এগুলো মেয়ের অভিভাবক খুশি মনে সাধ্য-মতো যা পারে দেওয়ায় নীতিগতভাবে কোন অসুবিধা নেই। নবী করীম (ছাঃ) তাঁর ছোট মেয়েকে বিবাহে জামা-কাপড়, খাট, বিছানা, বালিশ, পাটি, জাঁতা, থালাবাসন ইত্যাদি কিনে দিয়েছিলেন।[৯] হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ.

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে একটা মোটা কাপড়ের চাদর, একটা মশক ও একটা ইযখারের আঁশ ভরা চামড়ার বালিশ উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন'।[১০] বিবাহে মেয়েকে উপলক্ষ করে দেওয়া এসব দ্রব্যাদিকে 'জিহায' বলা হয়। কিন্তু ছেলে পক্ষ দাবী করে এগুলো আদায় করলে তা বৈধ হবে না। মেয়ে নিয়ে পিতা-মাতাকে যেন কোন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা পোহাতে না হয় সেটা জামাই ও তার পরিবারকে নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য, লেনদেনের কোন শর্তসাপেক্ষে বিবাহ করা যাবে না। কেননা তা যৌতুক, যা ইসলামে হারাম।[১১]

পরিশেষে বলব, ইসলামে বিবাহ একটি সুন্নাতী বিধান। এটা শরী'আত নির্দেশিত পন্থায় সম্পন্ন করা যরূরী। শরী'আতের নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে সমাজে প্রচলিত পদ্ধতিতে তা সম্পন্ন করলে এতে আল্লাহ্‌র রহমত থাকবে না। পক্ষান্তরে কুরআন-হাদীছের আলোকে সম্পন্ন হ'লে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করবে এবং পরিবারে সুখ-শান্তি বিরাজ করবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামী শরী'আত মেনে চলার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৭. *মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৩৮৩৪, সনদ হাসান।*
৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২১৮।*
৯. *আহমাদ হা/৬৪৩, ৭১৫, সনদ শক্তিশালী।*
১০. *হাকেম হা/২৭৫৫; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৯৪৭, সনদ ছহীহ।*
১১. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭৩৮৪-৮৫; ইবনু হাযম, মুহাল্লা ৯/৫০।*

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

দ্বীনী খেদমত : কৃতিত্ব নয় সৌভাগ্য

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মনোনীত দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করা নিঃসন্দেহে একজন মুমিনের জন্য অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। দ্বীনের যেকোন ছোট বা বড় খেদমত করার সুযোগ পাওয়া মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক বিরাট নে'মত ও সৌভাগ্যের পরিচায়ক। তবে এই সৌভাগ্যের পথটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সংবেদনশীল। এই পথে সামান্য পদস্খলন বান্দার সমস্ত অর্জনকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই এটি নিয়ে গর্ব করার কোন অবকাশ নেই, বরং এর জন্য কৃতজ্ঞতা ও বিনয়াবনত হওয়াই মুমিনের কর্তব্য। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা দ্বীনী খেদমতের লক্ষ্য, দ্বীনের খাদেমদের মানসিকতা এবং কিছু করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব ইনশাআল্লাহ।

দ্বীনী খেদমতের লক্ষ্য

দ্বীনী খেদমতে নিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে সর্বদা আল্লাহ্র একজন নগণ্য বান্দা এবং মানুষের জন্য কল্যাণকামী হিসাবে গণ্য করতে পারেন। তার প্রতিটি কথা ও কাজ হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। তিনি হবেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী, ধৈর্যশীল, বিনম্র এবং উম্মাহ্র জন্য নিবেদিতপ্রাণ। দ্বীনের খেদমতই হবে তার জীবনের মূল লক্ষ্য। তবে এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি তাকে বিশেষভাবে নযর দিতে হবে। যেমন–

(১) নিয়তের বিশুদ্ধতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দান :

প্রত্যেক আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সঠিক নিয়ত ব্যতীত কোন আমলই কবুলযোগ্য হবে না। রাসূল (ছাঃ)-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى 'সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল, আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে'।[১]

একজন ব্যক্তি হয়তো ইসলামের জন্য অনেক বড় বড় খেদমত করেছেন, বই লিখেছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করছেন, মানুষকে সহযোগিতা করছেন। কিন্তু তার অন্তরের নিয়ত যদি হয় মানুষের কাছে বড় আলেম, বড় খাদেম বা সমাজসেবক হিসাবে পরিচিতি লাভ করা, তবে আল্লাহ্র কাছে তার এই পরিশ্রমের কোন মূল্য নেই। বরং তা পাপে পরিণত হবে।

মূলত দ্বীনের খেদমত করতে করতে একসময় শয়তান নিজের মধ্যে আত্মগর্ব তৈরী করে দেয়। ফলে নিজেকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম ভাবা এবং নিজের জ্ঞান, কর্ম বা অবদান নিয়ে গর্ব করার মত এক ভয়াবহ আত্মঘাতি প্রবণতা সৃষ্টি হয়। একসময় তা পরিণত হয় জাহান্নামীদের গুরুতর ব্যাধি অহংকারে। ফলে নেক আমল করতে করতেও সে নিজের অজান্তে এমন পাপে জড়িয়ে পড়ে, যা তার জান্নাতের পথকে রুদ্ধ করে দেয়। অথচ সে বুঝতেই পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[২]

ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন শ্রেণীর ব্যক্তির বিচার করা হবে, যারা বড় বড় নেকীর কাজ করা সত্ত্বেও তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যাদের সবকিছু ঠিক ছিল, কিন্তু তাদের নিয়ত কেবল আল্লাহ্র জন্য খালেছ ছিল না। তারা হলেন,

(ক) শহীদ : একজন ব্যক্তিকে বিচারের জন্য আনা হবে, যে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে। আল্লাহ যখন তাকে তার নে'মতের কথা স্মরণ করিয়ে জিজ্ঞেস করবেন সে কী আমল করেছে। তখন সে নিজের কৃতিত্ব যাহির করে বলবে, 'আমি আপনার জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছি'। আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি যুদ্ধ করেছ যাতে লোকেরা তোমাকে 'বীর' বলে, আর তা বলাও হয়েছে'। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(খ) আলেম ও ক্বারী : এরপর এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যে নিজে জ্ঞানার্জন করেছে, অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন তেলাওয়াত করেছে। সে আল্লাহ্র কাছে দাবী করবে যে, সে এসব কিছু তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই করেছে। আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি জ্ঞানার্জন করেছ যাতে তোমাকে 'আলেম' বলা হয় এবং কুরআন তেলাওয়াত করেছ যাতে তোমাকে 'ক্বারী' বলা হয়। আর দুনিয়াতে তা বলাও হয়েছে'। অতঃপর তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(গ) দানবীর : সবশেষে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যাকে আল্লাহ প্রচুর সম্পদ দিয়েছিলেন। সে দাবী করবে যে, সে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই সকল ভালো পথে সম্পদ ব্যয় করেছে। আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি দান করেছ যাতে লোকেরা তোমাকে 'দানবীর' বলে, আর তা বলাও হয়েছে'। অতঃপর তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৩]

হাদীছটি দ্বীনের খাদেম হিসাবে দায়িত্বপালনকারীদের জন্য কঠোর সতর্কবার্তা। হাদীছটি আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, যেকোন ইবাদত বা ভালো কাজ আল্লাহ্র কাছে কবুল হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত হ'ল, কাজটি কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই সম্পাদন করা। মানুষের প্রশংসা, খ্যাতি বা কোন দুনিয়াবী স্বার্থে করা কাজ আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, বরং তা ভয়াবহ শাস্তির কারণ হবে। শাহাদত, ইলম চর্চা, দাওয়াত প্রদান কিংবা দান-ছাদাক্বার মত বড় বড় আমলও কেবল নিয়তের কারণে মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে। তাই আমাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক যে, কোন আমল করার আগে নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস করা যে, কাজটি আমি কেন করছি? আল্লাহ্র জন্য, নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্যে? নাকি বাহবা

১. *বুখারী হা/১।*

২. *মুসলিম হা/৯১।*

৩. *মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২০৫।*

পাওয়ার জন্য? প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আত্মসমালোচনার আতশী কাঁচের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারলে আত্মশুদ্ধির পথটা সুগম হয়। আত্মগর্ব ও অহংকারের কালিমা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যায়।

(২) দ্বীনী খেদমতকে কৃতিত্ব নয়, নে'মত হিসাবে গ্রহণ করা :

আল্লাহ আমাদের বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, হেদায়াত এবং সৎকাজ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হাতে। মানুষ তার নিজস্ব ক্ষমতায় নিজস্ব প্রচেষ্টায় দ্বীনের জন্য কিছুই করতে পারে না, যদি না আল্লাহ তাকে সেই কাজের সুযোগ এবং সক্ষমতা দান করেন। উপরন্তু ইসলাম গ্রহণ করা এমনকি ইসলামের উপর টিকে থাকাই আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগ্রহ বৈ কিছুই নয়। যেমন তিনি বলেন, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 'তারা ইসলাম কবুল করেছে বলে তোমাকে ধন্য করতে চায়। বল, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ বলে মনে করো না। বরং ঈমানের দিকে পরিচালিত করে আল্লাহ তোমাদের ধন্য করেছেন। যদি তোমরা (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাক' *(হুজুরাত ৪৯/১৭)*।

এই আয়াতটি দ্বীনের খেদমতের মূল দর্শনকে স্পষ্ট করে তুলেছে। ছাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ যখন নিজেদের ইসলাম গ্রহণকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি অনুগ্রহ হিসাবে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করে তাদের ধারণা সংশোধন করে দেন। তিনি জানিয়ে দেন যে, ঈমান ও ইসলামের পথ পাওয়াটাই বান্দার উপর আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। সুতরাং দ্বীনের যেকোন খেদমত, তা যত বড়ই হোক না কেন, তা মূলত আল্লাহ্‌র দেওয়া সেই হেদায়াতেরই একটি অংশ। এর জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতে হবে। এতে নিজের কৃতিত্বের কিছু নেই, গর্ব বা অহংকারেরও কিছু নেই।

(৩) কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন বা শুকরিয়া আদায় করা :

দ্বীনের কাজের জন্য নির্বাচিত হওয়াকে নিজের যোগ্যতা না ভেবে আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অনুগ্রহ বা নে'মত মনে করা এবং তার জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকা একজন একনিষ্ঠ খাদেমের জন্য আবশ্যক। তিনি আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করবেন এজন্য যে, রাব্বুল আলামীন লক্ষ-কোটি বনু আদমের মধ্য থেকে তাকে দ্বীনের খেদমতের জন্য নির্বাচন করেছেন। এটি কোন জাগতিক অর্জন নয়, বরং এটি এক বিরাট সম্মান, নে'মত ও আমানত। যার শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা খেদমতের পরিধি ও প্রভাব আরও বাড়িয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেব' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত। আমি তাঁকে বললাম, 'হে রাসূল (ছাঃ)! আপনি কেন এত কষ্ট করছেন, অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন, أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا 'আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?'।[৪]

(৪) বিনয়াবনত থাকা :

দ্বীনের খাদেমদের জন্য সর্বদা বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। দ্বীনের কাজে সফলতা-পরিচিতি, যশ-খ্যাতি আসলেও তিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র একজন নগণ্য বান্দা হিসাবে দেখবেন, দ্বীনী খেদমতকে নিজের কৃতিত্ব না ভেবে আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ মনে করবেন। সর্বোপরি সমস্ত গৌরব ও প্রশংসা আল্লাহ্‌র দিকেই ন্যস্ত করবেন। কারণ জ্ঞান, কর্ম ও প্রভাব মানুষকে অহংকারী করে তুলতে পারে, যা ইবলীসের বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবেন যে, তার যা কিছু অর্জন, সবই আল্লাহ্‌র রহমত। এই মানসিকতা তাকে স্বীয় প্রভুর নিকটে এবং মানুষের কাছে প্রিয় করে তুলবে এবং তার দাওয়াতকে আরও ফলপ্রসূ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا 'রহমানের (প্রকৃত) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ 'যে আল্লাহ্‌র জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে দেন'।[৫]

আবুবকর (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রদত্ত ভাষণে বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي 'হে লোকসকল, আমাকে তোমাদের উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। সুতরাং যদি আমি সঠিক কাজ করি তবে আমাকে সাহায্য কর এবং যদি আমি ভুল করি তবে আমাকে সংশোধন করে দিও'।[৬]

খেলাফতের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন, لَوْ مَاتَتْ شَاةٌ عَلَى شَطِّ الْفُرَاتِ ضَائِعَةً، لَظَنَنْتُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى سَائِلِي عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যদি ফোরাত নদীর তীরে একটি বকরীর বাচ্চাও হারানো অবস্থায় মারা যায়, তাতে আমার ভয় হয় যে, সেজন্য আল্লাহ আমাকে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন'।[৭] অর্ধ পৃথিবীর শাসক হয়েও তিনি রাতের আঁধারে খাবারের বস্তা নিয়ে বিধবাদের ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন।[৮]

---

৪. বুখারী হা/৪৮৩৭।
৫. মুসলিম হা/২৫৮৮, ১৮৮৯।
৬. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৫/২৬৯।
৭. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৪১৫। সনদ 'হাসান লিগাইরিহী'।
৮. বুখারী হা/৪১৬১।

সালাফদের জীবন পরিক্রমায় দেখা যায়, তারা বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার পরও নিজেদেরকে সবচেয়ে নগণ্য মনে করতেন। তারা রাতের আঁধারে গোপনে দান করতেন, নীরবে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকতেন এবং নিজেদের পরিচয় প্রকাশ হওয়াকে অপসন্দ করতেন। তারা মনে করতেন, আল্লাহ যে তাদেরকে দ্বীনের কাজের জন্য কবুল করেছেন, এটাই তাদের জন্য পরম সৌভাগ্য। এর উপর গর্ব বা অহংকার করার অর্থ হ'ল আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া।

(৫) ভয় ও আশা রাখা :

একজন মুমিনের অন্তর ভয় ও আশার মাঝে দোদুল্যমান থাকে। দ্বীনের একজন একনিষ্ঠ খাদেম একদিকে ভয় করেন যে, তার নিয়তের সামান্য ত্রুটি, রিয়া বা অহংকারের কারণে তার সমস্ত পরিশ্রম বরবাদ হয়ে যেতে পারে। রাব্বুল আলামীন যেকোন সময় তার যোগ্যতা ছিনিয়ে নিতে পারেন। অর্জিত জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ভুলিয়ে দিতে পারেন। অন্যদিকে তিনি আল্লাহ্র রহমতের প্রতি দৃঢ় আশা রাখেন। তিনি বিশ্বাস করেন, তার কিছু ভুলত্রুটি সত্ত্বেও আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তার খেদমত কবুল করে নিতে পারেন। এই ভয় তাকে আত্ম-অহংকার থেকে বাঁচায় এবং আশা তাকে হতাশ হওয়া থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا 'তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও আশার সাথে' *(সাজদাহ ৩২/১৬)*।

(৬) সহানুভূতি ও ক্ষমাশীল হওয়া :

দ্বীনের দাওয়াত ও খেদমতের ক্ষেত্রে মানুষের প্রতি দয়া, সহানুভূতি, কোমলতা এবং তাদের ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমার চোখে দেখা একজন দাঈ বা খাদেমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। দয়া ও সহানুভূতি মানুষের হৃদয় জয় করে। পরস্পরের ভুলগুলো ক্ষমাশীলতার মাধ্যমে সংশোধন করে নিলে পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর হয়। এর মাধ্যমে সহজেই মানুষের কাছে দ্বীনের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। কঠোরতা, রূঢ় আচরণ এবং অন্যের প্রতি ঘৃণা কেবল সম্পর্কই নষ্ট করে না বরং তাকে দ্বীন থেকেই দূরে সরিয়ে দেয়। রাব্বুল আলামীন নবী করীম (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ 'যদি তুমি রূঢ়ভাষী ও কঠিন হৃদয়ের হ'তে, তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। অতএব তুমি তাদের মার্জনা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

(৭) বিভক্তি থেকে দূরে থাকা :

দ্বীনের নামে সামান্য মতপার্থক্যের জের ধরে বা ব্যক্তিগত স্বার্থে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা উম্মাহর জন্য মারাত্মক ক্ষতি। এটি উম্মাহ্র শক্তিকে দুর্বল করে দেয় এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ হয়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ 'নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন দায়িত্ব আপনার উপরে নেই' *(আন'আম ৬/১৫৯)*। এজন্য যে কোন মূল্যে বিভক্তির জায়গাগুলো চিহ্নিত করে সেখানে থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

দ্বীনী কাজে যা করণীয়

(১) ইস্তিকামাত বা লক্ষ্যে অবিচল থাকা :

দ্বীনের পথে অবিচল থাকা সাফল্যের মূল ভিত্তি। যে কোন কাজে লেগে থাকা বা অবিচলতা ছাড়া কোন বড় কাজই সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এ পথে চলতে গেলে নানা রকম বাধা, প্রতিকূলতা, মানুষের সমালোচনা, উপহাস এবং সাময়িক ব্যর্থতা আসা স্বাভাবিক। এরূপ পরিস্থিতিতে হতাশ না হয়ে, লক্ষ্যে অবিচল থেকে আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা রেখে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য দৃঢ়তার সাথে পালন করতে হবে।

একদিন সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ ছাক্বাফী রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কথা বলে দিন, যে বিষয়ে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে না হয়। জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ 'তুমি বল আমি আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতঃপর এর উপর দৃঢ় থাক'।[৯]

(২) আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখা :

দ্বীনের খাদেম তার সর্বোচ্চ শ্রম, মেধা ও কৌশল প্রয়োগ করবেন, কিন্তু ফলাফলের জন্য তিনি মানুষের উপর বা নিজের যোগ্যতার উপর নির্ভর করবেন না। তিনি বিশ্বাস রাখবেন, হেদায়াত দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। তার দায়িত্ব শুধু সুন্দরভাবে পৌঁছে দেওয়া। কাজে সফলতা এলে তিনি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করবেন এবং একে আল্লাহ্র অনুগ্রহ বলে স্বীকার করবেন। আর ব্যর্থতা বা প্রতিবন্ধকতা এলে হতাশ না হয়ে নিজের ত্রুটি খুঁজে বের করবেন এবং নতুন করে আল্লাহ্র সাহায্য চেয়ে কাজ শুরু করবেন।

নবী শু'আইব (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ 'আমার কোনই ক্ষমতা নেই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত। আমি তাঁর উপরেই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাই' *(হূদ ১১/৮৮)*।

আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ 'যখন তুমি কোন সংকল্প কর, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন' *(আলে ইমরান ১৫৯)*।

(৩) নিয়মিত আত্মসমালোচনা করা :

নিয়ত হ'ল সকল কাজের প্রাণ। শয়তান মানুষের আমলে সরাসরি বাধা দিতে না পারলে তার নিয়তকে নষ্ট করার চেষ্টা করে। তাই দ্বীনের খাদেমদের জন্য আত্মপর্যালোচনা একটি

---

৯. আহমাদ হা/১৫৪৫৪; মুসলিম হা/৩৮।

অত্যাবশ্যকীয় কাজ। প্রতিনিয়ত সে নিজের নিয়তকে যাচাই করবে। কোন দুনিয়াবী স্বার্থ, খ্যাতি বা প্রশংসার লোভ অন্তরে প্রবেশ করছে কি না, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। ওমর (রাঃ) বলতেন, حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا ‘তোমরা নিজেদের আমলের হিসাব নিজেরাই গ্রহণ কর, চূড়ান্ত হিসাব দিবসে তোমাদের কাছ থেকে হিসাব গৃহীত হবার পূর্বেই’।[10]

(৪) ঐক্য ও পরামর্শভিত্তিক কাজ করা :

দ্বীনী কাজ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ঊর্ধ্বে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে গ্রহণ করা ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। আমার বুঝই যথার্থ বা আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এ ধরনের মানসিকতা পরিহার করে সবার সম্মিলিত মতামতের উপর নির্ভর করা উচিত। এতে কাজে বরকত হয়, ভ্রাতৃত্ব মযবূত হয় এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ‘তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে’ *(শূরা ৪২/৩৮)*।

(৫) সঠিক জ্ঞান অর্জন করা :

ইলম বা জ্ঞান হ’ল যেকোন কাজের মূল চালিকাশক্তি। সঠিক জ্ঞান ছাড়া যেকোন কাজই ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যদি খেদমতকারীর নিজেরই সঠিক জ্ঞান না থাকে, তবে তিনি মানুষকে ভুল পথে চালিত করতে পারেন, যা উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী করবে। তাই পাঠদান, বক্তব্য প্রদান, লেখালেখির ক্ষেত্রে যেমন কুরআন, সুন্নাহ, ফিক্বহ এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য, তেমনি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সমাজ পরিচালনা, বিচার-ফায়ছালা প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক।

(৬) দায়িত্বে অবহেলা না করা :

দ্বীনের খেদমত একটি মহান আমানত। আল্লাহ যাকে এই কাজের জন্য নির্বাচিত করেছেন, তার উচিত পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে এই দায়িত্ব পালন করা। এই দায়িত্ব পালনে কোন প্রকার অবহেলা, অলসতা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রত্যেককে তার নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র সামনে জিজ্ঞাসিত হ’তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ‘তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে’।[11]

দ্বীনী কাজে যা বর্জনীয়

আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনের যেকোন সেবা করা, তা হ’তে পারে শিক্ষাদান, দাওয়াতী কাজ, লেখালেখি, সমাজসেবা বা সাংগঠনিক কাজ সবটাই অত্যন্ত সম্মানজনক ও সৌভাগ্যের বিষয়। তবে কিছু ক্ষতিকর মানসিকতা বা অন্তরের ব্যাধি এই মহান কাজকেও আল্লাহ্র কাছে মূল্যহীন করে দিয়ে উল্টো পাপে পরিণত করতে পারে। তাই দ্বীনের প্রত্যেক খাদেমের উচিত এ ব্যাপারে সচেতন থাকা এবং এসব ব্যাধি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

(১) রিয়া ও সুম‘আ (লোক দেখানো ও প্রচারের মানসিকতা) :

‘রিয়া’ হ’ল কোন ইবাদত বা ভালো কাজ মানুষকে দেখানোর জন্য করা। আর ‘সুম‘আ’ হ’ল নিজের ভালো কাজের কথা মানুষকে শোনানোর মাধ্যমে খ্যাতি ও প্রশংসা লাভ করার ইচ্ছা। উভয়টিই দ্বীনের খাদেমদের আমল নষ্ট করার সহজতম উপলক্ষ। রাসূল (ছাঃ) একদিন একদল ছাহাবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জালের চেয়েও অধিক ভয়ংকর কিছুর সংবাদ দিব? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হ’ল, الشِّرْكُ الْخَفِيُّ ‘গোপন শিরক’। (তা হ’ল) কোন ব্যক্তি ছালাতে দাঁড়ালে যখন অন্য ব্যক্তি তার ছালাতের দিকে লক্ষ্য করে, তখন সে আরও সুন্দরভাবে ছালাত আদায় করে’।[12]

অনুরূপভাবে বক্তৃতা বা আলোচনার সময় শ্রোতাদের প্রশংসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা। এ লক্ষ্যে মানুষের সামনে নিজেকে বড় আলেম, পরহেযগার বা মুখলিছ কর্মী হিসাবে যাহির করার চেষ্টা করা। মাঝে মাঝে নিজের জ্ঞান যাহির করার জন্য কঠিন বা অপ্রচলিত মাসআলা বলা, যাতে মানুষ তাকে বড় আলেম বা জ্ঞানী মনে করে। সামাজিক মাধ্যমে জনপ্রিয়তা ও বড়ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে ছবি বা ভিডিও পোস্ট করে লাইক, কমেন্ট বা শেয়ার কামনা করা এ সবই রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এরূপ নিয়ত আমলকে ধ্বংস করে দেয়। তাই এসব থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

(২) অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ :

দ্বীনী কাজে অহংকার করা আরেকটি মারাত্মক ব্যাধি। এটা প্রকাশ পায় নিজের ইবাদত, জ্ঞান বা ধার্মিকতার কারণে নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম মনে করা এবং অন্যদেরকে তুচ্ছ বা ছোট ভাবার মাধ্যমে। এটি অন্তরে লুকিয়ে থাকা এক নীরব ঘাতক, যা মানুষের নেক আমলকে নষ্ট করে দেয়।

যখন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তার জ্ঞানের কারণে সাধারণ মুসলমান বা স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তিকে হেয় করেন, নিজের মতকেই একমাত্র সঠিক বলে ধরে নেন এবং অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করতে চান না, তখন তা জ্ঞানের অহংকারে পরিণত হয়। আর মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে জ্ঞানের অহংকারই সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক অহংকার, যার কারণে মানুষ জেনেশুনেই পথভ্রষ্ট হয়।

একইভাবে কোন ইবাদতগুযার, আমলদার ব্যক্তি যখন কোন পাপী ব্যক্তিকে দেখে মনে মনে বা প্রকাশ্যে তাচ্ছিল্য করে এবং ভাবে, আমি তার চেয়ে অনেক ভালো, আমি ইবাদত

১০. *তিরমিযী হা/২৪৫৯, সনদ মওকূফ ছহীহ।*
১১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫।*
১২. *আহমাদ; ইবনু মাজাহ হা/৪২০৪; মিশকাত হা/৫৩৩৩।*

www.at-tahreek.com

অনেক বেশী করি। আর সে তো পাপী, আমলহীন, নানা পাপে লিপ্ত; তখন তার ইবাদতই তার অহংকারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়'। সে ভুলে যায় যে, আল্লাহ তাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন, যে ইবাদত করার তাওফীক দিয়েছেন চাইলে মুহূর্তেই তা ছিনিয়ে নিতে পারেন।

এই অহংকার কেবল জ্ঞান বা ইবাদতে সীমাবদ্ধ নয়। দান করে গ্রহীতাকে ছোট ভাবা, অন্যকে উপদেশ দেওয়ার সময় নিজেকে ত্রুটিমুক্ত ও অন্যকে নিকৃষ্ট মনে করাও এর অন্তর্ভুক্ত। মূলত অহংকারের জন্ম হয় আত্মমুগ্ধতা থেকে, যখন ব্যক্তি আল্লাহ্র দেওয়া অনুগ্রহ ভুলে গিয়ে নিজের আমলকে বড় করে দেখতে শুরু করে। এই অহংকার সত্যকে গ্রহণ করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, অন্যদের চিন্তাধারা, পরামর্শ হ'তে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত করে, সর্বোপরি আল্লাহ্র রহমত থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই সকল দ্বীনী কাজের পর দুনিয়াবী গর্ববোধে স্ফীত না হয়ে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা এবং বিনয়ী থাকাই প্রকৃত মুমিনের পরিচয়।

(৩) দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের মানসিকতা :

অনেক সময় আমাদের কারো কাজ বাহ্যিকভাবে কোন কাজকে আল্লাহ্র জন্য মনে হ'লেও তার পেছনের মূল চালিকাশক্তি থাকে অর্থ, সম্মান, ক্ষমতা বা জনপ্রিয়তা অর্জনের লোভ। এই মানসিকতা ব্যক্তির নিয়ত বা উদ্দেশ্যকে দূষিত করে ফেলে।

যখন কোন বক্তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির চেয়ে শ্রোতাদের বাহবা ও নিজের প্রসিদ্ধিকে বেশী গুরুত্ব দেন অথবা কোন সমাজসেবক যখন নিঃস্বার্থ সেবার আড়ালে নিজের সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন, তখন তার দ্বীনী কাজ দুনিয়াবী স্বার্থে কলুষিত হয়ে পড়ে।

এই ক্ষেত্রে দ্বীনী খেদমতকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসাবে না দেখে, বরং পার্থিব জীবনে সফলতার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই মানসিকতা ইবাদতকে ব্যবসায় পরিণত করে এবং আমলের অভ্যন্তরীণ রূহ বা একনিষ্ঠতাকে ধ্বংস করে দেয়। বাহ্যিকভাবে কাজটি যতই সুন্দর হোক না কেন, উদ্দেশ্যের এই ভ্রষ্টতার কারণে তা আল্লাহ্র কাছে মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে এবং পরকালে তা পুরস্কারের বদলে শাস্তির কারণ হ'তে পারে।

(৪) সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ :

দ্বীনী খেদমতে সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ হ'ল এক ক্ষতিকর আত্মিক রোগ, যার স্বরূপ হ'ল শরী'আত নির্দেশিত বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে নিজের মতাদর্শকেই সত্যের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। এর ফলে দ্বীনের খেদমত আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য না হয়ে, নিজস্ব মতামতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়।

এই সংকীর্ণতার ফলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য মুসলিম ভাইদেরকে সহযোগী না ভেবে প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করে। তারা নিজেদের পন্থাকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করে। তারা অন্যদের ভালো কাজকে স্বীকৃতি না দিয়ে এবং শুধু তাদের ছোটখাটো ভুল নিয়ে সমালোচনা ও গীবত করে। নিজ দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং সত্য জানার পরেও শুধুমাত্র দলীয় স্বার্থে ভুলকে সমর্থন করে। এই সংকীর্ণতা ইখলাছের পরিপন্থী এক মারাত্মক ব্যাধি, যা মুসলিম উম্মাহ্র দেহে বিভেদ ও ঘৃণার বিষ ছড়িয়ে দেয়।

অতএব আমাদেরকে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে হবে। অন্য মুসলিম ভাই বা দলের প্রতি বিদ্বেষ না রেখে, তাদের ভালো কাজকে সম্মান করতে হবে এবং সত্য যেখান থেকেই আসুক, তা বিনয়ের সাথে গ্রহণ করার মানসিকতা রাখতে হবে। মতামতের ভিন্নতাকে শত্রুতা না ভেবে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা এবং গঠনমূলক পন্থায় একে অপরকে সংশোধনের চেষ্টা করে যেতে হবে।

(৫) ফলাফলের জন্য অধৈর্য হওয়া :

দ্বীনী খেদমতের ক্ষেত্রে ফলাফলের জন্য অধৈর্য হয়ে পড়া এক প্রকার মানসিক অস্থিরতা, যার স্বরূপ হ'ল নিজের প্রচেষ্টা বা কাজের দৃশ্যমান সফলতা দ্রুত দেখতে চাওয়া। এর মূলে রয়েছে প্রচেষ্টার চেয়ে ফলাফলের উপর বেশি মনোযোগ দেওয়া এবং আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ আস্থা বা তাওয়াক্কুলের অভাব। এই অধৈর্য ব্যক্তি বা দলকে সংখ্যাবৃদ্ধি, জনপ্রিয়তা বা তাৎক্ষণিক পরিবর্তন দেখার জন্য ব্যতিব্যস্ত করে তোলে এবং প্রত্যাশিত ফল না পেলে তারা হতাশ, ক্লান্ত বা নিরাশ হয়ে পড়েন।

এই অস্থিরতা থেকে বাঁচার প্রধান উপায় হ'ল, নিজের দায়িত্ব ও আল্লাহ্র ক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখা। আমাদের দায়িত্ব হ'ল দ্বীনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া বা খেদমত করা; ফলাফল দেওয়া বা না দেওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তাই ফলাফলের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের প্রচেষ্টা ও একনিষ্ঠতার দিকে মনোযোগ দেয়াই আবশ্যক।

এক্ষেত্রে আমাদের নবী-রাসূলগণের জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা সারা জীবন দাওয়াত দিয়েও সামান্য কিছু অনুসারী পেয়েছিলেন, কেউ কেউ কোন অনুসারীই পাননি, কিন্তু কখনো নিরাশা তাদেরকে গ্রাস করেনি।

(৬) হিকমত বা প্রজ্ঞার সাথে কাজ না করা :

দ্বীনী খেদমতের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অভাব বিভিন্নভাবে পরিদৃষ্ট হয়। এর অভাবের বাস্তব চিত্র হ'ল সঠিক জ্ঞানকে ভুল পদ্ধতিতে, ভুল সময়ে বা ভুল স্থানে প্রয়োগ করা। এর ফলে সত্য কথাটিও মানুষের কাছে কঠোর বা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় এবং তারা তা গ্রহণ করার পরিবর্তে দূরে সরে যায়। প্রজ্ঞার অভাবে একজন দাঈ একজন দায়িত্বশীল স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে মানুষের ধারণক্ষমতার বাইরে গিয়ে কঠিন ভাষায় বা জটিল বিষয়ে আলোচনা করেন, মানুষের মানসিক অবস্থা না বুঝেই কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন, প্রকাশ্যে কাউকে অপমান করে বা লজ্জা দিয়ে সংশোধন করার চেষ্টা

করেন এবং হেদায়াতের চেয়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠায় অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এর চূড়ান্ত পরিণতি হ'ল, খেদমতের নামে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি হওয়া এবং মানুষের অন্তরে তার প্রতি, তার দাওয়াতের প্রতি আগ্রহের পরিবর্তে ঘৃণা জন্মানো।

এক্ষেত্রে আমাদেরকে দ্বীনের গভীর জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনচরিত, দাওয়াতী পদ্ধতি নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে; মানুষের কাছে দাওয়াত দেওয়ার সময় তাদের অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা ও ধারণক্ষমতা বুঝতে হবে; ধৈর্য, সহনশীলতা ও কোমলতাকে নিজের চরিত্রের অংশে পরিণত করতে হবে এবং কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটা কম, তা অনুধাবন করে কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করতে হবে। সর্বোপরি, নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর আত্মবিশ্বাসী না হয়ে, প্রজ্ঞার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আন্তরিকভাবে দো'আ করতে হবে।

উপসংহার :

দ্বীনের খেদমত নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ, তবে এর মূল চালিকাশক্তি হ'তে হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং এর বাহ্যিক প্রকাশ হ'তে হবে বিনয় ও কৃতজ্ঞতা। যখন কোন বান্দা দ্বীনের কাজ করে গর্ব ও অহংকার করে, তখন সে মূলত নিজের আমলকে ধ্বংস করে এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে যায়। নেক আমল করে তার মূল্য হারানোর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছু নেই। অন্যদিকে যে ব্যক্তি খেদমতকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মনে করে, সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার কাজে বরকত দান করেন।

অতএব দ্বীনের প্রত্যেক খাদেমের উচিত উপরোক্ত ইতিবাচক মানসিকতাগুলো ধারণ করা এবং বর্জনীয় বিষয়গুলো থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাওয়া। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইখলাছের সাথে তাঁর দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দান করুন, আমাদের সকল খেদমতকে কবুল করুন এবং আমাদের অন্তরকে সব ধরনের কলুষতা থেকে পবিত্র রাখুন। -আমীন!

আত-তাহরীক টিভির সাথে থাকুন ঘরে বসে বিশুদ্ধ দ্বীন শিখুন!

আত-তাহরীক টিভি

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন মুক্ত ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন।

ওয়েবসাইট :
www.hadeethfoundationbd.com
www.ahlehadeethbd.org
www.tawheederdak.com
www.at-tahreek.com

মোবাইল এ্যাপ পেতে স্ক্যান করুন

মোবাইল নম্বর : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪

ফেসবুক পেইজ: At-Tahreek Tv, Monthly At-Tahreek

ইউটিউব চ্যানেল: At-Tahreek Tv, Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

ইলম অনুযায়ী আমল না করার পরিণাম

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

ভূমিকা :

ইলম মহান আল্লাহ্‌র অমূল্য নে'মত ও বিশেষ নূর। এর প্রকৃত সৌন্দর্য তখনই উদ্ভাসিত হয়, যখন তা কর্মে রূপান্তরিত হয়। প্রাচীন যুগে ইলম হাছিল করা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। সুদীর্ঘ সফর ও নিরবচ্ছিন্ন সময় ব্যয় করতে হ'ত একটা হাদীছের জন্য। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর এই জ্ঞানবিপ্লবের যুগে সেই অবস্থা আর নেই; বরং তথ্যের মহাসমুদ্র আমাদের সর্বদা ঘিরে রেখেছে। একটি ক্লিকেই উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে ছহীহ বুখারী থেকে শুরু করে জগৎসেরা তাফসীর গ্রন্থের দুয়ার। জ্ঞানের এই সহজলভ্যতা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র এক বিশাল অনুগ্রহ। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হ'ল এই নে'মতের শুকরিয়া আমরা কতটুকু আদায় করছি? আমাদের জ্ঞানের পরিধি যত বাড়ছে, আল্লাহ্‌র ভয়ে আমাদের চোখের অশ্রু কি ততটা ঝরছে? আমাদের বুকশেলফ যত ভারী হচ্ছে, আমাদের সিজদাগুলো কি ততটা দীর্ঘ হচ্ছে? আমাদের অধ্যয়ন যত গভীর হচ্ছে, আমাদের অন্তর কি ততটা নরম হচ্ছে? এই কঠিন প্রশ্নগুলোর মাঝেই লুকিয়ে আছে বর্তমান সময়ের মৌলিক ইলম ও আমলের সমন্বয়হীনতা। এটি এমন এক গোপন ক্ষয়রোগ, যা ঘুণপোকার মতো আমাদের ভেতরটাকে নীরবে খেয়ে ফেলছে। এই আধ্যাত্মিক ব্যাধিই আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয়, অন্তর থেকে ঈমান ও তাক্বওয়ার আলো ছিনিয়ে নেয়। আমাদের দাওয়াতকে প্রভাবহীন করে তোলে। জ্ঞানের আলো যখন কর্মের পথকে আলোকিত করতে ব্যর্থ হয়, তখন তা এক আত্মঘাতী অন্ধকারের জন্ম দেয়। সেই অন্ধকারময় পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটির অবতারণা, যাতে আমরা আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হ'তে পারি এবং পরিশুদ্ধির পথে নতুন করে যাত্রা শুরুর প্রেরণা খুঁজে পাই।

ইলম ও আমলের সমন্বয়হীনতার পরিণাম

১. ইলম অনুযায়ী আমল না করা আল্লাহ্‌র ক্রোধের কারণ :

জ্ঞানার্জন নিঃসন্দেহে এক মহৎ ইবাদত, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ জ্ঞানীদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، 'তুমি বল, যারা জানে (বিজ্ঞ) এবং যারা জানে না (অজ্ঞ), তারা কি সমান?' *(যুমার ৩৯/৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ– 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন' *(মুজাদালা ৫৮/১১)*। অত্র আয়াত দু'টির মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু ইলম হাছিলের এই মহৎ ইবাদতটিই এক ভয়াবহ অভিশাপে পরিণত হয়, যখন তা কর্মে রূপান্তরিত না হয়। যে জ্ঞান ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র অনুগত করার কথা, আমলের অভাবে সেই জ্ঞানই তাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বদলে ক্রোধের পাত্র বানিয়ে দেয়। কথা ও কাজের এই অমিলকে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন। যেখানে আল্লাহ বলেন, كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ 'আল্লাহ্‌র নিকটে বড় ক্রোধের বিষয় হ'ল, তোমরা যা বল তা কর না?' *(ছফ ৬১/৩)*। এই আয়াতটি আমাদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। আয়াতে উল্লিখিত مَقْتًا শব্দটি সাধারণ অসন্তুষ্টির চেয়েও তীব্র ঘৃণাকে বোঝায়। কারণ মানুষের কথা ও কাজে যখন মিল থাকে না, তার ইলম ও আমলের সমন্বয় থাকে না, তখন সে মিথ্যুক ও ওয়াদা ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হয়, যা মুনাফিক্বের বৈশিষ্ট্য। ফলে তার প্রতি আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টিও অত্যন্ত ভয়াবহ হয়।[১]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، 'তোমরা কি লোকদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং নিজেদের বেলায় তা ভুলে যাও? অথচ তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব (তাওরাত) পাঠ করে থাকো। তোমরা কি বুঝো না?' *(বাক্বারাহ ২/৪৪)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী, ইমাম ইবনে কাছীর, ইমাম বাগাভী সহ প্রমুখ মুফাসসিরীনে কেরাম নিম্নের হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، 'মে'রাজের রাতে আমি এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের ঠোঁটগুলো আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে জিবরীল! এরা কারা?' তিনি উত্তর দিলেন, 'এরা আপনার উম্মতের সেই সব বক্তা, যারা এমন কথা বলত যা তারা নিজেরা করত না। তারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করত, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করত না'।[২] এই কথাগুলো কোন সাধারণ পাপীর জন্য নয়। এটা একজন ব্যবসায়ীর জন্য নয়, যে মাপে কম দিয়েছে। এটা একজন শ্রমিকের জন্য নয়, যে কাজে ফাঁকি দিয়েছে। এটা সরাসরি সেইসব জ্ঞান বহনকারী, বক্তা ও উপদেশদাতাদের জন্য এক চূড়ান্ত সতর্কবার্তা। যারা অন্যদের জন্য মিম্বর সাজায়, কিন্তু নিজেদের জন্য কোন ইবাদতের আসন পাতে না। যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে,

**. এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *জামালুদ্দীন কাসেমী, মাহাসিনুত তা'বীল (তাফসীরে কাসেমী) ৯/২১৫।*
২. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৪৬১৩; ছহীহুত তারগীব হা/১২৫।*

তার মর্ম বুঝে, কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করতে গেলেই তাদের হৃদয় পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়। তাদের বলা প্রতিটি কথা, লেখা প্রতিটি অক্ষর, তাদের দেওয়া প্রতিটি নছীহত, ফেইসবুকে দেওয়া প্রতিটি স্ট্যাটাস কি আমাদের মুক্তির জন্য সুফারিশ করবে, নাকি আগুনের কাঁচি হয়ে তাদেরই ধরবে? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার আগে দুনিয়াতেই তাদের সংশোধন হওয়া উচিত। তারা মানুষকে দেখায়, কীভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হয়, অথচ তাদের নিজেদের ভেতরের পাপের আগুন নেভানোর কোন চেষ্টা করে না। তারা লোকদের বলে, 'ছালাত কায়েম কর'। অথচ তাদের নিজেদের ছালাতে সেই খুশূ-খুযূ নেই।

তাছাড়া কোন ব্যক্তি বা সমাজের ওপর থেকে আল্লাহ্র রহমত উঠে যাওয়ার একটি স্পষ্ট লক্ষণ হ'ল– তাদের মধ্যে আমলের চেয়ে তর্কের প্রাধান্য বেড়ে যাওয়া। তারা আত্মশুদ্ধি ও কর্মের ময়দান ছেড়ে অপ্রয়োজনীয় বাহাছ ও বিতর্কের চোরাগলিতে হারিয়ে যায়। ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭হি.) এই আধ্যাত্মিক ব্যাধিকে চিহ্নিত করে বলেন, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْمٍ شَرًّا، فَتَحَ عَلَيْهِمُ الْجِدَالَ، وَمَنَعَهُمُ الْعَمَلَ، 'মহান আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়ের অকল্যাণ চান, তখন তাদের মাঝে তর্ক-বিতর্কের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন এবং আমল সম্পাদনের তাওফীক্ব থেকে তাদের বঞ্চিত করেন'।[৩] একইভাবে মা'রূফ আল-কারখী (মৃ. ২০০হি.) বলেছেন, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ، وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ الْجَدَلِ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ، وَفَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَلِ، 'যখন আল্লাহ কোন বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তার জন্য আমলের দরজা উন্মুক্ত করে দেন এবং তার জন্য তর্ক-বিতর্কের দুয়ার বন্ধ করে দেন। আর যখন তিনি কোন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তার জন্য আমলের দরজা বন্ধ করে দেন এবং তর্ক-বিতর্কের দরজা উন্মুক্ত করে দেন'।[৪]

আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আমরা সালাফদের এই কথার বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই। ফেসবুক, ইউটিউব ও বিভিন্ন গ্রুপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকি রাতের পর রাত ধরে অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলে। কে সঠিক আর কে বেঠিক, তা প্রমাণ করার জন্য যে পরিমাণ মেধা, সময় ও শক্তি ব্যয় করা হয়, তার সামান্য অংশও যদি আত্মশুদ্ধি বা কোন গঠনমূলক কাজে ব্যয় করা হ'ত, তাহ'লে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের চেহারাই পাল্টে যেত। আবার দেখা যায়, অনেকেই ফিক্বহের সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে তর্কে লিপ্ত, কিন্তু নিজেরা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতে উদাসীন। অনেকেই অন্যের আক্বীদা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ব্যস্ত, কিন্তু নিজের চরিত্র ও আখলাক সংশোধনে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। এই অবস্থাই প্রমাণ করে, আমরা তর্কের দ্বার উন্মুক্ত করেছি, কিন্তু আমলের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছি।

সুতরাং আল্লাহ আমাদের কল্যাণ চান নাকি অকল্যাণ, তা যদি আমরা উপলব্ধি করতে চাই তবে আমাদের কর্ম ও কথার অনুপাতই তার প্রধান মানদণ্ড হ'তে পারে। কেননা আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তিনি তাকে বেশী বেশী আমল করার তাওফীক্ব দেন এবং অপ্রয়োজনীয় তর্ক থেকে দূরে রাখেন। এই মূলনীতিটি সালাফদের কথায় বারবার উঠে এসেছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হ'ল– সাধারণ পাপীর চেয়ে একজন আমলহীন জ্ঞানীর পাপ অনেক বেশী ভয়ংকর ও ক্ষতিকর। এজন্য সালাফগণ পাপী আলেম ও ক্বারীদের সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন। তাবে'ঈ আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী (৬৬-১৩১ হি.) বলেন, لَا خَبِيثَ أَخْبَثُ مِنْ قَارِئٍ فَاجِرٍ، 'পাপাচারে লিপ্ত ক্বারী (কুরআনের বাহক ও পাঠক)-এর চেয়ে দুষ্কৃতিকারী আর কেউ নেই'।[৫] মালেক ইবনে দীনার (মৃ. ১৪০ হি.) বলেন, لَأَنَا لِلْقَارِئِ الْفَاجِرِ أَخْوَفُ مِنِّي مِنَ الْفَاجِرِ الْمُبْرِزِ بِفُجُورِهِ، إِنَّ هَذَا أَبْعَدُهُمَا غَوْرًا، 'আমি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির চেয়ে বেশী ভয় করি পাপীকে। কেননা গুনাহগার ক্বারী অধিক ক্ষতিকর'।[৬] এর একটি কারণ হ'ল, সাধারণ পাপী তার পাপের কারণে লজ্জিত থাকে, কিন্তু আমলহীন ক্বারী তার জ্ঞানের অহংকারে এমনভাবে ডুবে থাকে যে, সে তার পাপকে তুচ্ছ ভাবতে শুরু করে। আরেকটি কারণ হচ্ছে, সাধারণ পাপীর পাপ তার নিজের ক্ষতি করে। কিন্তু একজন জ্ঞানীর পদস্খলন বহু মানুষকে দ্বীন থেকে বিমুখ করে দেয়। মানুষ তার জ্ঞানের মুখোশের আড়ালে থাকা পাপাচার দেখে হতাশ হয় এবং অনেক সময় মূল দ্বীনকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। সেজন্য একজন আমলহীন জ্ঞানী সমাজের জন্য এক নীরব ঘাতক, যে জ্ঞানের আলো ছড়ানোর নামে অজ্ঞতা ও পাপাচারের অন্ধকার বিস্তার করে।

সুতরাং আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, অর্জিত জ্ঞান কি আমাদের আরও বিনয়ী ও আল্লাহভীরু করছে, নাকি আমাদেরকে অহংকারী ও তার্কিক বানাচ্ছে? আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে কি কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়? আমাদের জ্ঞান কি আমাদের মুক্তির কারণ হবে, নাকি আল্লাহ্র কঠিন ক্রোধের কারণ হবে? আল্লাহ আমাদের কথা ও কাজকে এক করে দিন এবং আমলবিহীন জ্ঞানের অভিশাপ থেকে রক্ষা করুন-আমীন!

---

৩. ইবনু মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ঈয়্যাহ (দামেশক : মাকতাবাতু 'আলামিল কুতুব, তাবি), ১/২০২।

৪. আবূ নু'আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/৩৬১।

৫. হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, তাহক্বীক্ব : আলী মুহাম্মাদ বাজাভী (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৮২হি./১৯৬৩খৃ.) ২/১৮১।

৬. আবূ হাতেম রাযী, আয-যুহদ (রিয়াদ, সঊদী আরব : দারু আত্বলাস, ১ম প্রকাশ, ১৪২১হি./২০০০খৃ.) পৃ. ৫৫।

২. আলেমের কথার প্রভাব কমে যায় :

আমল হ'ল আলেমের কথার প্রাণ। একজন আমলকারী আলেমের মুখ থেকে নিঃসৃত সাধারণ কথাও মানুষের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে, অন্যদিকে আমলহীন আলেমের জ্ঞানগর্ভ আলোচনাও শ্রোতার কানে প্রবেশ করলেও অন্তরে পৌঁছাতে পারে না। তার কথায় কোন আধ্যাত্মিক প্রভাব বা 'নূর' থাকে না। ফলে মানুষ তার দ্বারা বাহ্যিকভাবে প্রভাবিত হ'লেও আত্মিকভাবে উপকৃত হয় না। কথা ও কাজের এই বিচ্ছিন্নতা আল্লাহ্র কাছে যেমন নিন্দনীয়, মানুষের কাছেও তা গ্রহণযোগ্যতা হারায়। মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) এ অবস্থাকে একটি চমৎকার উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوب كَمَا يَزَلُّ الْقَطْرُ عَنِ الصَّفَا، 'যখন আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করে না তখন তার উপদেশ মানুষের অন্তর থেকে পিছলে যায়, যেভাবে মসৃণ পাথরের ওপর থেকে বৃষ্টি ফোঁটা পিছলে পড়ে'।[৭]

এই উপমাটি আজকের ডিজিটাল যুগের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন প্লাটফর্মে আমরা অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনি। বক্তার উপস্থাপনা, ভাষার মাধুর্য আর তথ্যের গভীরতায় আমরা বিমুগ্ধ হই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সেই প্রভাব হারিয়ে যায়। কিন্তু এটা হয় কেন? কারণ শ্রোতার অন্তর অবচেতনভাবেই বক্তার কথা ও কাজের মিল খোঁজে। যখন শ্রোতা জানতে পারে বা অনুভব করে যে, যিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে সততা, বিনয় বা আল্লাহ্র ভয় নিয়ে কথা বলছেন, তার ব্যক্তিগত জীবনে এগুলোর ছিটেফোঁটাও নেই, তখন তার অন্তর সেই উপদেশকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কথাগুলো মসৃণ পাথরের ওপর পড়া বৃষ্টির ফোঁটার মতই হয়। মুহূর্তের জন্য ভেজা মনে হ'লেও পরক্ষণেই শুকিয়ে যায়, কোন দাগ বা প্রভাব রেখে যায় না। অন্তর সেই কথাকে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তা প্রাণহীন ও কপটতায় পূর্ণ।

আমলহীন আলেমের চূড়ান্ত পরিণতি কতটা ভয়াবহ, তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মর্মান্তিক উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ، كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرَقُ نَفْسَهُ، 'যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয়, কিন্তু নিজেকে ভুলে যায়, তার উদাহরণ হ'ল সেই প্রদীপের মতো, যা অন্যকে আলো দেয়, কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে ফেলে'।[৮]

এর চেয়ে বড় আফসোস আর কী হ'তে পারে? একজন আলেম বা দাঈ, যার কথায় প্রভাবিত হয়ে শত শত মানুষ নিজেদের জীবন পরিবর্তন করেছে, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করেছে। অথচ ক্বিয়ামতের দিন দেখা যাবে, সেই আলেম নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত। তার জ্ঞান অন্যদের জন্য আলো হ'লেও, নিজের জন্য হয়েছে আগুন। সে ছিল কেবল একটি মাধ্যম, একটি প্রদীপ, যা অন্যকে আলোকিত করতে গিয়ে নিজের অস্তিত্বকেই জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছে। এই আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মঘাতী পরিণতি থেকে আমরা আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই।

আমলহীন জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্র কাছেই নয়, মানুষের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা হারায়। মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাব-প্রকৃতি সত্য ও সততাকে ভালোবাসে। তারা এমন নেতা বা আলেমকে অনুসরণ করতে চায়, যার কথা ও কাজের মধ্যে কোন ফারাক নেই।

এই শাশ্বত সত্যকে তুলে ধরে ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী (৫০-১২৪হি.) বলেন, لَا يَرْضَيَنَّ النَّاسُ قَوْلَ عَالِمٍ لَا يَعْمَلُ، وَلَا عَامِلٍ لَا يَعْلَمُ، 'মানুষ কখনোই এমন আলেমের কথায় সন্তুষ্ট হবে না, যে ইলম অনুযায়ী আমল করে না। অনুরূপ এমন আমলকারীর প্রতিও সন্তুষ্ট হয় না, যার ইলম নেই'।[৯] অন্যত্র তিনি বলেন, لَا يُوَثِّقُ لِلنَّاسِ عَمَلُ عَامِلٍ لَا يَعْلَمُ، وَلَا يُرْضَى بِقَوْلِ عَالِمٍ لَا يَعْمَلُ، 'মানুষের কাছে এমন আমলকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হয় না, যে আমল করে না। অনুরূপভাবে আমলহীন আলেমের কথার উপরেও মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারে না'।[১০] অর্থাৎ শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না, আমলও করতে হবে। আবার শুধু আমল করলেও চলবে না, সেটা হ'তে হবে সঠিক জ্ঞানভিত্তিক।

আমরা যারা দ্বীনের কথা বলি, জ্ঞানের কথা শেয়ার করি, হোক তা পরিবারের ক্ষুদ্র পরিসরে বা সোশ্যাল মিডিয়ার বিশাল জগতে, আমাদের প্রত্যেকের জন্য এই বাণীগুলো এক একটি আয়না। আমাদের কথাগুলো মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করছে, নাকি মসৃণ পাথর থেকে পিছলে পড়ছে? আমরা কি অন্যদের জন্য আলো বিলিয়ে নিজেকে পুড়িয়ে ফেলছি? সব সময় এই প্রশ্নগুলো মনে রাখা প্রয়োজন। কারণ মানুষের প্রতিটি কথার শক্তি লুকিয়ে থাকে তার আমলের মাঝে। আমল যত বিশুদ্ধ ও আন্তরিক হবে, তার কথার প্রভাবও তত গভীর ও স্থায়ী হবে।

৩. আমলহীন মানুষ পথভ্রষ্ট হয় :

ইলম বা জ্ঞান হ'ল গন্তব্যে পৌঁছার জন্য মানচিত্র স্বরূপ। কোন মুসাফির যদি মানচিত্র হাতে পেয়েও তদনুযায়ী পথ না চলে, তিনি যেমন গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন না, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করেন কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করেন

---

৭. *আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, হাশিয়া: মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম শাহীন (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯৯খৃ.), পৃ. ২৬২; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, তাহক্বীক: আহমাদ ইবনে আলী (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০০খ্রিঃ), ২/১৬৭।*

৮. *ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৩১; সনদ হাসান। রাবী সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ)।*

৯. *খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমি ওয়াল-আমাল, মুহাক্কিক্ব: নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরূত : আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৪হি./১৯৭৪খৃ.), পৃ. ২৫।*

১০. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, তাহক্বীক : আমর আল-আমরী (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১৫হি./১৯৯৫খৃ.) ৪৯/২১৬।*

না, তিনিও হেদায়াতের পথে থেকেও বিচ্যুত হয়ে যান। এটি এক ভয়ংকর আত্মপ্রবঞ্চনা। কারণ জ্ঞানের অহংকার তাকে ভাবতে বাধ্য করে যে তিনি সঠিক পথেই আছেন, অথচ বাস্তবে তিনি বিভ্রান্তির এক গভীর সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন। যাদের কথার সাথে কাজের মিল থাকে না এবং জ্ঞানের সাথে আমলের সমন্বয় থাকে না তাদের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، 'যারা তাওরাত বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হ'ল গাধার মত, যে কিতাবের বোঝাসমূহ বহন করে' *(জুম'আ ৬২/৫)*।

অত্র আয়াতটি ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে তাকালে বর্তমান সমাজের মুসলিমদের এক অদ্ভুত চিত্রায়ণ দেখা যায় এই আয়াতে। সমাজে এমন অসংখ্য পুরুষকে দেখা যায়, যারা জুম'আর খুৎবায় সূদকে জাহান্নামের আগুন জেনেও অবলীলায় সূদী লেনদেনে ডুবে থাকে। যারা ছালাতের গুরুত্ব নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেন, কিন্তু ফজরটা তাদের ঘুমের কাছে পরাজিত হয়। মানুষকে ভালো কাজ করার সবক দেন, কিন্তু নিজের জীবনে সেই ভালো কাজের প্রভাব অনুপস্থিত। একইভাবে, এমন অগণিত নারী আছেন, যারা পর্দার প্রতিটি আয়াত ও হাদীছ মুখস্থ জানেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় পর্দার পক্ষে শত শত পোস্ট শেয়ার করেন, কিন্তু পারিবারিক অনুষ্ঠানে বা ব্যক্তিগত জীবনে সেই পর্দার লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। তারা উত্তম স্ত্রী ও মায়ের গুণাবলী বিষয়ক লেকচার শুনে চোখে পানি আনেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে স্বামী, সন্তান-সন্ততি এবং শ্বশুর-শাশুড়ী, পুত্রবধূর সাথে তাদের আচরণে সেই জ্ঞানের কোন কোমলতা বা ধৈর্য ফুটে ওঠে না। এই মানুষগুলো যেন সেই জ্ঞান বহনকারী গাধার আধুনিক সংস্করণ। তাদের স্মার্টফোনে, ল্যাপটপে আর বইয়ের সেলফে জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে। তারা জ্ঞানের ভারে ন্যুব্জ, কিন্তু সেই জ্ঞানের আলো তাদের অন্তরকে আলোকিত করতে পারেনি, তাদের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করতে পারেনি, তাদের লেনদেনকে পবিত্র করতে পারেনি। গাধা যেমন তার পিঠের ওপর রাখা বইয়ের ভার অনুভব করে মাত্র, বইয়ের ভেতরের জ্ঞান থেকে সে চিরকাল বঞ্চিত, তেমনি এই আমলহীন জ্ঞানীরাও কেবল তথ্যের বোঝা বহন করে বেড়ায়; হেদায়াতের নূর তাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছায় না।

সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তুসতারী (২০৩-২৮৩হি.) বলেন, النَّاسُ كُلُّهُمْ سُكَارَى إِلَّا الْعُلَمَاءُ، وَالْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ حَيَارَى إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، 'আলেমগণ ছাড়া সকল মানুষ দিকভ্রান্ত। আর অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমলকারী ছাড়া সকল আলেম দিশেহারা'।[১১] অর্থাৎ সাধারণ মানুষ অজ্ঞতার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে, আর আলেমরা জ্ঞানের বিশালতায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই দিশেহারা অবস্থা থেকে কেবল তারাই মুক্তি পায়, যারা তাদের জ্ঞানকে কর্মে রূপান্তরিত করে পথের দিশা খুঁজে নেয়। মালেক ইবনে দীনার (মৃ. ১৪০ হি.) বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْعَمَلِ كَسَرَهُ عِلْمُهُ، وَإِذَا طَلَبَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ازْدَادَ بِهِ فُجُورًا أَوْ فَخْرًا، 'বান্দা যখন আমলের জন্য ইলম অন্বেষণ করে, তখন তার ইলম তাকে চূর্ণবিচূর্ণ (বিনয়ী) করে দেয়। আর যখন সে অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা অন্বেষণ করে, তখন এর দ্বারা তার পাপাচার ও অহংকারই বৃদ্ধি পায়'।[১২]

বর্তমান সময়ে অনেকেই সামান্য জ্ঞান অর্জন করেই নিজেকে অন্যদের চেয়ে জ্ঞানী ভাবতে শুরু করেন। তাদের জ্ঞান তাদেরকে আল্লাহ্‌র সামনে নত করার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের সামনে অহংকারী করে তোলে। তারা তাদের জ্ঞানকে মানুষের ভুল ধরা এবং নিজেকে যাহির করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। মূলত এমন ব্যক্তিরাই জ্ঞানের অহংকার করে থাকেন, ফলে এই জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের গুনাহের পাল্লা ভারী হ'তে থাকে। যারা খালেছ নিয়তে ইলম শিখে না, তাদের ক্ষেত্রেই সাধারণত এমনটা ঘটে থাকে। অন্যদিকে যারা একনিষ্ঠ নিয়তে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করেন, তারা যতই জানেন ততই নিজের অজ্ঞতা ও দ্বীনতা উপলব্ধি করেন। তাদের জ্ঞান তাদেরকে আল্লাহ্‌র বিশালতার সামনে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়, ফলে তারা হন বিনয়ী, কোমল ও ক্ষমাশীল প্রকৃতির মানুষ।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, التَّفَاخُرُ بِالْعِلْمِ أَسْوَأُ حَالًا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ التَّفَاخُرِ بِالْمَالِ وَالْجَاهِ، فَإِنَّهُ جَعَلَ أَسْبَابَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، وَصَاحِبُ الْمَالِ وَالْجَاهِ اسْتَعْمَلَ أَسْبَابَ الدُّنْيَا لَهَا وَكَاثَرَ بِأَسْبَابِهَا، 'বিদ্যা নিয়ে গর্ব করা আল্লাহ্‌র নিকট সম্পদ ও মর্যাদা নিয়ে গর্ব করার চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা সে (জ্ঞানের অহংকারী) আখেরাতের উপকরণকে দুনিয়ার জন্য ব্যবহার করেছে। আর সম্পদ ও মর্যাদার মালিক তো দুনিয়ার উপকরণকে দুনিয়ার জন্যই কাজে লাগিয়েছে এবং সেখানেই প্রতিযোগিতা করেছে'।[১৩]

৪. আমল না করলে ইলম থাকে না :

জ্ঞান বা ইলম কোন জড় বস্তু নয় যে, তা অর্জন করার পর আজীবন সিন্দুকে জমা থাকবে। বরং ইলম এক জীবন্ত সত্তার মত, যার প্রাণ হ'ল 'আমল'। যখন আমলের মাধ্যমে এর যত্ন নেওয়া হয়, তখন তা বৃদ্ধি পায়, আলোকিত হয় এবং ব্যক্তির জীবনে স্থিতি লাভ করে। কিন্তু মানুষ যখন আমল থেকে বিমুখ হয়, তখন অভিমানী অতিথির মত ইলম বিদায় নেয়,

১১. *আব্দুর রঊফ মুনাভী, ফায়যুল ক্বাদীর (মিসর : আল-মাকাবাতুত তিজারিইয়াহ আল-কুবরা, ১ম মুদ্রণ, ১৩৫৬হি.) ৫/৫১০; ইক্বতিযাউল ইলমি ওয়াল আমাল, পৃ. ২৮।*

১২. *ইক্বতিযাউল ইলমি ওয়াল আমাল, পৃ. ৩২।*

১৩. *ইবনুল ক্বাইয়িম, উদ্দাতুছ ছাবেরীন (মদীনা মুনাওয়ারা : মাকতাবাতুত তুরাছ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৯হি./১৯৮৯খৃ.), পৃ. ১৭১।*

রেখে যায় কেবল শূন্যতা আর আফসোস। এজন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলতেন, تَعَلَّمُوا تَعْلَمُوا، فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا ‘তোমরা ইলম শেখ, জ্ঞান অর্জন কর। আর যখন ইলম অর্জন হয়ে যাবে, তখন আমল করতে থাক’।[১৪] সুফিয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১ হি.) বলেন, يَهْتِفُ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ حَلَّ وَإِلَّا ارْتَحَلَ، ‘ইলম আমলকে কানে কানে আহ্বান জানায়। আমল যদি তার ডাকে সাড়া দেয়, তবে সে উপস্থিত থাকে, অন্যথা সে (ব্যক্তির কাছ থেকে) প্রস্থান করে’।[১৫] একবার ভাবুন, কী গভীর কথা! জ্ঞান যেন নিজ থেকেই তার অধিকার দাবী করে। যদি আমরা সেই ডাকে সাড়া দেই, তবে সেই জ্ঞান আমাদের অন্তরে গেঁথে যায়, আমাদের পথ দেখায় এবং বরকতে পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু যদি সাড়া না দেই? তখন জ্ঞান আমাদের থেকে প্রস্থান করে।

একজন ব্যক্তির জীবন থেকে জ্ঞানের প্রস্থান বিভিন্নভাবে হ’তে পারে। যেমন :

(ক) স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়ার মাধ্যমে। কারণ যে জ্ঞান ব্যবহার করা হয় না, মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে তা ভুলে যায়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

(খ) তাওফীক্ব কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমে। অনেক সময় জ্ঞান মাথায় থাকে, কিন্তু তদনুযায়ী আমল করার ইচ্ছা বা তাওফীক্ব আল্লাহ কেড়ে নেন। জ্ঞান তখন বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং পথ দেখানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

(গ) বরকত নষ্ট হওয়ার মাধ্যমে। জ্ঞানটি হয়ত আমাদের মুখস্থ থাকে, আমরা অন্যদের বলতেও পারি, কিন্তু সেই জ্ঞানের নূর ও আধ্যাত্মিক প্রভাব আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়। অন্তর সেই জ্ঞানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না।

আমল না করলে যে ইলম থাকে না, তা উপলব্ধির জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন কেউ অনেক মেহনত করে সকাল-সন্ধ্যার পঠিতব্য দো‘আগুলো মুখস্থ করল। এখন তিনি যদি নিয়মিত এই দো‘আগুলো পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ না করেন, তবে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সব দো‘আ ভুলে যাবেন। আর এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

৫. আমল ছাড়া ইলমের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায় না :

ইলম বা জ্ঞানের এক আধ্যাত্মিক স্বাদ রয়েছে, যা বইয়ের পাতায়, মুখস্থের প্রতিযোগিতায় বা বিতর্কের আসরে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ইলাহী স্বাদ ও তৃপ্তি কেবল তখনই অনুভূত হয়, যখন জ্ঞানকে কর্মে বা আমলে বাস্তবায়ন করা হয়। যে ব্যক্তি তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী নিজের জীবনকে সাজায়, তার অন্তর এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি, আনন্দ এবং নূর দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। এই অনুভূতিটা আমলকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করতে পারে না।

জ্ঞান অর্জনের পর তা দু’টি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হ’তে পারে। একটি পথ আনন্দের, অন্যটি অহংকারের। আর এই পার্থক্য নির্ভর করে ব্যক্তির নিয়তের ওপর, তিনি কি আমল করার জন্য শিখছেন, নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্যে? এই বিষয়টি তুলে ধরে মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ الْعِلْمَ لِيَعْمَلَ بِهِ سَرَّهُ عِلْمُهُ، وَإِذَا طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ زَادَهُ عِلْمُهُ فَخْرًا، ‘যখন কোন ব্যক্তি আমল করার জন্য ইলম অর্জন করে, তখন তার ইলম তাকে আনন্দিত করে। আর যখন সে আমল করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করে, তখন সেই ইলম তার অহংকার বাড়িয়ে দেয়’।[১৬]

ধরুন! আপনি শিখলেন যে, কোন ভাইয়ের সাথে মুচকি হেসে কথা বলা ছাদাক্বা।[১৭] এই জ্ঞানটুকু জানার মধ্যে এক প্রকার আনন্দ আছে। কিন্তু যখন আপনি বাস্তবে একজন ভারাক্রান্ত মুসলিম ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আন্তরিকভাবে হাসবেন এবং তার চেহারায় এক ঝলক স্বস্তি ফুটে উঠতে দেখবেন, তখন আপনার অন্তরে যে নির্মল আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভূত হবে সেটাই হ’ল ইলমের আসল স্বাদ। আপনার জ্ঞান তখন জীবন্ত হয়ে উঠবে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি কেবল বিতর্কে জেতার জন্য, নিজেকে জ্ঞানী প্রমাণ করার জন্য বা সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইক-কমেন্ট পাওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জন করে, তার জ্ঞান তাকে আনন্দ দেয় না; বরং অহংকারী করে তোলে। সে হয়তো কুরআন-হাদীছের অসংখ্য রেফারেন্স মুখস্থ বলতে পারে, কিন্তু তার আচরণে বিনয় থাকে না, ক্ষমা থাকে না, দয়া থাকে না। তার জ্ঞান তার জন্য এক ভারী বোঝা, যা তাকে আল্লাহ্র কাছ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয় এবং তাকে অহংকারী বানায়।

তবে নতুন কিছু জানা, অজানাকে বোঝা– এতে এক ধরনের দুনিয়াবী আনন্দ আছে। কিন্তু সেই আনন্দকে যখন আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সাথে জুড়ে দেওয়া হয়, তখন তা আখেরাতের সীমাহীন আনন্দের পাথেয় হয়ে যায়। সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তুসতারী (২০৩-২৮৩হি.) বলেন, الْعِلْمُ أَحَدُ لَذَّاتِ الدُّنْيَا، فَإِذَا عُمِلَ بِهِ صَارَ لِلْآخِرَةِ، ‘জ্ঞান দুনিয়ার অন্যতম উপভোগ্য বিষয়। আর সেই জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমল করা হয়, তবে সেটা আখেরাতের জন্যও উপভোগ্য হয়ে যায়’।[১৮] যেমন কোন বান্দা তাহাজ্জুদের ফযীলত

---

১৪. *ইবনু আব্দিল বার্র, জামে‘উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৪হি./১৯৯৪খৃ.) ১/৭০৫।*

১৫. *ইবুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা‘আদাত (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি), ১/১০০; ইবনু কুতাইবা আদ্দীনওয়ারী, উয়ূনুল আখবার (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৪১৮হি.), ২/১৪০।*

১৬. *ইবনু হিব্বান (আবূ হাতেম বুস্তী), রাওযাতুল উক্বালা (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি), পৃ. ৩৫।*

১৭. *মুসলিম হা/২৬২৬; মিশকাত হা/১৯১০।*

১৮. *ইক্বতিযাউল ইলমি আল-আমাল, পৃ. ২৯।*

সম্পর্কে জানল, সেটা তার জন্য দুনিয়ার একটি জ্ঞানগত আনন্দ। কিন্তু যখন তিনি নিশুতি রাতে অলসতা ছুড়ে ফেলে ছালাতে দাঁড়াবেন, সিজদায় আল্লাহ্র সাথে একান্তে কথা বলবেন, হৃদয় খুলে নিজের আর্জিগুলো সৃষ্টিকর্তার কাছে ব্যক্ত করবেন, তখন তিনি যে অপার্থিব স্বাদ ও প্রশান্তি পেলেন, তা সরাসরি আখেরাতের সাথে যুক্ত হয়ে গেল।

বান্দা যখন অর্জিত জ্ঞানের আলোকে আমল করেন এবং এর জ্ঞানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারেন, তখন তিনি তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির ময়দানে বিচরণ করতে পারেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ সেই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেম বা জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে' *(ফাতির ৩৫/২৮)*। এই আয়াত প্রমাণ করে, সত্যিকারের জ্ঞানের চূড়ান্ত ফলাফল হ'ল আল্লাহভীতি বা পরহেযগারিতা, যা অন্তরের একটি আমল এবং বাহ্যিক সকল আমলের চালিকাশক্তি। যার জ্ঞান তাকে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত করতে পারে না, সে ইলমের প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়।

সুতরাং ইসলামে জ্ঞান অর্জন কোন বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা নয়; বরং এটি একটি পবিত্র আমানত এবং একটি গুরু দায়িত্ব। এই আমানতের হক তখনই আদায় হয়, যখন জ্ঞানকে আমলে রূপান্তরিত করা হয়। নতুবা সেই জ্ঞানই ব্যক্তির জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাত্বার আল-ওয়ার্রাক (মৃ. ১২৯ হি.) বলেন, خَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ، وَإِنَّمَا يَنْفَعُ اللّٰهُ بِالْعِلْمِ مَنْ عَلِمَهُ وَعَمِلَ بِهِ، وَلَا يَنْفَعُ بِمَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ، 'সর্বোত্তম জ্ঞান সেটাই, যা উপকার করে। আর আল্লাহ তো কেবল সেই ব্যক্তিকেই জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত করেন, যে তা শিখেছে এবং সে অনুযায়ী আমল করেছে। তিনি সেই ব্যক্তিকে এর দ্বারা উপকৃত করেন না, যে তা শিখেছে, কিন্তু পরে তা পরিত্যাগ করেছে'।[১৯] অর্থাৎ জ্ঞানের পরিমাণ দিয়ে তার উপকারিতা মাপা হয় না; বরং তার প্রভাব ও আমল দিয়ে মাপা হয়। যে জ্ঞান ব্যক্তিকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে, তার চরিত্রকে সুন্দর করে এবং তাকে আরও বিনয়ী করে তোলে, সেটাই প্রকৃত উপকারী জ্ঞান।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মু'আয আর-রাযী (মৃ. ২৫৮ হি.) বলেন, مِسْكِينٌ مَنْ كَانَ عِلْمُهُ حَجِيجُهُ، وَلِسَانُهُ خَصِيمُهُ، وَفَهْمُهُ الْقَاطِعُ بِعُذْرِهِ 'সেই ব্যক্তি কতই না দুর্ভাগা, যার জ্ঞানই (ক্বিয়ামতের দিন) তার বিপক্ষে বিতর্ককারী হবে, যার জিহ্বা তার প্রতিপক্ষ হবে এবং যার বোধশক্তিই তার (আমল না করার) পক্ষে চূড়ান্ত অজুহাত পেশকারী হবে'।[২০] সুতরাং আমরা যেন জ্ঞানকে কেবল মস্তিষ্কের অলংকার না বানাই; বরং এটাকে আত্মার খোরাক ও কর্মের চালিকাশক্তিতে পরিণত করি। প্রতিটি জ্ঞানের পর যেন আমাদের একটি আমল বৃদ্ধি পায়। তবেই আমরা ইলমের সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাদ লাভ করতে পারব, যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতকেই আলোকিত করবে।

৬. আমল ছাড়া ইলমের নূর নিভে যায় :

ইলম কোন সাধারণ জাগতিক বস্তু নয়। এটি আসমান থেকে নেমে আসা এক ইলাহী নূর, যা আল্লাহ তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের অন্তরে দান করেন। এই পবিত্র নূরকে ধারণ করার জন্য আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে একটি পাত্র দিয়েছেন। আর তা হ'ল আমাদের ক্বলব বা হৃদয়। আর 'আমল' বা কর্ম হ'ল সেই পাত্রের যত্নশীলতা ও পবিত্রতা রক্ষা করার মাধ্যম। যখন কর্মবিমুখতার পাপ, অলসতার কালিমা আর অহংকারের ধুলো সেই হৃদয়পাত্রকে কলুষিত ও অন্ধকার করে ফেলে, তখন ইলাহী জ্ঞানের পবিত্র আলো আর সেখানে স্থির থাকতে পারে না, ধীরে ধীরে সে আলো নিভে যায়, রেখে যায় কেবল জ্ঞানের খোলসটুকু। জুনাইদ ইবনে মুহাম্মাদ বাগদাদী (২১৫-২৯৮হি.) বলেন, مَتَى أَرَدْتَ أَنْ تَشَرَّفَ بِالْعِلْمِ وَتُنْسَبَ إِلَيْهِ، وَتَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ تُعْطِيَ الْعِلْمَ مَالَهُ عَلَيْكَ، احْتَجَبَ عَنْكَ نُورُهُ وَبَقِيَ عَلَيْكَ وَسْمُهُ وَظُهُورُهُ، ذَلِكَ الْعِلْمُ عَلَيْكَ لَا لَكَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعِلْمَ يُشِيرُ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ، وَإِذَا لَمْ يُسْتَعْمَلِ الْعِلْمُ فِي مَرَاتِبِهِ رَحَلَتْ بَرَكَاتُهُ، 'যখন তুমি ইলমের ওপর তোমার যে হক রয়েছে তা আদায় করার আগেই ইলমের মাধ্যমে সম্মানিত হ'তে চাইবে, এর সাথে সম্পর্কিত হ'তে চাইবে এবং এর ধারক-বাহক হিসাবে পরিচিত হ'তে চাইবে, তখন ইলমের নূর তোমার থেকে আড়ালে চলে যাবে এবং তোমার ওপর কেবল তার বাহ্যিক রূপ ও প্রকাশই অবশিষ্ট থাকবে (যেমন সার্টিফিকেট, লক্বব, উপাধি, মানুষের প্রশংসা)। সেই ইলম তোমার পক্ষে না হয়ে, তোমার বিপক্ষের দলীল হবে। কারণ ইলম তো তার ওপর আমল করার দিকেই ইঙ্গিত করে। যখন তুমি ইলমের বিভিন্ন স্তরে আমল করবে না, তখন তার বরকতসমূহ চলে যাবে'।[২১]

দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আমাদের সমাজে ইলমের খোলসের অন্বেষী অনেক, কিন্তু তার নূরের অন্বেষণকারী খুবই কম। একজন ছাত্র যখন মাদ্রাসায় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তখন এই নিয়তে ভর্তি হয় যে, সে একজন বড় আলেম হবে, মানুষ তাকে সম্মান করবে, তার অনেক ফ্যান-ফলোয়ার বা অনুসারী থাকবে, চারদিকে নাম-ডাক থাকবে–তখন সে মূলত ইলমের হক (আমল ও ইখলাছ) আদায়ের আগেই তার সম্মানটুকু চেয়ে বসে। এর ফলে আল্লাহ তার থেকে ইলমের নূর কেড়ে নেন। তার কাছে তখন শুধু খোলস অবশিষ্ট থাকে। সে হয়তো বড় আলেম বা বক্তা হয়, বড়

১৯. *বায়হাক্বী, আল-মাদখাল ইলা সুনানিল কুবরা, পৃ. ৩২৬।*
২০. *খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমি আল আমল, পৃ. ৫৩।*
২১. *আবূ নু'আইম ইস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ১৩/২৬৯।*

লেখক হয়, কিন্তু তার কথায় বা লেখায় সেই আধ্যাত্মিক প্রভাব থাকে না, যা মানুষের অন্তরকে পরিবর্তন করতে পারে এবং নিজের ব্যক্তি জীবনে বাস্তবায়িত হয়। তার জ্ঞান তখন তাকে বিনয়ী করতে পারে না; বরং তার অহংকার বৃদ্ধি করে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মুনাফিকদের একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যা আমলহীন আলেমের অবস্থার সাথে মিলে যায়। আল্লাহ্ বলেন, مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ‘তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো। অতঃপর যখন তা চারদিক আলোকিত করল, তখন আল্লাহ সে আলো ছিনিয়ে নিলেন ও তাদেরকে এমন গাঢ় অন্ধকারে নিক্ষেপ করলেন যে তারা আর কিছুই দেখতে পায় না’ *(বাক্বারাহ ২/১৭)*। আমলহীন আলেমের অবস্থাও তাই। সে জ্ঞানের আলো জ্বালায়, কিন্তু তার কপটতা ও আমলহীনতার কারণে আল্লাহ সেই আলোর নূর কেড়ে নেন। তার কাছে কেবল জ্ঞানের শব্দ আর তথ্য অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু হেদায়াতের পথ দেখার ক্ষমতা থাকে না। সে অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ায়।

যখন আমরা কোন মাসআলা শিখি বিতর্কে জেতার জন্য, অথবা কোন একটি আয়াত বা হাদীছ মুখস্থ করি মানুষকে চমকে দেওয়ার জন্য, তখন মূলত আমরা ইলমের হক আদায় করি না। ফলে সেই জ্ঞান আমাদের অন্তরকে আলোকিত করে না। আমাদের মুখস্থের ভাণ্ডার বাড়ে, কিন্তু অন্তরের অন্ধকার দূর হয় না। উপরন্তু এই ইলম আমাদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়। কা‘ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ، ‘যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে তর্ক বাহাছ করা অথবা জাহেল-মূর্খদের সাথে বাকবিতণ্ডা করার জন্য এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণ করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন’।[22] তাই আসুন! আমরা ইলমের খোলসের পেছনে না ছুটে তার নূরের সন্ধান করি। আমাদের উদ্দেশ্য যেন ‘আলেম’ উপাধি অর্জন না হয়, বরং ‘আব্দুল্লাহ’ বা আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দা হওয়াই যেন মূল উদ্দেশ্য হয়। আমরা যেন ইলমের হক তাক্বওয়া, ইখলাছ ও আমল আগে আদায় করি, আর সম্মান ও স্বীকৃতির বিষয়টি আল্লাহ্র ওপর ছেড়ে দেই। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহই তাকে সম্মান প্রদান করেন। মহান আল্লাহ আমাদের অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন! *[ক্রমশঃ]*

---

২২. *তিরমিযী হা/ ২৬৫৪; ছহীহুত তারগীব হা/১০৬; সনদ হাসান।*

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তেল *(এক্সট্রা ভার্জিন)*
- খাঁটি সরিষার তেল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্র:

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

স্বামীর আনুগত্য : সুখী দাম্পত্য জীবনের সোপান

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

স্বামীর অনুগত হওয়া দাম্পত্য জীবনে সুখের মূল ভিত্তি। শরী'আতের নির্দেশনা অনুসারে স্ত্রী যদি স্বামীর অনুগত থাকে তাহ'লে যেমন দুনিয়াতে সুখী হবে তেমনি আখেরাতেও। সুখের এ রহস্য অনেক আগেই নবী করীম (ছাঃ) বলে দিয়েছেন। স্বামীর আনুগত্য করলে পারিবারিক জীবনে কল্যাণ হয় এবং পরকালীন জীবনেও অশেষ ছওয়াব লাভ হয়। আল্লাহ স্বামীকে পরিবার প্রধান বানিয়েছেন, পরিবারের পরিচালনা ও দায় তার উপরেই ন্যস্ত করেছেন। আর স্ত্রীকে বানিয়েছে সহকর্মী, সহযোগী। তাই স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। আর এ কর্তব্য পালনে সম্মান-অসম্মানের কিছু নেই। নিম্নে স্বামীর আনুগত্যের গুরুত্ব ও ফযীলতসহ বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হ'ল।-

স্বামীর আনুগত্য বলতে কী বুঝায়?

স্বামীর আনুগত্য করার অর্থ হচ্ছে, তিনি যা আদেশ করবেন তা পালন করা এবং যা নিষেধ করবেন তা থেকে বিরত থাকা। তবে তা যেন অবশ্যই সাধ্যের অতিরিক্ত না হয় এবং আল্লাহ্র হুকুমের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় (বা গুনাহের কোন কাজ না হয়)। যদি স্বামী এমন কোন কাজের আদেশ করেন যা স্ত্রী পালন করলে তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অথবা উক্ত কাজটি যদি আল্লাহ্র নাফরমানী বা গুনাহের কাজ হয় তাহ'লে সেক্ষেত্রে তার হুকুম মানা আবশ্যক নয়। বরং স্বামীর জন্য স্ত্রীকে এরূপ হুকুম দেয়াই জায়েয নয়।

স্বামীর উচিৎ স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে কাজের হুকুম দেয়া। এটাই সুন্দর দাম্পত্য জীবনের দাবী। সত্যিকার অর্থে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যখন মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তখন স্বামীর আনুগত্য ও সেবা করার বিষয়টিকে একজন স্ত্রী হাসিমুখেই বরণ করে নেন। অনুরূপভাবে স্বামীও তখন স্ত্রীর সহযোগী বন্ধুর মত পাশে থাকে এবং তাকে সাহায্য করে। এভাবে দু'জনের সুসম্পর্ক ও ভালবাসার মাধ্যমে একটি দাম্পত্য জীবন সুখের তরীতে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি দাম্পত্য জীবনকে সুখ ও ভালবাসা দ্বারা পূর্ণ করে দিন-আমীন!

স্বামীর আনুগত্যের ফযীলত :

স্বামীর আনুগত্যের বহু ফযীলত রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে। দাম্পত্য জীবনকে সুখের করতে, সংসারকে উন্নতি-অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিতে এবং ইবাদত কবুল হওয়া ও জান্নাত লাভের জন্য স্বামীর আনুগত্য যরূরী। নিম্নে কতিপয় ফযীলত উল্লেখ করা হ'ল।-

১. স্বামীর আনুগত্যশীলা উত্তম নারী :

সতী-সাধ্বী নারীকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবার নারীদের মধ্যে স্বামীর অনুগত স্ত্রীকে উত্তম নারী গণ্য করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ النِّسَاءِ تَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ وَتُطِيْعُكَ إِذَا أَمَرْتَ وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِكَ، 'উত্তম স্ত্রী সে যার দিকে তুমি তাকালে তোমাকে আনন্দিত করে, তুমি নির্দেশ দিলে তা পালন করে, তোমার অনুপিস্থিতিতে তার নিজেকে ও তোমার সম্পদ হেফাযত করে'।[১] অন্যত্র তিনি বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، 'আমি কি তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হ'ল, নেককার স্ত্রী। সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) দিকে তাকালে স্ত্রী তাকে আনন্দ দেয়, তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয় এবং স্বামী যখন তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্বের হেফাযত করে'।[২]

২. স্বামীর আনুগত্য নারীর ইবাদত কবুলের মাধ্যম :

আল্লাহ তাঁর ইবাদতের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং কেবল তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা মোতাবেক ইবাদত করলে তা কবুল হয়। অন্যথা তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তদ্রূপ স্ত্রী স্বামীর অনুগত হ'লে তার ইবাদত কবুল হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اِثْنَانِ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمَا رُءُوْسَهُمَا عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ- 'দুই ব্যক্তির ছালাত তাদের মাথা অতিক্রম করে না। ১. মনিবের নিকট থেকে পলাতক গোলাম যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। ২. ঐ মহিলা যে তার স্বামীর অবাধ্যতা করে, যতক্ষণ না সে তার আনুগত্যে ফিরে আসে'।[৩]

৩. জান্নাতে প্রবেশের উপায় :

স্বামীর অনুগত স্ত্রী জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُوْدُ الْعَؤُوْدُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِيْ يَدِهِ، ثُمَّ تَقُولُ: لاَ أَذُوْقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى- 'তোমাদের জান্নাতী রমণীগণ হচ্ছে যারা স্বামীর প্রতি প্রেমময়ী ও স্বামীর নিকটে বারবার আগমনকারিণী। স্বামী ক্রুদ্ধ হ'লে সে এসে স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাব না'।[৪]

উম্মুল হুছাইন বিন মিহছান তার ফুফু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার কোন প্রয়োজনে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে গমন

---

১. ত্বাবারাণী, মু'জামুল কাবীর, ছহীহুল জামে' হা/৩২৯৯।
২. আবূদাঊদ হা/১৬৬৪; মিশকাত হা/১৭৮১; ছহীহুল জামে' হা/১৬৪৩।
৩. তাবারাণী, ছাগীর; ছহীহুত তারগীব হা/১৮৮৮, ১৯৪৮; ছহীহাহ হা/২৮৮।
৪. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৮৩৫৮; ছহীহুল জামে' হা/২৬০৪; ছহীহাহ হা/২৮৭।

www.at-tahreek.com

করেন। তার প্রয়োজন শেষ হ'লে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি বিবাহিতা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তার (স্বামীর) জন্য কেমন? তিনি বললেন, আমি অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তার সেবা করি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, اُنْظُرِىْ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ– 'লক্ষ্য কর, তার থেকে তুমি কোথায় (তার হক্ব আদায়ের ক্ষেত্রে)? কেননা সে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম'।[৫]

এই হ'ল ইসলামের শিক্ষা। স্ত্রীর প্রতি ইসলামের নির্দেশনা। এই ইলাহী নির্দেশ ও নববী নির্দেশনা মেনে চললে সংসার হবে জান্নাতের টুকরা সদৃশ। সুখের স্নিগ্ধতা ঝরে ঝরে পড়বে পরিবারে। ফুটন্ত গোলাপের মত সুরভিত হয়ে উঠবে দাম্পত্য জীবন। তাই স্বামীর ঘরে পাঠানোর পূর্বেই মায়েরা স্বীয় কন্যাদের মনে করিয়ে দিতেন এ মূল্যবান নির্দেশনা। কন্যার প্রতি এমন বহু আলোকিত নছীহতে ভরপুর হয়ে আছে ইতিহাসের পাতা। আওফ আশ-শায়বানীর মেয়ের বিয়ে হ'লে স্বামীর হাতে মেয়েকে তুলে দেয়ার মুহূর্তে মা উমামা বিনতে হারেছ মেয়েকে একান্তে ডেকে নিয়ে বলেন, মেয়ে আমার! যে ঘরে তুমি বেড়ে উঠেছ, খুশি ও আনন্দে যাকে ভরে রেখেছ সে ঘর ছেড়ে অপরিচিত ঘরে অপরিচিত একজন মানুষের কাছে তুমি যাচ্ছ। জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমার কয়েকটি নছীহত মনে রেখ। এগুলো তোমার সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। (তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য নছীহত ছিল) স্বামী তোমাকে কোন আদেশ করলে কখনো তা অমান্য করবে না এবং তার ব্যক্তিগত কোন কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করবে না। ...মনে রাখবে, নিজের চাওয়া ও চাহিদার উপর স্বামীর চাওয়া ও চাহিদাকে প্রাধান্য না দেওয়া পর্যন্ত তুমি কখনো তার মন জয় করতে পারবে না। তুমি যদি তার দাসী হও তাহ'লে সে তোমার দাস হবে'।[৬]

আগের যুগের মেয়েরা ঐ অমূল্য উপদেশগুলো মনে গেঁথে রাখত। দাম্পত্য জীবনের সুদীর্ঘ পথের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করত। ফলে বাস্তবেই তাদের স্বামীরা তাদের জন্য কুরবান ছিল। তৎকালীন মেয়েরা স্বামীর পসন্দ-অপসন্দ নতুন জীবনের শুরুতেই জিজ্ঞেস করে নিত, যেন সারা জীবন তা মেনে চলতে পারে। তাই তাদের জীবন হ'ত অনেক সুখের ও আনন্দের।

কাযী শুরাইহ বলেন, বিয়ের রাতে স্ত্রী আমাকে বলল, আমি একজন অপরিচিত নারী। আপনার চাওয়া-পাওয়া ও পসন্দ-অপসন্দ কিছুই আমার জানা নেই। তাই আপনার পসন্দনীয় বিষয়গুলো বলুন যেন আমি তা পালন করতে পারি। আর অপসন্দনীয় বিষয়গুলোও বলুন যেন সেগুলো থেকে বিরত থাকতে পারি। কাযী শুরাইহ তার পসন্দ-অপসন্দের বিষয়গুলো জানান। তার স্ত্রী সেগুলো এতটা যত্নের সাথে মেনে চলতেন যে, কাযী শুরাইহ বলেন, فلبثت معي عشرين سنةً وما بكتت عليها في تلك السنين إلا يوماً واحداً كنت لها، 'বিশ বছর সে আমার সঙ্গে ছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ বছরে কোন কারণে আমি তার প্রতি রাগ করতে পারিনি। তবে একবার ব্যতীত, আর সেবারও আমি তার প্রতি অন্যায় করেছিলাম'।[৭] এটা আনুগত্যেরই ফল। এর দ্বারা স্বামী যেমন নিজের ভুল ও অন্যায় স্বীকার করবে তেমনি স্ত্রীকে প্রাণ উজাড় করে ভালবাসবে, তার জন্য কুরবান হবে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, أَقَامَت أم صَالح معي عشْرين سنة فَمَا اخْتلفت أَنا وَهِي فِي كلمة 'আমার সাথে উম্মু ছালেহ বিশ বছর অবস্থান করেছে, একটি কথায়ও আমি ও সে মতভেদ করিনি'।[৮] মহিয়সী নারীগণের এ আনুগত্য শুধু স্বামীর জীবদ্দশায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং স্বামীর মৃত্যু পরবর্তী সময়ও তারা স্বামীর প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। এখানে দু'টি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) আবুবকর (রাঃ)-এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ)। মৃত্যুর সময় আবুবকর (রাঃ) স্ত্রীকে অছিয়ত করে বলেছিলেন, আমি মৃত্যুবরণ করলে তুমিই আমাকে গোসল দেবে। তবে সেদিন ছিয়াম অবস্থায় থাকলে ছিয়াম ভেঙ্গে ফেলবে। কেননা ছিয়াম রেখে গোসল দেওয়া ও মৃত্যুপরবর্তী শোকপরিস্থিতি সামলানো কষ্টকর হবে। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে আসমা (রাঃ) তাকে গোসল দেন। সেদিন তিনি ছিয়াম রেখেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুপরবর্তী শোকের পরিবেশ ও বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে ছিয়াম ভাঙ্গার কথা ভুলে যান। আবুবকর (রাঃ)-এর দাফনের পর দিনের শেষে তার মনে পড়ে তখন তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান। দিন প্রায় শেষ ইফতারের সময় সমাগত। এ অল্প সময়ের জন্য ছিয়াম ভেঙ্গে ফেলবেন? কিন্তু ছিয়াম না ভাঙ্গলে তো স্বামীর কথাও মানা হবে না। স্বামীর আনুগত্য করা হবে না। তাই স্বামীর কথা মত দিন শেষ হয়ে এলেও তিনি ছিয়াম ভেঙ্গে ফেলেন।[৯] স্বামীর আনুগত্যের কী উজ্জ্বল উদাহরণ! স্বামীর মৃত্যুর পরও যারা আক্ষরিকভাবেই তার কথা রক্ষার্থে এমন আনুগত্য প্রকাশ করেছেন স্বামীর জীবদ্দশায় তার প্রতি কেমন অনুগত ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

৫. মুসনাদ আহমাদ হা/২৭৩৯২; ছহীহুল জামে' হা/১৫০৯; ছহীহাহ হা/২৬১২।
৬. মুহাম্মাদ ইবুন ইবরাহীম ইবনে ইবরাহীম ইবনে হাস্সান, দুরূস লিশ-শায়খ মুহাম্মাদ হাস্সান, ৪৩/১২পৃঃ; আবদে রাব্বিহী, আল-ইকদুল ফারীদ, ৩/১৯১; আল-মুসতাতরাফ, ২/১৮৪।
৭. ইবনু আসাকির (মৃঃ ৫৭১হিঃ), তারীখু দিমাশক, (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৪১৫ হিঃ/১৯৯৫ খ্রিঃ), ২৩/৫৩, ৫৫/৮৯।
৮. আবুল হুসাইন ইবনু আবী ইয়া'লা, ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ, (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তাবি), ১/৪২৯; আবু ইসহাক বুরহানুদ্দীন, আল-মুক্বতাছিদুল এরশাদ ফী যিকরি আছহাবি ইমাম আহমাদ, (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রাশিদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হিঃ/১৯৯০ খ্রিঃ), ২/২৮৯।
৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ (মৃঃ ২৩০হিঃ), ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হিঃ/১৯৯০ খ্রিঃ), ৩/১৫১-৫২।

(২) ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান। ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের স্ত্রী। তিনিও একজন খলীফার স্ত্রী। পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম সৌভাগ্যের অধিকারিণী একজন নারী। তার পিতা ছিলেন খলীফা, স্বামী ছিলেন খলীফা এবং চার ভাইও ছিলেন খলীফা। তার চার ভাই একের পর এক খলীফা হয়েছেন। পরম আদর-সোহাগে লালিত-পালিত এ মহিলার বিয়েও হয়েছে মহা ধুমধামের সাথে। পিতা তৎকালীন খলীফা আব্দুল মালিক স্বর্ণ-গহনা, হিরা-জহরতের ভাণ্ডার যেন উজাড় করে দিয়েছিলেন মেয়ের বিয়েতে। তবে ওমর বিন আব্দুল আযীয যখন খলীফা হন তখন স্ত্রীকে সমুদয় গহনা বায়তুল মালে জমা দিতে বলেন। ফাতেমা (রহঃ) স্বামীর কথা মত সবকিছু বায়তুল মালে জমা দেন। ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) যখন মারা যান তখন তার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য কোন সম্পদ ছিল না। তার ভাই ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল মালেক যখন ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের মৃত্যুর পর খলীফা হন তখন বোনকে বায়তুলমাল থেকে তার সমুদয় স্বর্ণ-গহনা ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। তিনি তখন বললেন, এসব আমীরুল মুমিনীনের কথা মত বায়তুলমালে দান করে দিয়েছি, فما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتاً 'আমি জীবিতাবস্থায় তার আনুগত্য করে মৃত্যুর পর তার অবাধ্য হ'তে পারব না'।[১০] যখন তার অর্থের অত্যধিক প্রয়োজন ছিল তখনও তিনি মহা মূল্যবান সম্পদ ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেবল স্বামীর আনুগত্যের জন্য। এ ত্যাগ ও কুরবানীর জন্যই ইতিহাসে ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের পাশে তার নামটিও জ্বলজ্বল করছে দ্যোতিময় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত; হাযার বছর পর আজও তা অমলিন হয়ে আছে।

স্বামীর আনুগত্যের গুরুত্ব :

মুসলিম নারীর উপরে স্বামীর আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর অবাধ্য হওয়া হারাম। আব্দুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّيْ الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلِّهِ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ، 'আমি যদি কাউকে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য সিজদা করতে আদেশ করতাম তাহ'লে নারীকে তাঁর স্বামীর জন্য সিজদা করতে আদেশ করতাম। কারণ সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! কোন মহিলা নিজ প্রভুর অধিকার আদায় করেছে বলে ধর্তব্য হবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর অধিকার আদায় করে। এমনকি কোন মহিলাকে তার স্বামী সহবাসের জন্য ডাকলে তাতে তার অস্বীকার করার কোন অধিকার নেই। যদিও সে তখন উটের পিঠে আরোহী অবস্থায় থাকুক না কেন'।[১১]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ، 'নারী যদি তার পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযান মাসের ছিয়াম রাখে, স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযত করে এবং নিজ স্বামীর আনুগত্য করে, তাহ'লে তাকে বলা হবে, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ কর'।[১২]

অন্যত্র এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، 'কোন নারীর পক্ষে বৈধ নয় স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত ছিয়াম রাখা। আর স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না'।[১৩]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ، 'স্বামী যখন তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে, কিন্তু সে ডাকে সাড়া না দেয়। ফলে সে তার ওপর রাগান্বিত হয়ে রাত যাপন করে, তাহ'লে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা ঐ নারীর ওপর লানত করতে থাকে'।[১৪]

অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا، 'যার হাতে আমার জীবন সে সত্ত্বার কসম! যে কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করে, তাহ'লে আসমানে বিদ্যমান সত্ত্বা (অর্থাৎ আল্লাহ) অবশ্যই তার ওপর রাগান্বিত থাকেন, যতক্ষণ না স্বামী তার স্ত্রীর ওপর সন্তুষ্ট হয়'।[১৫]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا

১০. যয়নাব বিনতু আলী ফাওয়ায আল-আমেলী (মৃঃ ১৩৩২ হিঃ), আদ্দুর্রুল মানছূর ফী ত্বাবাক্বাতি রিবাতিল খুদূর, (মিশর : মাতবা'আতুল কুবরা আল-আমীরিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৩১২হিঃ), পৃঃ ৩৬৬।

১১. ইবনু মাজাহ হা/১৮৮০; আহমাদ ৪/৩৮১; ইবনু হিববান হা/৪১৫৯; বায়হাক্বী ৭/২৯২।

১২. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৬৩; আহমাদ হা/১৬৬১; ছহীহুল জামে' হা/৬৬০-৬১।

১৩. বুখারী হা/৪৮৯৯; মুসলিম হা/১০২৬; আহমদ ২/৩১৬।

১৪. বুখারী হা/৩০৬৫; মুসলিম হা/১৪৩৬; আবু দাউদ হা/২১৪১; আহমদ ২/৪৩৯; দারেমী হা/২২২৮।

১৫. মুসলিম হা/১৭৩৬।

حَفِظَ اللهُ ‘সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হেফাযতকারিণী ঐ বিষয়ে যা আল্লাহ হেফাযত করেছেন’ *(নিসা ৪/৩৪)* এ আয়াতের দাবী অনুযায়ী স্ত্রীর ওপর স্বামীর আনুগত্য করা ওয়াজিব, সেটি তার সাথে সফর হোক, তার সাথে আনন্দ করার সুযোগ দেওয়ার বিষয় হোক বা অন্য যে কোন চাহিদা হোক। এ কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতও প্রমাণ করে’।[১৬]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) উল্লেখ করেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ‘আর নারীদের জন্য রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার, যেমন আছে তাদের ওপর (পুরুষদের) অধিকার’ *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। অপর আয়াতে তিনি বলেন, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ‘পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক’ *(নিসা ৪/৩৪)*। যদি নারী পুরুষের সেবা না করে, বরং পুরুষ নারীর সেবা করে, তাহ’লে নারী তত্ত্বাবধায়ক হবে পুরুষের উপর...। অতঃপর বলেন, সন্দেহ নেই আল্লাহ স্বামীর ওপর স্ত্রীর খরচ, পোষাক ও বাসস্থানের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তাকে ভোগ করা, তার খেদমত গ্রহণ করা ও বিধি মোতাবেক তার সেবার বিনিময়ে। অধিকন্তু মানুষের সাধারণ লেনদেন ও চুক্তিগুলো সমাজে প্রচলিত বিধি ও নীতির ওপর ভিত্তি করেই হয়, (অতএব, বিয়ে পরবর্তী স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও সে নীতি মোতাবেক হবে এটিই স্বাভাবিক)। প্রচলিত নীতি হচ্ছে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর খেদমত করা ও তার ঘরের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া। তিনি আরো বলেন, এক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ, ধনী ও গরীবের মাঝে বিভাজন করা দুরস্ত নয়। দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম নারী ফাতেমা (রাঃ)ও স্বামীর খিদমত করতেন। তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে সাংসারিক কাজের অভিযোগ করলে তিনি সে অভিযোগ আমলে নেননি’।[১৭]

স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীর পরিণাম :

স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। তার ইবাদত কবুল হয় না এবং তার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আর তার শেষ পরিণতি হয় জাহান্নাম। একদা জনৈকা মহিলা ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট তার স্বামীর কথা উল্লেখ করলে তিনি তাকে বলেন, انْظُرِيْ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. ‘ভেবে দেখো তার সাথে তুমি কি ধরনের আচরণ করছো! কারণ সেই তো তোমার জান্নাত এবং সেই তো তোমার জাহান্নাম’।[১৮]

কোন নারী তার স্বামীর অবদানসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি কখনো সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে তাকাবেন না। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا، وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِيْ عَنْهُ، ‘আল্লাহ তা‘আলা এমন মহিলার দিকে (সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে) তাকান না, যে নিজ স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, অথচ সে তার স্বামীর প্রতি সর্বদাই মুখাপেক্ষী’।[১৯]

কোন মহিলা তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দিলে তার জান্নাতী অপরূপা সুন্দরী স্ত্রী তথা হূররা সে মহিলাকে তিরস্কার করতে থাকে। মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, لَا تُؤْذِيْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ: لَا تُؤْذِيْهِ، قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ، أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا، ‘কোন মহিলা তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দিলে তার জান্নাতী অপরূপা সুন্দরী স্ত্রীরা বলে, তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! কারণ সে তো তোমার কাছে কিছুদিনের জন্য। অচিরেই সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে’।[২০]

আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ) ও স্বামীর আনুগত্যহীনতার কারণেই অধিকাংশ মহিলা জাহান্নামে যাবে। ইমরান বিনতু হুছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ইরশাদ করেন, اطَّلَعْتُ فِيْ الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِيْ النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، ‘আমি জান্নাতে উঁকি মেরে দেখলাম, জান্নাতীদের অধিকাংশই গরীব শ্রেণীর এবং জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখলাম, জাহান্নামীদের অধিকাংশই মহিলা’।[২১]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ، ‘হে মহিলারা! তোমরা ছাদাক্বা করো। কারণ আমি তোমাদেরকেই জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী রূপে দেখেছি। মহিলারা বলল, কেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা বেশী লা‘নত করে থাকো এবং স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো না’।[২২]

স্বামীর আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী :

নারীর জন্য তার স্বামীর আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ কতিপয় শর্তারোপ করেছেন। সেগুলো হ’ল।-

১৬. *ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ৩২/২৬০-২৬১।*
১৭. *ইবনুল কাইয়িম, হাদইউন নববী ৫/১৮৮-৮৯।*
১৮. *আহমাদ ৪/৩৪১; নাসাঈ হা/৭৬-৮৩; ইবনু আবী শায়বাহ ৪/৩০৪; হাকিম ২/১৮৯; বায়হাক্বী ৭/২৯১।*
১৯. *নাসাঈ হা/২৪৯, ২৫০; হাকিম ২/১৯০; বায়হাক্বী ৭/২৯৪।*
২০. *তিরমিযী হা/১১৭৪; ইবনু মাজাহ হা/২০১৪; ছহীহাহ হা/১৭৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৭১৯২।*
২১. *বুখারী হা/৩২৪১; মুসলিম হা/২৭৩৮।*
২২. *বুখারী হা/৩০৪; মুসলিম হা/৮০।*

১. স্ত্রীকে আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক আদেশ না করা :

স্বামী তার স্ত্রীকে পাপাচার বা আল্লাহ্র অবাধ্যতার আদেশ দিবে না। স্বামী এ জাতীয় কোন নির্দেশ দিলে স্ত্রী তা পালন করতে বাধ্য নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ 'আল্লাহ্র নাফরমানীতে কোনরূপ আনুগত্য নেই। আনুগত্য করতে হয় কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গত কাজে'।[২৩] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই'।[২৪]

২. স্ত্রীর সক্ষমতা ও সামর্থ্যের অতিরিক্ত আদেশ না দেওয়া :

সকল মানুষের সাধ্য ও সক্ষমতা সমান নয়। তাই স্ত্রীকে এমন কাজের নির্দেশ দেওয়া যাবে না, যা করার তার সামর্থ্য নেই বা ঐ কাজ করলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ 'কাউকে ক্ষতি করো না এবং নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না'।[২৫]

৩. পরিবার ও দাম্পত্য জীবন সংশ্লিষ্ট আদেশ দেওয়া :

স্বামীর আনুগত্য করা নারীর জন্য আবশ্যিক, তার বিরোধিতায় সে গোনাগার হবে। স্বামী যদি তাকে এমন কোন নির্দেশ দেয় যাতে কোন ক্ষতি নেই বরং কল্যাণ রয়েছে, সেটা পরিবার বা দাম্পত্য সংশ্লিষ্ট হোক বা না হোক তা পালন করা কর্তব্য। কারণ তা পালন না করলে পারিবারিক জীবনে সমস্যা তৈরী হ'তে পারে। আর ফলশ্রুতিতে বিচ্ছিন্নতা তৈরী হ'তে পারে। ইবনু আবেদীন বলেন, নারীর অধিকার খর্ব করে কিংবা তার ক্ষতি করে অথবা স্বামীর বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার উপলক্ষ হবে এমন সকল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার তার অধিকার আছে। কিন্তু যে কাজে কোন ক্ষতি নেই তা হ'তে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই। বিশেষত স্বামীর অনুপস্থিতিতে। অতএব নারী পরিবারের কাজ থেকে হাত গুটিয়ে কর্মহীন বসে থাকলে তার মধ্যে নফসের ও শয়তানের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হবে অথবা সে প্রতিবেশী ও অপরিচিতদের সাথে অনর্থক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে।[২৬]

স্বামীর আনুগত্যের স্বরূপ :

স্বামীর আনুগত্য কোন কোন ক্ষেত্রে করা যরূরী এবং কি কি কাজ করলে স্বামীর আনুগত্য প্রকাশ পায় সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. পারিবারিক জীবনে সহাবস্থানের ক্ষেত্রে আনুগত্য :

স্বামীর আনুগত্যের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে নারী স্বীয় সতীত্ব ও ইয্যত-সম্ভ্রম রক্ষা করবে। আর স্বামীর সেবায় ও তার প্রয়োজনে নিজেকে উৎসর্গ করবে। সর্বাবস্থায় সাধ্যমত স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ، 'যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সঙ্গে একই বিছানায় শোয়ার জন্য ডাকে, আর সে আসতে অস্বীকার করে, তাহ'লে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ঐ মহিলার ওপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকেন'।[২৭] তিনি আরো বলেন, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ- 'কোন লোক যদি নিজ স্ত্রীকে বিছানায় আসতে ডাকে আর স্ত্রী অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহ'লে ফেরেশতাগণ এরূপ স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত লা'নত করতে থাকে'।[২৮]

অন্যত্র তিনি বলেন, إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ- 'যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে তাহ'লে যতক্ষণ না সে তার স্বামীর শয্যায় ফিরে আসে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে'।[২৯] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا، 'ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে বিছানায় (সহবাসের উদ্দেশে) ডাকে আর স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে আকাশমণ্ডলীর অধিকারী তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হয়'।[৩০] এসব হাদীছ প্রমাণ করে যে, স্বামীর বিছানা থেকে দূরে থাকা আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং তাঁর গযবে নিপতিত হওয়ার অন্যতম বড় কারণ। তাছাড়া ঐ মহিলার জন্য ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকেন।

স্বামীর আনুগত্যের মধ্যে এমন সব কাজ অন্তর্ভুক্ত যা সে পসন্দ করে এবং যেসব কাজ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। যেমন সাজসজ্জা করা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, তার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা ও শরীরের দুর্গন্ধ দূর করা ইত্যাদি।

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল ছিয়াম রাখাও স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا

২৩. *বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; মিশকাত হা/৩৬৬৫।*
২৪. *আহমাদ হা/১০৯৫; শারহুস সুন্নাহ হা/২৪৫৫; ছহীহাহ হা/১৮০; ছহীহুল জামে' হা/৭৫২০; মিশকাত হা/৩৬৯৬।*
২৫. *ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১; ইরওয়া হা/৮৯৬; ছহীহাহ হা/২৫০; ছহীহুল জামে' হা/৭৫১৭।*
২৬. *হাশিয়া ইবনে আবেদীন, ৩/৭০৩।*

২৭. *বুখারী হা/৫১৯৩, ৩২৩৭; ইরওয়া হা/২০০২।*
২৮. *বুখারী হা/৩২৩৭, ৫১৯৩; মুসলিম হা/১৪৩৬; মিশকাত হা/৩২৪৬।*
২৯. *বুখারী হা/৫১৯৪; মুসলিম হা/১৪৩৬।*
৩০. *বুখারী হা/৩২৩৭; মুসলিম হা/১৪৩৬; মিশকাত হা/৩২৪৬।*

شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ‘স্বামী (বাড়ীতে) উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর জন্য ছিয়াম পালন করা বৈধ নয়’।[৩১] তিনি আরো বলেন, لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ‘কোন স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত একদিনও নফল ছিয়াম রাখবে না’।[৩২]

২. বাড়ীর বাইরে গমনের ক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণ :

নারীকে প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ ‘আল্লাহ প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন’।[৩৩] তবে স্ত্রী বিশেষ কোন প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যেতে চাইলে স্বামীর অনুমতি নিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا، ‘তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাবার অনুমতি চাইলে তাকে নিষেধ করো না’।[৩৪] এ হাদীছটি ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে ‘মসজিদে অথবা অন্য কোথাও গমনের জন্য মহিলাদের স্বামীর অনুমতি গ্রহণ’ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।[৩৫] উক্ত হাদীছের ভিত্তিতে মসজিদে বা অন্যত্র যাওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। বাহূতী বলেন, ويحرم على الزوجة الخروج بلا إذن زوجها؛ لأن حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب، ‘স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। কেননা স্বামীর হক আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং যা ওয়াজিব নয় তার জন্য ওয়াজিব পরিত্যাগ করা বৈধ নয়’।[৩৬]

৩. সেবা-যত্ন করার ক্ষেত্রে আনুগত্য :

আসমা (রাঃ) বলেন, আমি সাংসারিক কাজে যুবায়ের (রাঃ)-এর সাহায্য করতাম। তার একটি ঘোড়া ছিল। আমি তার পরিচর্যা করতাম। ঘোড়াটির পরিচর্যা করার চাইতে কোন কাজ আমার কাছে কঠিনতর ছিল না। আমি তার জন্য ঘাস সংগ্রহ করতাম, তার দেখাশুনা ও পরিচর্যা করতে থাকতাম।[৩৭] অন্যত্র এসেছে, তিনি বলেন, যখন যুবায়ের (রাঃ) আমাকে বিয়ে করলেন, তখন তার কাছে কোন ধন-সম্পদ ছিল না। এমনকি কোন জমি-জমা, দাস-দাসীও ছিল না। শুধুমাত্র কুয়ো থেকে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও একটি ঘোড়া ছিল। আমি তাঁর উট ও ঘোড়া চরাতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম; কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে পারতাম না। তাই আনছারী প্রতিবেশী মহিলারা আমার রুটি তৈরিতে সাহায্য করত। আর তারা ছিল খুবই উত্তম নারী’।[৩৮]

আরেকটি হাদীছে এসেছে, আলী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, ফাতেমা (রাঃ) আটা পিষার কষ্টের কথা জানান। তখন তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কয়েকজন বন্দী আনা হয়েছে। ফাতেমা (রাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে একজন খাদেম চাইলেন। তিনি তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট তা উল্লেখ করেন। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) এলে আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকট বিষয়টি বললেন। (রাবী বলেন) আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকটে আসলেন। তখন আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। আমরা উঠতে চাইলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। আমি তাঁর পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদের তার চেয়ে উত্তম জিনিসের সন্ধান দিব না? যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন চৌত্রিশ বার ‘আল্লাহু আকবার’ তেত্রিশবার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ এবং তেত্রিশবার ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে, এটাই তোমাদের জন্য তার চেয়ে উত্তম, যা তোমরা চেয়েছ’।[৩৯]

৪. স্বামীর অপসন্দনীয় কাউকে বাড়ীতে প্রবেশ করতে না দেওয়া :

স্বামীর সম্পদ ও বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ যেমন স্ত্রীর দায়িত্ব তেমনি তার বাড়ীতে এমন কোন লোককে প্রবেশ করতে দিবে না, যাকে স্বামী অপসন্দ করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ، أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ‘তাদের উপর তোমাদের অধিকার আছে, তারা যেন তোমাদের অপসন্দনীয় ব্যক্তিকে তোমার ঘরে স্থান না দেয়। তারা এরূপ করলে তাদেরকে খুবই হালকা মারধর করো’।[৪০] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছের অর্থ হ’ল স্ত্রী স্বামীর অপসন্দনীয় কাউকে তার বাড়ীতে প্রবেশ করতে দিবে না এবং তার বিছানায় বসতে দিবে না সে পুরুষ হোক বা নারী কিংবা স্ত্রীর মাহরাম কেউ।[৪১]

৫. স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ ও নিজের হেফাযত করা :

স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার বাড়ী, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের হেফাযত করা স্ত্রীর দায়িত্ব। সেই সাথে নিজের ইয্যত-আব্রু

৩১. *বুখারী হা/৫১৯৫; ইরওয়া হা/২০০৪; মিশকাত হা/২০৩১।*
৩২. *দারেমী হা/১৭২০; ছহীহাহ হা/৩৯৫।*
৩৩. *বুখারী হা/৫২৩৭।*
৩৪. *বুখারী হা/৫২৩৮, ৮৬৫; মুসলিম হা/৪৪২; মিশকাত হা/১০৫৯।*
৩৫. *ছহীহ বুখারী অনুচ্ছেদ-১৬৬, ৩/৪৬৪ পৃঃ।*
৩৬. *মানছূর ইবনু ইউনুস আল-বাহূতী (মৃঃ ১০৫১ হিঃ), কাশশাফুল কিনা‘ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাবি), ৫/১৯৭ পৃঃ।*
৩৭. *মুসলিম হা/২১৮২; আহমাদ হা/২৭০১৭।*
৩৮. *বুখারী হা/৫২২৪; মুসলিম হা/২১৮২।*
৩৯. *বুখারী হা/৩১১৩, ৩৭০৫, ৫৩৬১, ৬৩১৮; মুসলিম হা/২৭২৭।*
৪০. *মুসলিম হা/১২১৮; আবূদাঊদ হা/১৯০৫; ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৪; মিশকাত হা/২৫৫৫।*
৪১. *মহিউদ্দীন আন-নববী (মৃঃ ৬৭৬হিঃ), আল-মিনহাজ শরহু ছহীহ মুসলিম, (বৈরূত : দারু ইহ্য়াইত তুরাছিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২ হিঃ), ৮/১৮৪ পৃঃ।*

রক্ষা করাও তার অন্যতম দায়িত্ব। আল্লাহ বলেন, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ، ‘অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যার হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে’ *(নিসা ৪/৩৪)*।

রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ’ল, أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِى نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. ‘কোন নারী উত্তম? উত্তরে তিনি বললেন, যে স্বামীকে আনন্দিত করে যখন সে (স্বামী) তার দিকে তাকায়; যখন সে নির্দেশ দেয়, তা মান্য করে। তার নিজের ও স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর বিরোধিতা করে না’।[৪২] অর্থাৎ নিজে স্বামীর অপসন্দনীয় কাজ করবে না এবং স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ খরচ করবে না। অন্যত্র তিনি বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، ‘আমি কি তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হ’ল, নেককার স্ত্রী। সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) দিকে তাকালে স্ত্রী তাকে আনন্দ দেয়, তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয় এবং সে যখন তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্ব ও তার সম্পদের হেফাযত করে’।[৪৩]

[ক্রমশঃ]

৪২. নাসাঈ হা/৩২৩১; মিশকাত হা/৩২২৭; ছহীহাহ হা/১৮৩৮।
৪৩. আবূদাঊদ হা/১৬৬৪; মিশকাত হা/১৭৮১; ছহীহুল জামে‘ হা/১৬৪৩।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

নরমাল ডেলিভারী ও বন্ধ্যাত্ব রোগে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
CMU (Special Training on TVS)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল : ০১৭৬৭-৪২৪৬৪৬

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- Normal Delivery (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিকস)
বাড়ী নং ৬২১, শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : দুপুর ৩ টা - রাত্রি ৯ টা
সিরিয়ালের জন্য : ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক*।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’ পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।
(২) শিরক-বিদ‘আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।
(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।
(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

শিক্ষকতায় মু'আশারাত

*-সারওয়ার মিছবাহ**

ছাত্রজীবনের অধ্যায় শেষ করে আমরা শিক্ষকতায় আসি। শিক্ষকতায় আমরা এমন অনেক বিষয়ের সাথে পরিচিত হই যা আমরা কোনদিনই ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করিনি। কখনো ভাবা হয়নি যে, পড়া ও পড়ানোর বাইরে এই বিষয়গুলোও খেয়াল করতে হয়। অজ্ঞতায় বা বেখেয়ালে আমরা হরহামেশাই ভুল করে যাই। আজকে আমরা এমন কিছু বিষয় উপস্থাপন করব যেগুলো পড়াশোনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। তবে এই আলোচনা আমাদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ।

দায়িত্বের প্রতি ভালোবাসা : আমাদের মাঝে অনেকেই রয়েছেন যারা শুধু পরিবার চালানোর নিমিত্তে শিক্ষকতায় এসেছেন। দায়িত্বের প্রতি তাদের কোন ভালোবাসা নেই। জ্ঞান বিতরণে তারা কোন তৃপ্তি পান না। কারণ তাদের কাছে ইলম বিতরণ একটি বোঝা। এমন শিক্ষকদের কাছে শিক্ষার্থীরা তেমন একটা উপকৃত হ'তে পারে না। এজন্য শিক্ষক হিসাবে আমাদেরকে অবশ্যই ইলম বিতরণের মাঝে আনন্দ খুঁজে পেতে হবে। অন্যথা এই পেশা আমাদের জন্য নয়। আমাদের মনে হ'তে পারে, কাজের ভেতরে আবার কেমন আনন্দ! আমরা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)-এর নাম শুনেছি। ইলমে শরী'আহ্র প্রায় প্রতিটি বিষয়ের ওপর তার লেখা কিতাব রয়েছে। তিনি যে ঘরে বসে লেখালেখি করতেন সেই ঘরের জানালা দিয়ে নীলনদের মনোরম দৃশ্য দেখা যেত। তিনি ঐ ঘরে বিশ বছর ধরে লেখালেখির কাজ করেছেন। তবে কোনদিন জানালা খুলে নীলনদ দেখেননি। এটাই হচ্ছে কাজের মাঝে আনন্দের দৃষ্টান্ত। যা শুধু আনন্দই নয়; অনেকটা নেশার মত।

এই পেশাকে ভালোবেসেই আমরা শিক্ষকতায় এসেছি। এখন ভালোবাসার মাঝে যদি আসক্তিই না থাকে তবে এটাই বা কেমন ভালোবাসা হ'ল! আর আমরাই বা কেমন শিক্ষক হ'লাম! বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষকই একটু অলস প্রকৃতির হয়ে থাকেন। কাজকে ফাঁকি দিতে পারলে তারা শান্তি পান। মনে রাখতে হবে, দায়িত্বকে ভালোবাসতে হ'লে বা সফলতার দেখা পেতে হ'লে আমাদেরকে 'না' বলা পরিহার করতে হবে। 'না' শব্দটি একেবারেই ভুলে যেতে হবে। যে কোন দায়িত্ব আসলে সেটাকে নে'মত হিসাবে গ্রহণ করার মানসিকতা থাকতে হবে। তবেই কেবল শিক্ষকতায় সফলতার ছোঁয়া পাওয়া সম্ভব হবে, নচেৎ নয়। কারণ বই পড়ে মানুষ জ্ঞানী হয়। তবে দক্ষতা বইয়ের পাতা থেকে আসে না। এটা আসে কেবল দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। আর দুনিয়ায় দক্ষ ব্যক্তির কদর সবসময় বেশী।

কিছু অমূলক ভুল থেকে বেঁচে থাকা : আমরা অনেকেই বেখেয়ালে এমন কিছু ভুল করে ফেলি যার মাধ্যমে আমাদের এবং প্রতিষ্ঠানের বদনাম হয়। যেমন, কিছু আচরণ রয়েছে যা আমার সাথে বা আমার সন্তানের সাথে করা হ'লে আমার খারাপ লাগবে, এমন কোন আচরণ শিক্ষার্থীর সাথে করা যাবে না। শিক্ষার্থীকে কখনো মাত্রাতিরিক্ত শাসন করা যাবে না। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যদি কখনো প্রহার করা হয় তবে বাসায় জানাতে নিষেধ করা যাবে না। এতে শিক্ষার্থীর কাছে আমাদের অবস্থান নষ্ট হয়ে যাবে। পাশাপাশি যে উদ্দেশ্যে তাকে নিষেধ করা হয়েছে সেটাও ব্যাহত হবে।

অতিরিক্ত শাসনের কারণে কর্তৃপক্ষ কোন উপদেশ দিলে নিজের ভুল অস্বীকার করা যাবে না বা নিজের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো যাবে না। শিক্ষার্থী অথবা অভিভাবকের কাছে কখনো কোনকিছু চাওয়া যাবে না। কখনোই শিক্ষার্থীর ভুল লেখার ওপরে টিক দেওয়া যাবে না না। তাদেরকে 'তুই' সম্বোধন করা যাবে না। অভিভাবককে না জানিয়ে শিক্ষার্থীদের চুল কাটা যাবে না। তাদের সামনে ইশারায় বা সরাসরি প্রতিষ্ঠানের বা অন্য কোন শিক্ষকের সমালোচনা করা যাবে না।

ছাত্রদের দিয়ে ছাত্রদের শাসন করানো যাবে না। এতে শাসিত ছাত্রের মনে আমাদের সম্পর্কে খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। এই বিষয়গুলো বাইরে আলোচনা হ'লেও সবাই এটাকে নিন্দনীয় হিসাবেই দেখবে। ছোটখাট বিষয়ে প্রতিষ্ঠান থেকে ছুটি নেওয়া যাবে না। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যখন নিজের প্রয়োজনের ওপরে প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়া হবে তখন প্রতিষ্ঠানও আমাদেরকে প্রাধান্য দিবে। পাড়া-পড়শী চাচার অসুস্থতায় যদি আমাদের ছুটি নিতে হয় তবে একসময় আমরা এতটাই গ্রহণযোগ্যতা হারাবো যে, নিজের অসুস্থতায় ছুটি পাওয়া যাবে না।

যারা নতুন শিক্ষকতায় আসেন তাদের খেয়াল রাখতে হবে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই কিছু নিজস্ব নিয়ম আছে। যেগুলো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে আলাদা। সব নিয়মই যে পসন্দনীয় হবে এমনটা নয়। তবে পসন্দ হোক বা না হোক, কোন প্রতিষ্ঠানের মৌলিক ও প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিষয়ে মাথা ঘামানো যাবে না। দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হ'তে হবে। তবে যখন আপনি সে অঙ্গনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন এবং আপনার কথা সেখানে মূল্যায়িত হবে, তখন আদবের সাথে বিকল্প প্রস্তাব করতে পারেন।

আমাদের নবীন শিক্ষকগণ এক বছরের মাথায় আশায় থাকেন যে, আমার বেতন বৃদ্ধি হবে। বিভিন্ন চিন্তা তাদের মনে আঁকিবুঁকি করে। মনে রাখবেন, বছর ঘোরার বিষয়টি যেমন আপনার মাথায় আছে তেমনই কর্তৃপক্ষের মাথাতেও আছে। আপনি যেমন বেতন বৃদ্ধির আশায় আছেন, তেমনই কর্তৃপক্ষও আশায় আছে যে, এক বছর পূর্বে তারা যে শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন তার যোগ্যতা একবছরে কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে? এদিক থেকে আপনি তাদেরকে আশাহত করলে তারাও আপনাকে আশাহত করবেন। এজন্য যোগ্যতা অর্জনের কোন বিকল্প নেই। নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

আমরা অনেকেই পোষাকের ব্যাপারে সচেতন নই। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, 'বাহ্যিক অবস্থা ভেতরের অবস্থার প্রতিচ্ছবি'। এছাড়াও একটি গোপনীয় সত্য হ'ল, পদোন্নতির জন্য বেশভূষারও প্রয়োজন রয়েছে। আমাকে দেখে যদি মুহাদ্দিছ মনে না হয় তবে আমাকে মুহাদ্দিছ পদে উন্নীত করার সময় অনেকেই এই বিষয়ে আপত্তি তুলবে। নীতি-নির্ধারকদের আপত্তির সামনে আমার যোগ্যতা তখন খুব একটা কাজে আসবে না। সুতরাং মার্জিত পোষাকে অভ্যস্ত হ'তে হবে।

দায়িত্ব পালনে নিখুঁত হ'তে হবে : প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাদের ওপরে বিভিন্ন দায়িত্ব আসে। এই কাজগুলো কর্তৃপক্ষের করা সম্ভব নয় বলেই আমাদের কাছে তা হস্তান্তর করেন। এখন আমাদের কাজের মান যদি এমন হয় যে, আমরা কাজগুলো করার পরে তা কাউকে পুনরায় করা লাগে তবে আমরা কেমন দক্ষতার পরিচয় দিলাম! আমাদেরকে কোনকিছু দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়ার পরে যদি আমাদেরকে দেখাশোনা করার জন্য আবার আরেকজনকে দায়িত্ব দেয়া লাগে তবে এটাই বা কেমন দায়িত্বশীলতা! এভাবে আমাদের ক্যারিয়ার কতটুকু সামনে যেতে পারে! এজন্য আমাদেরকে নিখুঁতভাবে কাজ করা শিখতে হবে।

বর্তমানে আমাদের অবস্থা হ'ল, কর্তৃপক্ষের কোন কাজে আমরা সাহায্য করতে পারি না। আবার শিক্ষকতায় যে ছোট ছোট দায়িত্বগুলো রয়েছে সেই কাজগুলোও ঠিকমত করতে আমরা অপারগ। যেমন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করা, ঠিকমত খাতা দেখা, নাম্বার শীটে নাম্বারগুলো নির্ভুলভাবে তোলা। এসব কাজে ভুল করার পরে আমরা এমন ভাব ধরি যে, নির্ভুল প্রশ্নপত্র তৈরি করা যেন কোন মহামানবের কাজ। এগুলো আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়! দেখুন! এতকিছুর পরেও দিনশেষে আমাদেরই অভিযোগ যে, আমাদের পদোন্নতি হয় না। আমাদের বেতন বাড়ে না। সত্যি, আশ্চর্য হ'তে হয়!

বন্ধু নির্বাচন : আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের অনেক বন্ধু ছিল। যার সাথে ইচ্ছা চলেছি। তবে কর্মজীবনে এসে আর সেই স্বাধীনতা নেই। আমরা এখন অনেকের পর্যবেক্ষণে রয়েছি। এটা মনে রাখতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানে আমরা যোগদান করেছি এই প্রতিষ্ঠান আমাদের। এখানে যারা আমাদের সাথে রয়েছেন তারাই আমাদের আপন। প্রতিষ্ঠানের যারা ভাল চান তারাই আমাদের স্বজন। এখানে আমাদের উদারতা ও প্রশস্ততা দেখাতে গিয়ে এমন কারো সাথে বন্ধুত্ব করার প্রয়োজন নেই যারা প্রতিষ্ঠানের অকল্যাণ কামনা করে। এই ভুলটা কখনো করা যাবে না।

প্রতিষ্ঠানের ভেতরেও আমাদের দেখতে হবে, কারা প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণকামী এবং কারা হুমকি স্বরূপ। যারা প্রতিষ্ঠানের জন্য অকল্যাণকর তাদের থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। কারণ তারা তো নিজেরা কোন কাজ করবেই না আমাদেরও করতে দিবে না। কাজ করতে চাইলে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস শুনিয়ে আমাদের মনোযোগ নষ্ট করবে। আবার এই ধরনের ব্যক্তিদের সাথে সখ্যতা থাকার কারণে প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরাও অপসন্দের পাত্র হব। সুতরাং বিষয়টি ছোট হ'লেও এড়িয়ে যাওয়ার মত নয়।

ছাত্রের দুর্বলতার অজুহাত দেওয়া যাবে না : ভাল ছাত্র মানেই ভাল শিক্ষক নয়। আবার খারাপ ছাত্র মানেই খারাপ শিক্ষক নয়। কেউ খুব ভাল ছাত্র ছিল, তবে শিক্ষকতায় সে ভাল নয়। আবার কেউ খারাপ ছাত্র ছিল তবে শিক্ষকতায় সে বেশ ভাল। এমন হ'তে পারে। কারণ শিক্ষকতা হ'ল শিখানো। আর শিখানোর যোগ্যতা সবার মাঝে থাকে না। ইমাম শাফেঈ তার এক ছাত্রকে একই মাসআলা ৪০ বার বোঝানোর পরেও সে যখন বুঝতে পারেনি তখন তিনি বললেন, 'অবসর সময়ে আমার কাছে এসো। তখন আমি বুঝিয়ে দিবো'। এভাবে বুঝানোর মানসিকতা ও ধৈর্য যে শিক্ষকের মাঝে যত বেশী থাকবে তিনি তত ভাল শিক্ষক। শুধু ইলমের জাহাজ হ'লেই ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না।

আদর্শ শিক্ষকগণ মেধাবী ছাত্র কামনা করেন ঠিকই, তবে শিক্ষার্থী দুর্বল হ'লে তাদের দুর্বলতার অভিযোগ দিয়ে নিজের সাফাই গান না। তারা দুর্বলদেরকে শিখানোর শত শত পন্থা আবিষ্কার করেন। অনেকগুলো পন্থা ব্যবহার করেও যখন তারা ছাত্রদের শিখাতে ব্যর্থ হন, তখন তারা নিজেদের অপারগতা স্বীকার করেন। এই ধরনের শিক্ষক এখন নেই বললেই চলে। তবুও আমরা আশায় বুক বেঁধে এই গুণাবলীগুলো লিখছি, যদি কেউ এমন হওয়ার চেষ্টা করেন তবে আমাদের লেখা স্বার্থক হবে।

সবসময় মনে করতে হবে, শিক্ষক হিসাবে আমরা দুর্বল। শিক্ষক হিসাবে আমরা দুর্বল বলেই দুর্বল প্রতিষ্ঠানে আমাদের কর্মক্ষেত্র হয়েছে। যেখানে ছাত্ররাও দুর্বল। আমরা যদি সবল হ'তাম তবে আমাদের কর্মক্ষেত্র এমন কোন প্রতিষ্ঠানে হ'ত যেখানকার ছাত্ররাও সবল। আমরা দুর্বল তাই আমাদের কাছে দুর্বলরা পড়তে আসবে এটাই স্বাভাবিক। তাই তাদেরকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দায়ভার সর্বদা নিজের ওপরে নিতে হবে। শুকরিয়া আদায় করতে হবে, কিছু দুর্বল ছাত্রের মাধ্যমে হ'লেও আল্লাহ আমাকে ইলমের খিদমতে কবূল করেছেন।

শাস্তি প্রদানের কৌশল : আমরা যে যুগে শিক্ষকতা করছি এই যুগে শাস্তি প্রদানের পদ্ধতি আগের যুগের মত নয়। কোন এক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তি দেয়া মানেই ছিল সরাসরি বদদো'আ করা, কঠোরভাবে বেত্রাঘাত করা, প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেয়া, ঘরে বন্দী করে রাখা ইত্যাদি। তবে এই যুগে শাস্তি মানে চোখ ও কথার মাধ্যমে শাসন, স্নেহপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিতকরণ, জায়গা পরিবর্তন, বাড়ির কাজ বেশী দেয়া, পরীক্ষার ভয় দেখানো, ছুটি দিতে বিলম্ব করা ইত্যাদি। সুতরাং শাস্তি দিতে গিয়ে পূর্বের ফেলে আসা রীতি অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নেই।

উল্লেখ্য, কারো অপরাধে যদি রাগ হয় তবে সেই রাগের উপস্থিতিতে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। আগে নিজেকে

স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে। এরপরে তাকে শাস্তি দিতে হবে। কখনোই কাউকে অতিরিক্ত প্রহার করা যাবে না। দরকার হ'লে তাকে একদিনের জন্য খেলাধুলা বা অন্যান্য বিনোদন থেকে বিরত রাখতে হবে। তার বিভিন্ন স্বাধীনতা সীমিত করতে হবে। এভাবে শাস্তি দিলে উদ্দেশ্যও পূরণ হবে আবার শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থার ওপরও চাপ পড়বে না।

নিজস্ব প্রতিষ্ঠান করার প্রবণতা পরিহার করা : আমাদের মাঝে যখনই কোন শিক্ষক পাঠদানে সুনাম অর্জন করেন তখনই তিনি মনে করেন, আমি নিজেই যদি একটি প্রতিষ্ঠান দেই তবে খারাপ হবে না। শিক্ষার্থীরা আমার কাছে আসবে। তবে এটা সবসময় সঠিক চিন্তা হয় না। কারণ শিক্ষার্থীরা কখনো উদ্দেশ্যপরায়ণ হয়ে শিক্ষকের প্রশংসা করে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের প্রশংসার ধোঁকায় পড়া যাবে না।

যিনি পাঠদানে ভাল তিনি পরিচালনায় ভাল হবেন এমনটা কখনোই নয়। বরং আমরা এটাই দেখেছি যে, অধিকাংশ পরিচালক ভাল মুদাররিস নন। আবার ভাল মুদাররিস ভাল পরিচালক নন। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ যেমনভাবে মানুষের মাঝে রিযিক বণ্টন করে দিয়েছেন তেমনই আমলও বণ্টন করে দিয়েছেন'। সুতরাং সবাইকে দিয়ে সব হয় না। আবার জীবনে সফল হওয়ার জন্য যে পরিচালক হ'তেই হবে এমনও নয়। বরং পরিচালক হ'লে তাদের মাধ্যমে খিদমাহ আর আগের মত হয় না। মাদ্রাসার হিসাব আর প্রশাসন সামলাতেই তাদের বাকী জীবন কেটে যায়। সুতরাং যদি সত্যিই আমরা ইলমের খিদমতে থাকতে চাই তবে তাদরীসেই থাকতে হবে। ইহতেমাম অন্যদের সামলাতে দিতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের সাফল্য প্রচার করা : প্রতিষ্ঠানের কথা বলতে গিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে হ'ল। যদিও এই শিরোনামের আলোচনা প্রতিষ্ঠান প্রধানের জন্য। তবুও এটা উল্লেখ না করে পারলাম না। আমরা সর্বদাই প্রচার বিমুখতা পসন্দ করি। যদি আপনার প্রতিষ্ঠান অপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে যায় তবে সেটাই ভাল। তবে যদি কখনো বিপরীত অবস্থা সামনে আসে। আপনার প্রতিষ্ঠান অনিচ্ছায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে যায়। হিংসুকরা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। সেখানকার ব্যবস্থাপনা ভাল নয়, পড়ালেখা উন্নত নয়, শিক্ষার্থীরা কিছু শিখতে পারে না এই ধরনের গুঞ্জন আপনার শুভাকাঙ্ক্ষীদের মাঝে ছড়িয়ে দেয় তবে আপনার বসে থাকা উচিৎ হবে না। কারণ আপনার সাফল্য শুভাকাঙ্ক্ষীরা দেখতে পায় না। আপনি তো এগুলো প্রচার করেন না। ফলে তারা অপপ্রচারে একসময় কান দেবেই এবং খুব ধীরে ধীরে আপনার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা কমতে থাকবে।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং-এ মনোযোগ দিতে হবে। ছাত্রদের মাঝে যে প্রতিভাগুলো আছে সেগুলোকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। কুইজ, বিতর্ক, বিভিন্ন ভাষায় বক্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। যোগ্যদের পারফরমেন্স মিডিয়ায় প্রচার করতে হবে। যে কোন সাফল্য অবলিলায় প্রচার করুন। যে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে ভয় করবেন না। আপনার ব্যবস্থাপনার আপডেট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করুন। খাবারের মান সরাসরি লাইভ ভিডিওতে দেখান। পড়ালেখার পরিবেশ দেখান। শিক্ষকদের বিভিন্ন দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রচার করুন। কারণ আপনি কুৎসাকারীদের মুখে হাত রাখতে পারবেন না। তবে এই পদ্ধতিতে তাদের মুখ বন্ধ করতে পারবেন।

অভিযোগ সহ্য করা : যে কাজ করে তার ভুল হয়, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। আপনার প্রতিষ্ঠানে আপনাকে ঘিরে কর্তৃপক্ষ, ছাত্র ও অভিভাবকের আলাদা আলাদা চাওয়া রয়েছে। খুব স্বাভাবিকই সেগুলো আপনি শতভাগ পূরণ করতে পারবেন না। তখন আপনাকে ঘিরে নানান কথাবার্তা হ'তে পারে। অনেক অযাচিত অভিযোগ আসতে পারে। কখনো কর্তৃপক্ষ বা কোন সিনিয়র শিক্ষক অকারণেই আপনাকে দুয়েকটি কথা শোনাতে পারেন। হঠাৎই কোন অভিভাবক আপনাকে রাগান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, 'আমার ছেলে কেন পড়া পারে না'? এসব আলোচনায় যদি আপনি ইগোকে সামনে আনেন তবে অবশ্যই ক্ষতি হবে।

এতে হয়তো অভিভাবক ছাত্রকে প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে চলে যাবে। ছেলেটি ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত হবে। অথবা কর্তৃপক্ষের সাথে ঝামেলা করে আপনিই প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যাবেন। তখন আপনার মাধ্যমে ইলমে দ্বীনের খিদমত ব্যাহত হবে। সুতরাং বৃহৎ স্বার্থকে সামনে রেখে এ পরিস্থিতিতে মাথা খুব ঠাণ্ডা রাখতে হবে। মনে রাখবেন, এই দুনিয়া মোটা চামড়ার মানুষদের জন্যই। পাতলা চামড়ার মানুষদের জন্য নয়। এখানে অপমান সহ্য করে যারা হাসতে পারে তারাই দিনশেষে সফল হয়।

আন্তরিকতা প্রদর্শন : প্রতিষ্ঠান যতটুকু দায়িত্ব দিয়েছে ঠিক ততটুকুই দায়িত্ব পালন করে প্রতিষ্ঠানকে কখনো আপন করা যায় না। যে শিক্ষক ক্লাস শুরু হওয়ার ৫ মিনিট পূর্বে মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে ক্লাশ শেষ করেই মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে যান তিনি দায়িত্ব পালন করলেন ঠিকই, তবে আন্তরিকতা প্রদর্শন করলেন না। এ ধরনের শিক্ষকগণ শিক্ষকতাকে অনেকটা কর্পোরেট জবের মতই বানিয়ে নিয়েছেন। তবে প্রতিষ্ঠান যখন তাদের সাথে কর্পোরেট আচরণ করবে তখন তারা নীতি-নৈতিকতা ও মানবিকতার বাণী শোনাবে।

একটা প্রতিষ্ঠানে কিছু সাপ্তাহিক, মাসিক বা বাৎসরিক কাজ আছে যেসব কাজের জন্য আলাদাভাবে কোন দায়িত্বশীল নিয়োগ দেয়া হয়নি। এসব কাজগুলো যখন সামনে আসে তখন কিছু আগ্রহী শিক্ষক সামনে গিয়ে কাজগুলো নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। এটা আন্তরিকতা। দুনিয়ার সকল প্রতিষ্ঠানই সর্বদা উচ্চপদগুলোতে তাদের আন্তরিক

ব্যক্তিদেরই চায়। সময়ের সাথে সাথে যখন তাদের পদোন্নতি হয় তখন আপনি চায়ে চুমুক দিয়ে সমালোচনা শুরু করেন। আপনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিচারে আপনার পদোন্নতি হওয়া উচিৎ ছিল। অথচ আপনি প্রতিষ্ঠানের সাথে বছরের পরে বছর কর্পোরেট আচরণ করে আসছেন!

গ্রুপিং করা থেকে বিরত থাকা : এই কথাগুলো বলতে খারাপই লাগছে। তবুও যা মহামারীর আকার ধারণ করেছে তা আর লুকিয়ে কি লাভ! আমাদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকদের মাঝে দলাদলি বা গ্রুপিং থাকে। শিক্ষকদের মাঝে দলাদলি থাকলে প্রতিষ্ঠান খুব বেশী সামনে আগাতে পারে না। কারণ এসকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ প্রতিষ্ঠান নিয়ে ভাবার সময় পান না। মূল্যবান সময় তারা একে অপরের পেছনে নষ্ট করেন। গীবত চর্চা করেন। সুতরাং দলাদলি থেকে বিরত থাকতে হবে।

মূলত মতের অমিলের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলাদলি হয়ে থাকে। শিক্ষকদের মাঝে কারো অভিজ্ঞতার বাহাদুরী, কারো যোগ্যতার বাহাদুরী, কারো পদের বাহাদুরী আবার কারো স্থানীয় হওয়ার বাহাদুরী। এই বাহাদুররা যখন কোন আলোচনায় বসেন তখন স্বাভাবিকভাবেই একে অপরের মতকে সম্মান করতে পারেন না। ফলে দলাদলির সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে শুধু একটি কথাই বলব, যে যত বড়ই বাহাদুর হোক যদি তার নিজের ভুল মেনে নেয়ার যোগ্যতা না থাকে তবে তিনি কখনোই শিক্ষিত নন।

ভিত্তি চেনা : প্রতিটি সম্পর্কের একটি ভিত্তি আছে। কখনো যদি ভিত্তি ধ্বসে পড়ে তবে সম্পর্ক আপনাতেই ফুরিয়ে যাবে। আমাদের মাঝে একটি দুর্বলতা হ'ল, আমরা ভিত্তি চিনি না। নতুন শিক্ষকতায় আসার পরে অনেকেই নিজ সহকর্মীকে প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অধিক আপন ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার ছিল, আমাদের সম্পর্কের ভিত্তিই হ'ল প্রতিষ্ঠান। ভিত্তি যদি আমাদের সম্পর্কের মাঝে অবমূল্যায়িত হয় তবে অচিরেই এই সম্পর্কের ইতি ঘটবে। এর বেশ যৌক্তিক কারণও রয়েছে।

অনেক সময় শিক্ষকরা অভিভাবকদের সাথে এতটাই সখ্যতা গড়ে তোলেন যে, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোও তাদের মাঝে আলোচিত হয়। অথচ একজন শিক্ষক ও অভিভাবকের সম্পর্কের মাঝে ভিত্তি হিসাবে রয়েছে ছাত্র ও প্রতিষ্ঠান। এই দু'টির কোন একটি চলে গেলে সম্পর্ক আপনাতেই শেষ হয়ে যাবে। অনেক শিক্ষক অভিভাবকদের কাছে সরাসরি প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করেন। পরে দেখা যায় ছাত্রের সাথে কোনদিন রূঢ় আচরণ হয়ে গেলে সেই অভিভাবক কর্তৃপক্ষের কাছে এসে শিক্ষকের গোমর ফাঁস করে দেন। মনে রাখতে হবে, কর্তৃপক্ষের কাছে কখনোই আমরা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে আপন নই। অভিভাবকের কাছে তার সন্তানের চেয়ে আপন নই। সুতরাং এসব বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা যরূরী।

যে সকল কারণে কর্মচ্যুত হ'তে পারি : মনে রাখতে হবে, আমরা যে যুগে শিক্ষকতায় এসেছি এটা কর্পোরেট যুগ বললে ভুল হবে না। এখানে ৫০ বছর আগের হিসাব মিলাতে চাইলে কখনোই মিলবে না। আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিষয়গুলো আলোচনা করার উদ্দেশ্য হ'ল, আমরা যেন এই বিষয়গুলো থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারি। কারণ অনেক শিক্ষকই রয়েছেন, যারা একদম সাদা মনে শিক্ষকতায় আসেন। তাদের মন এতটাই সাদা হয় যে, কোন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে তা বুঝতে পারেন না। অজান্তেই এমন ভুল করে বসেন যার মাধ্যমে তিনি সকলের চোখে খারাপ হয়ে যান। এই আলোচনা তাদের জন্য।

মনে রাখতে হবে, কর্মক্ষেত্রে কোন সহকর্মীর হিংসার পাত্র হওয়া যাবে না। সকলের সাথে মানিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে। হিরো সাজতে গিয়ে ঊর্ধ্বতন কোন দায়িত্বশীলের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে জড়ানো যাবে না। এতে সবসময় হুমকির মুখেই থাকতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারক প্যানেল যদি অযোগ্য হয় তবুও তাদের সাথে এমন আচরণ করা যাবে না যার কারণে আপনাকে তারা ভবিষ্যতের জন্য অনিরাপদ মনে করবেন। কারণ তারা যোগ্য হোক বা না হোক, প্রতিষ্ঠান তাদেরই থাকবে। আমাদের অসীম যোগ্যতা দেখে কেউ আমাদের প্রতিষ্ঠান লিখে দিবেন না। সুতরাং হর্তাকর্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সক্ষমতা নিয়ে কখনোই প্রশ্ন তুলা যাবে না।

দায়িত্ববোধ এবং যোগ্যতা অর্জনে কখনো পিছপা হওয়া যাবে না। কারণ প্রতিযোগিতার মাঠে নিজেকে টিকিয়ে রাখার এটাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। মনে রাখতে হবে, কখনো প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে বলে যদি লোক ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তবে অযোগ্য এবং দায়িত্ববোধহীনরা চাকুরী হারাবে। আবার কখনো যদি প্রতিষ্ঠান বড় হয়ে যায় এবং আপনার চেয়ে যোগ্য লোক পায় তবুও আপনি চাকুরী হারাতে পারেন। সুতরাং যোগ্যতা, আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে এমন অবস্থান গড়ে তুতে হবে যেন আপনি সর্বদা সেরাদের মাঝে বিবেচিত হন। সবসময় মনে রাখতে হবে, যোগ্যতা যত কম হবে ততই ঠুনকো কারণে আপনি কর্মচ্যুত হ'তে পারেন। যোগ্যতার বিচারে কখনো বিনা কারণেও অপসারণ করা হ'তে পারে। এসব মৌলিক কারণ ছাড়াও আরো অনেক কারণ রয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রগুলোতে আমরা বেশী ভুল করে থাকি।

শেষকথা : আলোচ্য প্রবন্ধের আলোচনাগুলো বাস্তবতার নিরিখে করা হয়েছে। শিক্ষকতার বিস্তর ক্যারিয়ারে আমাদেরকে অনেক সময় বিভিন্ন পরিস্থিতি সামলাতে হবে। তখন এই আলোচনাগুলো আমাদের পথচলায় কাজে আসবে ইনশাআল্লাহ। আমরা চাই, প্রতিটি শিক্ষক তার কাজকে ভালোবাসুন। দক্ষ হৌন, যোগ্য হৌন। নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য ভরসার পাত্র হৌন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

www.at-tahreek.com

পরিবারে অগ্রাধিকার ব্যবস্থাপনা

*জাহিদ হাসান**

আধুনিক যুগে পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা আমাদের সামাজিক জীবনে এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক পরিবারেই আজকাল দেখা যায় ভূমিকার অস্পষ্টতা, দায়িত্বের সংঘাত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভ্রান্তি। এই সমস্যার মূল কারণ হ'ল একটি স্পষ্ট ও কার্যকর অগ্রাধিকার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি।

ইসলামী শরী'আতে পারিবারিক জীবনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো রয়েছে, যা শুধু ধর্মীয় নির্দেশনাই নয়, বরং একটি কার্যকর সামাজিক ব্যবস্থাও বটে। ইসলাম প্রতিটি সম্পর্ককে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোতে সাজিয়েছে, যাতে করে প্রত্যেকে জানে তার কর্তব্য, দায়িত্ব ও কাকে আগে মান্য করতে হবে। আজকের আলোচনায় আমরা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পারিবারিক অগ্রাধিকার ব্যবস্থার গুরুত্ব, কার্যকারিতা এবং বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

পারিবারিক অগ্রাধিকার ব্যবস্থার স্তরবিন্যাস : আমরা প্রথমেই স্বামীর প্রাথমিক দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করব। তা হ'ল স্বামী তার পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্যশীল হবে। কেননা ইসলামে সন্তানের কাছে পিতা-মাতার মর্যাদা সর্বোচ্চ। আল্লাহ বলেন, 'তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/২৩)*। এছাড়াও রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাত মায়ের দুই পায়ের নিচে' *(নাসাঈ হা/৩১০৪; ইরওয়া হা/১১৯৯, সনদ হাসান)*। ছেলে হিসাবে একজন পুরুষের দায়িত্ব হ'ল, তার পিতা-মাতার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও সেবা নিশ্চিত করা। তবে এর মানে এই নয় যে, স্ত্রীকে অবহেলা করা যাবে। বরং ভারসাম্য বজায় রেখে, ন্যায় ও ইনসাফের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এর বাস্তব প্রয়োগ এমন হ'তে পারে যে, জাহিদ ছাহেব একজন ব্যস্ত চাকুরিজীবী। তার স্ত্রী গৃহিণী ও তাঁর পিতা-মাতা অসুস্থ বয়োবৃদ্ধ। তিনি তার বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যসেবার জন্য নিয়মিত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। তাদের পসন্দের খাবার তৈরি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পারিবারিক সিদ্ধান্তে পিতা-মাতার মতামত প্রাধান্য দেন। তাদের দৈনিক খোঁজ খবর নেন এবং মানসিক প্রশান্তির জন্য সময় দেন। প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে আগে তাদের ঔষধ খাওয়ান ও দেখভাল করেন, এরপর স্ত্রীকে সময় দেন। এতে কোন পক্ষই উপেক্ষিত হয় না।

অপরদিকে স্ত্রীর দায়িত্ব হ'ল স্বামীর আনুগত্য করা। কুরআনে বলা হয়েছে, 'পুরুষেরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক' *(নিসা ৪/৩৪)*। এর মানে এই নয় যে নারীরা হীন বা অধস্তন, বরং এটি একটি পারস্পরিক দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তবে নারীদের তাদের স্বামীদের সিজদা করতে বলতাম' *(তিরমিযী হা/২১৪০; ছহীহাহ হা/১২০৩)*। স্ত্রীর মূল দায়িত্ব তার স্বামীর প্রতি আনুগত্য, শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তার পরিবারের দেখভাল করা। এতে সংসারে শান্তি বজায় থাকে।

এর বাস্তব প্রয়োগ এমন হ'তে পারে যে, নুছরাত বেগম তার স্বামীর কর্মজীবনের চাপ বুঝে ঘরের পরিবেশ সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও শান্তিপূর্ণ রাখেন। স্বামীর সিদ্ধান্তে সহযোগিতা করেন এবং পরামর্শ দেন। সন্তানদের দেখাশোনা ও সঠিক তারবিয়াত দিয়ে গড়ে তুলতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। পারিবারিক বাজেট ও পরিকল্পনায় স্বামীর সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন। স্বামীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার যত্ন নেন ও পাশে থাকেন।

দায়িত্বের ধারাবাহিকতায় সন্তানদেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। তাদের দায়িত্ব হ'ল, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, কথায়-কর্মে বিনয়ী থাকা এবং তাদের উপদেশ মেনে চলা। এটার বাস্তবিক প্রয়োগ এমন হ'তে পারে যে, মুছ'আব তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। সে তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং তাদের সম্মান করে। পড়াশোনা ও ক্যারিয়ার নির্বাচনে পিতা-মাতার পরামর্শ সবার আগে অগ্রাধিকার দেয়। ঘরের কাজে সাহায্য করে এবং পারিবারিক দায়দায়িত্বে অংশগ্রহণ করে। সবচেয়ে বেশি সে তাঁর পিতা-মাতাকে বিশ্বাস করে ও তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সব কথা শেয়ার করে। পিতা-মাতার অসুস্থতায় তাদের সেবা করে এবং নিয়মিত তাদের জন্যে দো'আ করে।

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার : সংসারে শান্তি চাইলে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনার সর্বোচ্চ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সকল পারিবারিক সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম পরিচালিত হবে ইসলামী মূল্যবোধ ও শরী'আতের আলোকে। কুরআনে বলা হয়েছে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। পরিবারের প্রতিটি সিদ্ধান্তে, আচরণে, পরিকল্পনায় ইসলামিক মূল্যবোধ তথা আল্লাহর আদেশ ও রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করাই হবে সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি।

এর বাস্তব প্রয়োগ এমন হ'তে পারে যে, জাহিদ ছাহেব ও নুছরাত বেগম পারিবারিক যেকোন পরিকল্পনা কিংবা বিরোধের ক্ষেত্রে সবার আগে কুরআন ও হাদীছের আলোকে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেন। সন্তানদের নৈতিক ও দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। পারিবারিক আয়-ব্যয়ে হালাল-হারাম কঠিনভাবে বিবেচনা করেন। ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের জন্য পারিবারিক পরিবেশ তৈরি করেছেন। অর্থাৎ তাদের জীবনে সবচেয়ে অগ্রাধিকার পায় আল্লাহ্র আদেশ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ।

এই অগ্রাধিকার ব্যবস্থার উপকারিতা : এই ব্যবস্থায় দায়িত্ব বিভাজনে স্পষ্টতা পাওয়া যায়। প্রতিটি সদস্য তার নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। এতে করে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা কমে যায় এবং সবাই নিজ নিজ

* *সহকারী শিক্ষক, শান্তি নিকেতন ইন্সটিটিউট, ফেনী।*

সূচীপত্র

ভূমিকায় মনোনিবেশ করতে পারে। যেমন জনাব জাহিদ ছাহেব সকালে অফিসে যাওয়ার আগে তার পিতা-মাতার ওষুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। তার স্ত্রী নুছরাত বেগম সারাদিনের খাবারের ব্যবস্থা করেন। সন্ধ্যায় ছেলে মুছ'আব দাদা-দাদীর সাথে সময় কাটায়। এই স্পষ্ট দায়িত্ব বিভাজনের ফলে বৃদ্ধা পিতা-মাতা সর্বদা যত্ন পান এবং কেউ কারো উপর অভিযোগ করেন না।

এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুবিধা হয়। এমন একটি স্পষ্ট কমান্ড চেইন থাকলে দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। এতে বিলম্ব ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব কমে যায়। যেমন জাহিদ ছাহেবের কুরবানীর পশু ক্রয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রথমে তিনি তার পিতা-মাতার সাথে আলোচনা করেন, তারপর স্ত্রীর পরামর্শ নেন এবং অবশেষে ছেলে-মেয়ের মতামত জানেন। এই ক্রমানুসারে আলোচনার ফলে সবার মতামত বিবেচিত হয় এবং একটি সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই ব্যবস্থার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মান বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকে যখন নিজের অবস্থান ও দায়িত্ব বুঝে কাজ করে, তখন পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। যেমন নুছরাত বেগম তার স্বামীর সিদ্ধান্তকে সম্মান করেন এবং সহযোগিতা করেন। তার স্বামী জাহিদ ছাহেব স্ত্রীর মতামতকে গুরুত্ব দেন এবং তার ব্যক্তিত্বকে সম্মান করেন। তাদের সন্তান যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পিতা-মাতার পরামর্শ নেয়। এই পারস্পরিক সম্মানের ফলে তাদের দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন সুখী ও শান্তিপূর্ণ।

এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য ও রহমতপ্রাপ্ত হওয়া যায়। পরিবারে সবাই যদি তাদের দৈনন্দিন যেকোন কাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র অনুসরণ করে তাহ'লে তারা হবে সুখী পরিবার ও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত ও বরকত প্রাপ্ত। আর এটিই হবে পরিবারের সর্বোচ্চ সফলতা।

সাধারণ ভুল ধারণা ও তার সমাধান : মনে হ'তে পারে, 'এই ব্যবস্থা নারীদের অধিকার হরণ করে'। তা মোটেও ঠিক নয়। ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থা নারী-পুরুষের মধ্যকার মর্যাদা স্বীকার করে, তবে ভূমিকার পার্থক্য রাখে। স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করলেও তার দ্বীন চর্চা, নিজস্ব মতামত, সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্ব দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

মনে করুন, নুছরাত বেগম একজন দ্বীনদার গৃহিণী। তার সন্তান তাকে খুব ভালবাসে এবং সেবা ও সম্মান করে। তার স্বামী জাহিদ ছাহেব বাড়ির কাজে তাকে সহযোগিতা করেন এবং তাকে নিয়ে গর্ববোধ করেন। পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে নুছরাত বেগম স্বামীর মতামতকেই প্রাধান্য দেন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে।

আবার কখনো মনে হ'তে পারে, এই ব্যবস্থায় সন্তানরা অন্ধভাবে পিতা-মাতার আনুগত্য করবে। এটাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। ইসলামে পিতা-মাতার আনুগত্য আল্লাহ্র আনুগত্যের অধীন। যদি পিতা-মাতা অন্যায় বা হারাম কাজের আদেশ দেন, তাহলে সেক্ষেত্রে সন্তান নম্রভাবে সেটা থেকে বিরত থাকবে। মনে করুন, জাহিদ ছাহেবের পিতা (অজ্ঞতাবশত) তাকে ঘুষ দিয়ে চাকরিতে আবেদন করতে বলেন। জাহিদ ছাহেব বিনয়ের সাথে বাবাকে বোঝালেন যে, এটি ইসলামী নীতিবিরোধী এবং পিতার সাথে সম্মানজনক আলোচনার মাধ্যমে বিকল্প সমাধান খুঁজে বের করেন।

উপসংহার : একটি সুশৃঙ্খল পারিবারিক অগ্রাধিকার ব্যবস্থা শুধু ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাই নয়, বরং একটি সুখী ও স্থিতিশীল পারিবারিক জীবনের অপরিহার্য শর্ত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে, পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসার ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা গড়ে তুললে পারিবারিক জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও বরকত নেমে আসবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে আদর্শ পারিবারিক জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

ডাঃ মোঃ শওকত হাসান
এমবিবিএস (এসএসএমসি)
পিজিটি (ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোন)
ডি-কার্ড (কোর্স-কার্ডিওলজি)
হৃদরোগ, মেডিসিন, ডায়াবেটিস চিকিৎসক
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
ফেনী কার্ডিয়াক সেন্টার
এন্ড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
১৭০, শহীদ শহিদুল্লাহ কায়সার সড়ক, পুলিশ কোয়ার্টার,
(ফেনী চক্ষু হাসপাতালের পার্শ্বে), ফেনী।
ফোন: ০৩৩১-৬২১১৭, মোবাইল: ০১৯০৫-১১১৬৬৬
০১৯০৫-২২২৭৭৭, ০১৯০৫-৭৭৭১১১
রোগী দেখার সময়
প্রতিদিন সকাল ৯-টা দুপুর ২-টা, বিকাল ৪-টা রাত ৮-টা (শুক্রবার বন্ধ)

খলিসুন প্রোডাক্টস
বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত
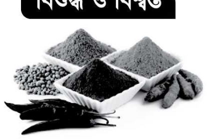
- বিশুদ্ধ মরিচ গুড়া-৫২০ Tk/Kg
- হলুদ গুড়া-৪২০ Tk/Kg
- ধনিয়া গুড়া-৪২০ Tk/Kg
- ভাজা ধনিয়া গুড়া-৫০০ Tk/Kg
- হোম মেড
- পরিষ্কার ও বাছাই করা মরিচ
- হলুদ ধুয়ে শুকিয়ে তৈরি করা
- রং ও কেমিক্যাল মুক্ত
- দেশী মরিচ, হলুদ ও ধনিয়া
- ১০০% খাঁটি ও অর্গানিক
- ধনিয়া ধুয়ে শুকিয়ে ভেজে গুড়া করা

বিঃ দ্রঃ অর্ডার মোতাবেক তৈরী করে সরবরাহ করা হয়।
যোগাযোগ : ৪৭/৩ ছায়ানীড় আবাসিক এলাকা, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৩৩৯-৯৮৬৮৪৮।

নীরব ঘাতক হাঁটু ক্ষয় : প্রতিরোধের উপায়

হাঁটু আমাদের শরীরের সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ জয়েন্টগুলোর একটি, যা আমাদের হাঁটা-চলা, বসা-দাঁড়ানো প্রতিটি কাজে সাহায্য করে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এবং আমাদের কিছু ভুল অভ্যাসের কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ জয়েন্টের কার্যকারিতা কমে যেতে থাকে। এই অবস্থাকেই সহজ ভাষায় হাঁটুক্ষয় বা অস্টিওআর্থ্রাইটিস বলা হয়। এটি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, যা একসময় আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তোলে।

হাঁটু ক্ষয়ের কারণ :

হাঁটুর জয়েন্টে দু'টি হাড়ের সংযোগস্থলে কার্টিলেজ বা তরুণাস্থি নামক একটি নরম ও মসৃণ আবরণ থাকে, যা গদির মতো কাজ করে। এটি হাড়ে-হাড়ে ঘর্ষণ প্রতিরোধ করে। বয়স বৃদ্ধি, অতিরিক্ত ওযন, পুরনো আঘাত, বংশগত কারণ বা জীবনযাত্রার ভুলের কারণে এই তরুণাস্থি ক্ষয় হ'তে শুরু করে। ফলে হাড়ে ঘর্ষণ লাগে, ব্যথা হয়, জয়েন্ট ফুলে যায় এবং নড়াচড়া করা কঠিন হয়ে পড়ে।

সচেতন জীবনযাপনের মাধ্যমে এই নীরব ঘাতককে প্রতিরোধ করা এবং এর তীব্রতাকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এর জন্য আমাদের জানতে হবে কী করণীয়, কী বর্জনীয় এবং আমাদের খাদ্যাভ্যাসে কী পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

প্রতিরোধে করণীয় :

১. নিয়মিত ব্যায়াম : হাঁটু ভালো রাখতে ব্যায়ামের কোন বিকল্প নেই। প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা, সাইকেল চালানো বা সাঁতার কাটার মতো ব্যায়াম করুন। এটি হাঁটুর চারপাশের পেশীকে শক্তিশালী করে এবং জয়েন্টকে সচল রাখে। যেমন-

***(ক) লেগ রেজ* :** মাটিতে সোজা হয়ে শুয়ে দুই হাতের তালু মেঝের ওপর রাখুন। এবার বাঁ-পা ধীরে ধীরে উপরে তুলুন। মাটি থেকে অন্তত ৪৫ ডিগ্রি কোণে পা রাখতে চেষ্টা করতে হবে। এ অবস্থায় পাঁচ সেকেন্ড পা তুলে রাখুন এবং ধীরে ধীরে নামিয়ে নিন। এই একই পদ্ধতিতে ডান পা অনুশীলন করতে হবে। শুরুর দিকে দুই পায়ে চারবার করে এই লেগ রেজ ব্যায়াম করতে পারেন। এরপর দশবার পর্যন্ত বাড়াতে পারেন লেগ রেজের সেট।

(খ) লায়িং হ্যামস্ট্রিং স্ট্রেচ : এই ব্যায়াম অনুশীলনেও প্রথমে মেঝেতে সোজা হয়ে শুয়ে বাঁ-পা উপরে তুলুন। তবে প্রথম ব্যায়ামের মতো ৪৫ ডিগ্রি পজিশনে নয়। এক্ষেত্রে মাটির সঙ্গে পা ৯০ ডিগ্রি কোণে থাকবে। দুই হাত বাঁ-উরুর নিচে রেখে ভারসাম্য বজায় রাখুন। এবার বাঁ-হাঁটু আস্তে আস্তে বুকের কাছে আনার চেষ্টা করুন। ৩০ সেকেন্ড অনুশীলন করে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে হবে।

(গ) হাফ স্কোয়াট : এই ব্যায়াম অনুশীলন করতে আপনাকে মেঝেতে শুয়ে নয়; বরং মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে করতে হবে। প্রথমে হাত দু'টি সামনের দিকে তুলুন। এবার বসার চেষ্টা করুন। তবে পুরোপুরি নয়। অর্ধেক বসার ভঙ্গি পর্যন্ত রেখেই উঠে পড়ুন। এভাবে অন্তত দশবার অনুশীলন করতে পারেন।

২. ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখা : শরীরের অতিরিক্ত ওযন সরাসরি হাঁটুর উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরের ওযন ১ কেজি কমালে হাঁটুর উপর চাপ প্রায় ৪ কেজি পর্যন্ত কমে যায়। তাই সুষম খাবার ও ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখা আবশ্যক।

৩. সঠিক দেহভঙ্গি : বসা, দাঁড়ানো বা হাঁটার সময় সঠিক দেহভঙ্গি বজায় রাখুন। ঝুঁকে হাঁটা বা দীর্ঘ সময় ভুল ভঙ্গিতে বসে থাকলে হাঁটুর উপর অপ্রয়োজনীয় চাপ পড়ে।

৪. আরামদায়ক জুতো ব্যবহার : নরম ও আরামদায়ক সোলযুক্ত জুতো ব্যবহার করুন। মহিলাদের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত উঁচু হিলের জুতো পরা থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ এটি হাঁটুর উপর অস্বাভাবিক চাপ তৈরি করে।

হাড় ক্ষয়ের জন্য দায়ী কিছু খাবার :

চিকিৎসকরা হাড়ের জন্য ক্ষতিকর কিছু খাবার চিহ্নিত করেছেন। যেগুলো হাড়কে ধীরে ধীরে দুর্বল করে তোলে।

১. চিনি : শরীরে ধীরগতির বিষের মতো কাজ করে চিনি। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে এমন খাবারের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে চিনি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে এটি দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়; যা হাড়কেও দুর্বল করে তোলে।

২. লবণ : চিনির মতো লবণও আপনার শরীরে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বাধা দেয়। লবণ শুধু উচ্চ রক্তচাপই নয়, হাড় ক্ষয় রোগেরও বড় কারণ। হাড়ের ওপর প্রভাব ফেলা ছাড়াও লবণ শরীরে ক্যালসিয়ামের পরিমাণও কমিয়ে দেয়। তাই বেশী লবণ খাওয়ার অভ্যাস বন্ধ করার জন্য রান্নাও কম লবণ দিয়ে করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৩. কফি : কফিতে থাকা ক্যাফেইনই হাড় ক্ষয়ের কারণ হ'তে পারে তা অনেকেই জানেন না। কম বয়সে হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি এড়াতে চাইলে বেশী কফি খাওয়া এড়িয়ে চলুন।

৪. কোমল পানীয় : ছোট-বড় সবারই কোমল পানীয় প্রিয়। এতে রয়েছে ফসফরিক অ্যাসিড, যা প্রস্রাবের মাধ্যমে দেহের ক্যালসিয়াম শরীর থেকে বের করে দেয়।

৫. অতিরিক্ত গোশত খাওয়া : অতিরিক্ত গোশত খাওয়ার ফলে হাড় ক্ষয় হতে পারে। কারণ গোশত হচ্ছে প্রাণিজ প্রোটিন। অতিরিক্ত প্রোটিন শরীরে অতিরিক্ত অ্যাসিড তৈরি করে।

হাড় ক্ষয় প্রতিরোধী কিছু খাবার :

১. বাদাম : বাদাম মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে কার্যকরী এবং ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দূর করতেও বেশ কার্যকর। এতে স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং ফাইবারসহ প্রচুর ক্যালসিয়াম রয়েছে।

২. কমলালেবু : ভিটামিন সি সমৃদ্ধ কমলালেবু শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দূর করতে পারে। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্যালসিয়াম প্রদানেও সহায়ক।

৩. ব্রকলি : ব্রকলি ফাইবারের বড় উৎস হওয়া ছাড়াও ক্যালসিয়ামে পরিপূর্ণ। যা হাড়ের স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক সুস্থতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৪. পালং শাক : এটি আয়রন সমৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে এটিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম রয়েছে।

৫. চিয়া সিডস : এটি শরীরে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বাড়ায় না, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ফাইবারও সরবরাহ করে। তাই উল্লিখিত খাবারগুলি খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ হবে এবং হাড়ও শক্ত করবে ইনশাআল্লাহ।

[সংকলিত]

রাসূলের আতিথেয়তা ও মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

*-আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ**

রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ সময় ক্ষুধার্ত থাকতেন। ক্ষুধার যন্ত্রণা অসহনীয় হ'লে তারা তা অন্যের কাছে প্রকাশ করতেন। আবার নিজের ঘরে যা কিছু থাকতো তা দিয়ে অতিথির আপ্যায়ন ও সমাদর করার চেষ্টা করতেন। অতিথিকে কখনও তারা অসম্মান করতেন না। নিম্নের হাদীছে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক অতিথি আপ্যায়নের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

মিক্বদাদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাবারের অভাবে আমার ও আমার দু'সাথীর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি কমে যায়। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের নিকটে নিজেদের উত্থাপন করতে লাগলাম। কিন্তু তাদের কেউ আমাদের কথা শুনলেন না। অবশেষে আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গমন করলে তিনি আমাদের সাথে নিয়ে তাঁর পরিবারের নিকটে গেলেন। সেখানে তিনটি বকরী ছিল। তিনি বললেন, তোমরা দুধ দোহন করবে। এ দুধ আমরা বণ্টন করে পান করবো। তিনি বলেন, এরপর থেকে আমরা দুধ দোহন করতাম। আমাদের সবাই যার যার অংশ পান করতো। আর আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য তাঁর অংশ উঠিয়ে রাখতাম। তিনি রাত্রে এসে এমনভাবে সালাম দিতেন যাতে নিদ্রারত লোক উঠে না যায় এবং জাগ্রত লোক শুনতে পায়।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি মসজিদে এসে ছালাত আদায় করতেন। প্রত্যাবর্তন করে দুধ পান করতেন। একদিন রাতে আমার নিকটে শয়তান আগমন করলো। আমি তো আমার অংশ পান করে ফেলেছিলাম। সে বলল, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আনছারদের নিকটে গেলে তারা তাঁকে উপঢৌকন দিবে এবং তাদের নিকটে তাঁর এ অল্প দুধের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যাবে। অতঃপর আমি এসে সেটুকুও পান করে ফেললাম। দুধ পুরোটা পান করার পর আমি বুঝতে পারলাম যে, এ দুধ বের করার আর কোন উপায় নেই। তখন শয়তান আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে বলল, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি একি করলে! তুমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দুধ পান করে ফেললে? তিনি জাগ্রত হয়ে যখন তা পাবেন না, তখন তোমার উপর বদদো'আ করবেন। এতে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে এবং তোমার ইহকাল ও পরকাল সব নিঃশেষ হয়ে যাবে।

সে সময় আমার শরীরে একটা চাদর ছিল। আমি যদি তা আমার দু'পায়ের উপর রাখি তাহ'লে আমার মাথা বের হয়ে পড়ে, আর যদি তা আমার মাথার উপর রাখি তাহ'লে আমার দু'পা বেরিয়ে পড়ে। কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না। আমার সাথীদ্বয় তো নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল। তারা তো আমার মতো কাজ করেনি। তিনি বলেন, অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) আগমন করে যেভাবে সালাম করতেন সেভাবেই সালাম করলেন। এরপর মসজিদে ঢুকে ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর দুধের নিকটে এসে ঢাকনা খুলে সেখানে কিছুই পেলেন না। এরপর তিনি নিজ মাথা আকাশের দিকে তুললেন। আমি তখন (মনে মনে) বললাম, এখনই হয়তো আমার উপর তিনি বদদো'আ করবেন, আর আমি নিঃশেষ হয়ে যাবো। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! যে লোক আমার খাবারের ব্যবস্থা করে তুমি তার খাদ্যের ব্যবস্থা কর। আর যে আমাকে পান করায় তাকে তুমি পান করাও।

মিক্বদাদ (রাঃ) বলেন, তখন আমি চাদরটি গায়ে বাঁধলাম এবং একটি ছুরি নিলাম। এরপর (এ ভেবে) বকরীগুলোর কাছে গেলাম যে, এদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশী মোটাতাযা আমি সেটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য যবহ করবো। সেখানে গিয়ে দেখলাম, সেটি দুধে পরিপূর্ণ এবং অন্যান্য সব বকরীও দুধে পূর্ণ। অতঃপর আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবারের একটি বাসন নিয়ে এলাম যার মধ্যে তারা দুধ দোহাতেন না। মিক্বদাদ (রাঃ) বলেন, আমি তার মধ্যেই দুধ দোহন করলাম, এমনকি বাসনের উপরের অংশে ফেনা ভেসে উঠলো। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি রাত্রের দুধ পান করেছ? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি পান করুন। তিনি পান করে আমাকে দিলেন।

আমি বললাম, হে রাসূল (ছাঃ)! (আরো) পান করুন। তিনি পান করে আমাকে দিলেন। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, নবী করীম (ছাঃ) পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং আমি তার নেক দো'আ পেয়ে গেছি, তখন আমি খুশীতে হাসতে হাসতে মাটিতে নুয়ে পড়লাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে মিক্বদাদ! এটা তো তোমার একটা মন্দকাজ! তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঘটনা না তো ঘটেই গেছে। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, এটা একমাত্র আল্লাহ্‌র মেহেরবানী! তুমি কেন আমাকে জানালে না? আমরা আমাদের সঙ্গীদ্বয়কে জাগাতাম, তাহ'লে তারাও এর অংশ পেত। আমি বললাম, যে মহান স্রষ্টা আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম! আপনি যখন পেয়েছেন এবং আমি যখন আপনার সঙ্গে ভাগ পেয়েছি, তখন আর কারো পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারে আমি পরোয়া করি না' *(মুসলিম হা/২০৫৫; আহমাদ হা/২৩৮৬৩; তিরমিযী হা/২৭১৯)*।

শিক্ষা :

১. এ হাদীছে মদীনায় হিজরতকারী ছাহাবীদের কঠিন মুহূর্তের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

২. রাসূল (ছাঃ) ছিলেন অতিথিপরায়ণ। তিনি মিক্বদাদ ও তার সঙ্গীদ্বয়কে আপ্যায়ন করেন নিজের সামগ্রীর স্বল্পতা ও অধিক মুখাপেক্ষিতা সত্ত্বেও।

৩. এতে রাসূল (ছাঃ)-এর রাত্রে বাড়ীতে প্রবেশের শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে। তিনি ধীরে শান্তভাবে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন, যাতে অধিবাসীরা বিরক্ত না হয়। এমন অনুচ্চ শব্দে সালাম দিতেন যাতে জাগ্রত ব্যক্তি শুনতে পায় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হয়।

৪. সফর থেকে ফিরে তিনি মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন এবং সালাম দিতেন।

৫. এ হাদীছ প্রমাণ করে যে ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর ক্রোধ ও অসন্তোষের অত্যধিক ভয় করতেন।

৬. রাসূলের দুনিয়াবী কোন হক নষ্ট হ'লে তিনি রাগান্বিত হ'তেন না। কোন প্রতিশোধও নিতেন না।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত শিক্ষাসমূহ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা তাওফীক দান করুন-আমীন!

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

রাজশাহী	:	**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র**, নওদাপাড়া, ০১৭৭০-৮০০৯০০; ওয়াহীদিয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার ০১৭৩৭-১৫২০৩৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, হেতেম খাঁ ছোট মসজিদ ০১৭৫১-৪৫৪৫৭৯ হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, তাহেরপুর ০১৭৩৮-৬৭৩৮৭০।
ঢাকা	:	**প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স**, বাংলা বাজার ০১৭৮৪-০১২৯৬৪; **দারুল আবরার লাইব্রেরী**, বাংলাবাজার, ০১৭৮৪-০১২৯৬৪ আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পাবলিকেশন্স, কাঁটাবন ০১৯১৯-৯৬২৯১৯; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, জিরানী, সাভার ০১৬০৮-০৮৮১২৮।
ময়মনসিংহ	:	আবুল কালাম ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫। **মুন্সিগঞ্জ :** সুজন মাহমুদ, মাওয়া ০১৯২৬-১৬২৩০১। **মানিকগঞ্জ :** ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল ইসলাম ০১৭৭২-৮৬৭৮৯৮। **নরসিংদী** : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২।
কুমিল্লা	:	মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; বেলাল হোসাইন, শাসনগাছা ০১৭০৫-২১৮৫১৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।
কুষ্টিয়া	:	শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭।
খুলনা	:	আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১; মাসঊদুর রহমান ০১৯১৮-৯১৬৮৮১; সালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮।
গাযীপুর	:	বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০; খাইরুল ইসলাম, আমান টেক্স, বৈরাগীর চালা, গাযীপুর ০১৭২৯-৫৯৫১৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বোর্ড বাজার ০১৭৫৪-৩৯৪১৯১। **গোপালগঞ্জ :** খন্দকার অহীদুল ইসলাম, ব্যাংকপাড়া ০১৭২৫-৩৮৪১৭৫।
গাইবান্ধা	:	হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন, গোবিন্দগঞ্জ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯; ডাঃ মোঃ হারুণুর রশীদ, আত-ত্বাকওয়া লাইব্রেরী, ০১৭২০-৫১১১৬৫; মোঃ আব্দুল আউয়াল, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাঘাটা ০১৭২৫-৬৩৮৬০৮।
চট্টগ্রাম	:	হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা ০১৭১৫-৮৮০৮৬৬।
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	:	হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭। রূহুল আমীন, আল-ইখলাছ স্টোর, বিশ্বরোড মোড়, হোসেন পাম্পের পাশে ০১৭৮৭-০৯০৭৪৭।
চুয়াডাঙ্গা	:	সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা ০১৯১৮-২১৬৫৮৫।
জামালপুর	:	আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।
জয়পুরহাট	:	হালাল সলিউশন, জয়পুরহাট সদর ০১৯৮০-৬৪৬০৬০; আল-আমীন, বটতলী বাজার, ক্ষেতলাল ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।
ঝিনাইদহ	:	আসাদুল্লাহ, কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১; আল-আমীন টুপি ঘর, অগ্রণী ব্যাংকের নীচে, আহলেহাদীছ মসজিদের উত্তর পাশে, ডাকবাংলা বাজার ০১৯৩৯-৭৩৫৫১৮।
ঠাকুরগাঁও	:	আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; যিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।
দিনাজপুর	:	হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুছাদ্দিক বিল্লাহ, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর ০১৭২৩-৮৮৯৯১১; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন ০১৭৪০-৫৬২৭২১; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮; আরাফাত ইসলাম ০১৭৫০-২৯০০৫৯; আল-আমীন লাইব্রেরী, খোলাহাটী ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার ও বই বিক্রয় কেন্দ্র, লালবাগ, সদর দিনাজপুর ০১৭৭৪-০২৪৯২৬; বাংলাহিলি হিলফুল ফুযুল মাদ্রাসা, হাকিমপুর ০১৯৮১-১২৮১২৪।
নওগাঁ	:	আফযাল হোসাইন ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। আব্দুল আযীয, রহমানিয়া লাইব্রেরী, আনন্দনগর আহলেহাদীছ মসজিদ সংলগ্ন ০১৭৭২-৮৫৫৭৮৬।
নীলফামারী	:	আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।
পাবনা	:	রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী ০১৭১৪-২৩১৩৬২; শীরীন বিশ্বাস ০১৯১৫-৭৫২৭১১; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১; হাসান আলী, আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদ, চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা ০১৭১৮-১২০৩১৫।
পটুয়াখালী	:	ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, নতুন বাসষ্ট্যাণ্ডের দক্ষিণে ০১৭৫৮-৯৩৯৪৩৭।
পঞ্চগড়	:	আব্দুল ওয়াজেদ, ঝিলিমিলি কসমেটিক্স, ফুলতলা বাজার ০১৭১৩-৬৮৭৫৮০।
ফরিদপুর	:	দেলোয়ার হোসাইন কোর্ট কম্পাউন্ড ০১৭১৩-৫৯৮৪৭৬। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।
বগুড়া	:	শাহীন লাইব্রেরী ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামুন, আদর্শ লাইব্রেরী ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; শরীফুল ইসলাম, সেনানিবাস ০১৪০৪-৫৩৫৫৯১; মদীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।
মেহেরপুর	:	জোনাকী লাইব্রেরী ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।
যশোর	:	মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা ০১৯৭২-৩২৪৭৮২।
রংপুর	:	রেযাউল করীম, **দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী**, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া শাখা ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, মতিউর রহমান, পীরগঞ্জ, ০১৭২৩-৩১৩৭৫৮; আর রহমান লাইব্রেরী শঠিবাড়ী ০১৮১০-০১০৮৭৮।
লালমণিরহাট	:	শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।
সিরাজগঞ্জ	:	সত্যের আলো লাইব্রেরী, জামতৈল পূর্ব বাজার, কামারখন্দ ০১৭১৬-৯৬৯৭৯৬।
সিলেট	:	ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫; শহীদুল ইসলাম, আত-তাকওয়া মসজিদ ০১৭৬১-৯৮২৫৯৭।
সাতক্ষীরা	:	হাবীবুর রহমান ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া ০১৭৪৮-৯১০৮২৫। **বাগেরহাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

পথহারা পথিক যেভাবে আলোর পথে

-সাজিদুর রহমান

রিয়াদের আলোঝলমলে এলাকা 'হাই আন-নূর' বা আলোকিত নগরী। নাম আলোকিত হ'লেও সেই শহরের যুবকদের জীবন অলসতা আর বিলাসিতার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। স্মার্টফোন আর ইন্টারনেটের মায়াজালে তারা এতটাই বুঁদ হয়ে থাকত যে, বাস্তবতার আলো তাদের চোখে পৌঁছত না। নিত্যনতুন নেশা, অনৈতিক সম্পর্ক আর মূল্যহীন বিনোদন তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে গিয়েছিল। পরিবার, সমাজ, এমনকি নিজের অস্তিত্বের প্রতিও তারা উদাসীন হয়ে পড়েছিল।

এই শহরেরই এক কোণে বাস করত এক যুবক, যার নাম ছিল আরহাম। আরহামও একসময় এই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। সে ছিল শহরের দক্ষ ও জনপ্রিয় ভিডিও গেমার। ভার্চুয়াল জগতে তার ছিল অসংখ্য অনুসারী। কিন্তু তার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে ছিল এক গভীর শূন্যতা। রাতে যখন সে একা থাকত, তখন এক অব্যক্ত অস্থিরতা তাকে গ্রাস করত। তার মনে হ'ত, সে যেন কোন এক অন্তহীন সাগরে ভাসছে, যার কোন কূল নেই, কিনারা নেই।

একদিন আরহাম তার গেমিং সেশন চলাকালীন সময়ে হঠাৎ অস্থিরতা অনুভব করে। যে গেমিং তাকে সুখের খোরাক জোগান দিত সেই গেমিং তার কাছে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক লাগছিল। তাই সেসব ফেলে বাড়ির ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে আনমনে চেয়ে থাকে। মনের মাঝে হাযারও প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। সে কি করছে তার জীবন নিয়ে? ভার্চুয়াল জগতের সাময়িক আনন্দ তাকে কি দিচ্ছে? জীবন মানেই কি শুধু বিনোদন আর ভার্চুয়াল জগতে জনপ্রিয়তা অর্জন করা? নাকি জীবনের প্রকৃত কোন অর্থ আছে? কারন এই গেমিং, বিনোদন আর জনপ্রিয়তা তো সময়ের সাথে একদিন হারিয়ে যাবে। এসব ভাবতে ভাবতে তার পুরনো একটি স্মৃতি মনে পড়ে গেল। তার দাদা, যিনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ আলেম। দাদা সবসময় তাকে একটি কথা বলতেন, 'আরহাম, দুনিয়ার চাকচিক্য ক্ষণিকের, কিন্তু আখেরাতের জীবন অনন্ত। তোমার এই শক্তি, এই যৌবন, এগুলো আল্লাহ্র দেওয়া আমানত। একে সদ্ব্যবহার করো, অন্যথা একদিন আফসোস করবে'।

দাদার স্মৃতিময় কথাগুলো যেন তার হৃদয়ের গভীরে আঘাত হানল। পরদিন সকালে সে সিদ্ধান্ত নিল, সে তার জীবন পরিবর্তন করবে। কিন্তু কিভাবে? চারপাশের পরিবেশ এতটাই দূষিত যে, আলোর পথ খুঁজে পাওয়াই যেন কঠিন।

আরহাম প্রথমে তার স্মার্টফোন এবং গেমিং ডিভাইসগুলো একপাশে সরিয়ে রাখল। তারপর সে তার দাদার পুরনো ধর্মীয় বইগুলো খুঁজে বের করল। ধুলোমাখা বইগুলো দেখে তার প্রথমে হাসি পেল, কিন্তু যখন সে একটি বই খুলল, তখন তার চোখ আটকে গেল একটি আয়াতে, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ 'তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?' *(মুমিনূন ২৩/১১৫)*।

এই আয়াতটি পড়ে আরহামের চোখে পানি এসে গেল। সে অনুভব করল, আল্লাহ্ তাকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি অথচ সে অনর্থক কাজেই জীবন অতিবাহিত করছে। সে সঙ্গে সঙ্গে জায়নামায (মুছল্লা) বিছিয়ে ছালাতে দাঁড়াল। দীর্ঘ সময় সে সিজদায় পড়ে রইল, আল্লাহ্র কাছে তার ভুলগুলোর জন্য ক্ষমা চাইল।

এরপর থেকে আরহামের জীবন বদলে যেতে শুরু করল। সে প্রতিদিন মসজিদে যেত, ইমামের কাছে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করত। অল্প সময়ের মধ্যে সে তার অনৈতিক বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করল এবং ভালো বন্ধুদের সাথে মিশতে শুরু করল। সে তার গেমিং আসক্তি থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের জন্য কিছু করার সিদ্ধান্ত নিল। সে একটি দাতব্য সংস্থায় স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ শুরু করল, দরিদ্র শিশুদের পড়াতে লাগল এবং অসহায় মানুষদের সাহায্য করতে লাগল। সে বুঝতে সক্ষম হয়েছিল তার মৃত্যু পর এই অসহায় মানুষগুলোই তার জন্য অন্তত দো'আ করবে কিন্তু সামাজিক মাধ্যমের ভার্চুয়াল ফলোয়াররা তার মৃত্যুর পর কোন উপকারে আসবে না।

প্রথমদিকে তার পুরনো বন্ধুরা তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত। অনেকেই বলত আরহাম পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু আরহাম দমে যায়নি। আরহাম দুনিয়াতে আলোর পথ খুঁজে পেয়েছিল যা তার মনের শূন্যতা দূর করেছিল, তার জীবন ভরে উঠেছিল এক অনাবিল স্বস্তি ও প্রশান্তিতে। সেই আলো তার পরকালকেও আলোকিত করবে আর যারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে তারা দুনিয়া ও পরকালে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে। সে অনুভব করতে পারল, সত্যিকারের সুখ পার্থিব ভোগে নয়, বরং আল্লাহ্র আনুগত্য এবং মানব সেবায়ই নিহিত।

ধীরে ধীরে আরহামের পরিবর্তন দেখে তার কিছু বন্ধুও অনুপ্রাণিত হ'ল। তারাও দ্বীনের পথে ফিরে আসার চেষ্টা করল। আরহাম বুঝতে পারল, একজন মানুষ যখন সত্যিকার অর্থে নিজেকে পরিবর্তন করে, তখন সে শুধু নিজের জীবনকেই আলোকিত করে না, বরং অন্যদের জন্যও আলোর মিনার হয়ে ওঠে।

শিক্ষা : গল্পটি আজকের যুবসমাজকে এই শিক্ষা দেয় যে, আধুনিকতার নামে আমরা যেন আমাদের মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিকতাকে বিসর্জন না দেই। জীবনের সত্যিকারের অর্থ নিহিত রয়েছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং মানব সেবায়। যখন আমরা এই পথে ফিরে আসি, তখন আমাদের জীবন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং আমরা অন্যদের জন্য সঠিক পথের দিশারী হিসাবে কাজ করতে পারি।

কবিতা

আলেম হ'তে হ'লে

-সারওয়ার মিছবাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আলেম হ'তে হ'লে,
নিয়ম কিছু বলছি শোন! যাবে না কখনো ভুলে।
আলেম হওয়া সাধনার নাম দীর্ঘ দিনের শ্রম,
সময় নিয়েই করতে হবে রাস্তা অতিক্রম।
অল্প দিনে আলেম হওয়া তোমার জন্য নয়,
অল্প দিনে হয় না আলেম ইলমী যালেম হয়।
রাখবে মনে, ওস্তায তব সবচে' হিতকামী,
যত বেশী পারো ছোহবত নাও ওস্তায বড় দামী।
ছোহবত থেকে এমন কিছু শিখে যাবে অজানায়,
যে জ্ঞান কোন গ্রন্থাগারের বইয়ের পাতাতে নাই।
সুযোগ হ'লে খিদমত কর খিদমতে পাবে দো'আ,
দো'আয় তুমি যতদূর যাবে, শ্রমে যাবে না তো যাওয়া।
প্রতিষ্ঠানের ছুটি ব্যতীত যাবে না কখনো বাড়ি,
প্রয়োজনে কভু বাইরে গেলে ফিরে এসো তাড়াতাড়ি।
মাদ্রাসা সেতো ফুলের বাগান তুমি সে বাগের অলি,
কোনদিনও তব হাযিরায় যেন না পড়ে লাল কালি।
দারসে যেন থাকে মনোযোগ নোটখাতা থাকে হাতে,
যতটুকু দেন ওস্তায যেন পূর্ণটা পারো নিতে।
এতটুকু বুঝো যেন পড়াটা অপরকে বোঝাতে পারো,
সহপাঠীদের নিয়ে পড়া তাকরার করো।
সবাই অনেক পড়ছে পড়ুক কম হোক তব পড়া,
এক শব্দও পড়বে না তুমি তাহক্বীক্ব করা ছাড়া।
তাহক্বীক্ব কভু যোগ্যতা নয় এটা তো মানসিকতা,
তাহক্বীক্বী মেজাযই গড়ে দেবে তোমার যোগ্যতা।
এই সবকিছু মানার পরে জেগে ওঠো শেষ রাতে,
ঝরাও চোখের তপ্ত অশ্রু নিভৃত মুনাজাতে।
বল, হে কারীম! শেষ করেছি সামর্থ্য ছিল যত,
মেহনত মোর কবূল কর খিদমতে কর রত।
যত যাই কর সেই দফতরে মাকবূল হ'লে তবে,
ইসলাম যাকে আলেম বলে তেমন আলেম হবে।

ইসলামী চেতনার জ্যোতি

-আবদুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন
পূর্ব হাটিলা, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

আসমানী নূর নেমে আসে মরু-বুকে,
কুরআনের বাণী ওঠে সব মুখে মুখে।
তাওহীদী ডাক বিশ্ববাসীকে জাগায়,
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ঘোষণা ছড়ায়।
জাহেলী আঁধার ভেঙে ছড়ায় আলো,
সেই আলো ধরার প্রতি কোণায় জ্বালো।
বদর ও ওহোদের এই আহ্বান,
বিশ্বের বুকে হোক সদা অম্লান
হুদায়বিয়ার সেই শপথ মোদের
এখনো খোরাক যোগায় ঈমানের।
চেতনার শিখা নিভে না কোনদিন,
যুলুম ভেঙে গড়ে নব্য-নবীন।
সত্যের আলো জ্বলে প্রতিটি প্রাণে,
সত্যই ঈমানের শক্তি দানে।

রক্তাক্ত গাযা

-মুসাফির বাশার

পবিত্র ভূমির পবিত্রতা নষ্ট করেছে যারা
নিষ্পাপ ছোট্ট সোনামণিদেরও শহীদ করছে ওরা।
নির্বিচারে গণহত্যা আজ দেখছে চেয়ে বিশ্ব,
রক্তের খেলায় মেতেছে ওরা মুসলিম বুঝি নিঃস্ব।
বদর-ওহোদের উত্তরসূরীদের অলস হয়েছে দেহ,
পরিচয় ভুলে বিধর্মীদের করুণা চাচ্ছে কেহ!
মসজিদের ঐ মিনারগুলো মুখ থুবড়ে আছে,
মিনারের সেই বেলালী সুর যে কোথায় হারিয়ে গেছে!
জঙ্গীবাদ দমনের নামে চলছে মুসলিম নিধন,
তবুও আমরা ভাবছি মোদের তারাই বুঝি আপন।
ত্রাণের নামে লোক জড়ো করে চালাচ্ছে খোলা গুলি।
রক্ত হাতে গাইছে যালিম সাম্যের ফাঁকা-বুলি।
নরম গদিতে জৌলুস করে গেয়ে ঐক্যের গান,
মরলো গাযা দেখল চেয়ে বিশ্ব-মুসলমান!

শ্যামল প্রকৃতি

-আবূ রায়হান
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

দিন চলে যায় রাত্রি আসে
মিটমিটিয়ে চন্দ্র হাসে
তারার সাথে কইতে কথা, রাত্রি কেটে যায় নিমিষে।
মিষ্টি হেসে সকাল আসে
দিনের ভাগে সূর্য জাগে
সূর্যমুখী পুর্বমুখী চেয়ে থাকে পুষ্পবাগে।
দুপুর বেলা করছে খেলা
রৌদ্র-ছায়া মেঘ-সুরুজে
ঝিলে বিলে ফুল কমলে, রেঙে ওঠে তীব্র লাজে।
বইছে বাতাস রূপের প্রকাশ
করছে বিল আর নদীর তীরে
যায় শোনা ফের কুহু তানের, কোকিল ডাকে কোন সুদূরে।
বিকাল বেলা আলোর মেলা
যায়রে আলোর বন্যা বয়ে
সন্ধ্যা বেলা বাতি জ্বালা, সূর্য ঘুমায় ক্লান্ত হয়ে।
রাতের আঁধার জোনাক বাহার
ঝিঁ ঝিঁ ডাকে ঝোপে ঝাড়ে
রাত্রি নামে নিঝুম ঘুমে, যাই হারিয়ে মাতৃক্রোড়ে।
এমন করে যনম ধরে
যাচ্ছে চলে দিন-যামিনী
প্রভুর গড়া মায়ায় জড়া, সবুজ শ্যামল এই ধরণী।

স্বদেশ

রাজশাহীর বাগমারায় চড়া সূদ ও এনজিও কর্মীদের চাপে ৩ মাসে প্রাণ গেল ১০ জনের!

মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, চড়া সূদ ও এনজিও কর্মীদের অতিরিক্ত চাপে অসহায় মানুষজন ঘরছাড়া কিংবা আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নিচ্ছে। এর বাইরে বহু নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত এনজিও হঠাৎ গ্রাহকদের কোটি কোটি টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। তবে অনিবন্ধিত এনজিওর সঠিক সংখ্যা নেই সমাজসেবা অধিদফতর কিংবা যেলা প্রশাসকের কাছে।

রাজশাহীর বাগমারা উপযেলার পেয়ারা বেগম। আলোর বাংলা ফাউণ্ডেশন নামে একটি এনজিও ৫ লাখ টাকা নিয়ে লাপাত্তা হয়ে গেছে। পানের বরজে কাজ করে জমানো সেই অর্থ তিনি জমা রেখেছিলেন এখানে। প্রতিষ্ঠানটি বছরে প্রতি লাখে ২০ হাযার টাকা লাভ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। প্রতারণার শিকার গ্রাহকদের দাবী, প্রায় ৬ হাযার গ্রাহকের ৫০ কোটি টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে এনজিওটি।

যেলার ৯টি উপযেলায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য এনজিও। এসব প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চড়া সূদে ঋণ নিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন অনেকে। অভিযোগ রয়েছে, ঋণের টাকা পরিশোধের পরও অতিরিক্ত অর্থ দাবী করে মামলা দিয়ে হয়রানি করছে এনজিওগুলো। রাজশাহীর একটি মানবাধিকার সংগঠনের পরিচালক ফয়েযুল্লাহ বলেন, ‘এনজিওগুলো সূদের হার ১৪ শতাংশ দাবী করলেও বাস্তবে আদায় করে প্রায় ৩০ শতাংশ। এ কারণে ঋণের জালে ফেঁসে গিয়ে অনেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন।

সমাজসেবা অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী, রাজশাহীতে মোট নিবন্ধিত এনজিও রয়েছে ১২০০টির মতো। এর মধ্যে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে ৭৮৯টি। তবে অনিবন্ধিত এনজিওর সংখ্যা সম্পর্কে কোন তথ্য নেই।

[সূদী অর্থনীতির অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে নিজেরা এ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। রাষ্ট্রকে এর বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা নিতে হবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ সূদকে নিঃশেষ করেন ও ছাদাক্বায় প্রবৃদ্ধি দান করেন’ (বাক্বারাহ ২/২৭৬)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সূদে প্রবৃদ্ধি হলেও তার পরিণতি হ’ল নিঃস্বতা’ (ইবনু মাজাহ হা/২২৭৯; মিশকাত হা/২৮২৭) (স.স.)]

শিক্ষার্থী সংকটে ধুঁকছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়; শিক্ষার্থীতে ঠাসা বেসরকারী কিন্ডারগার্টেন-মাদ্রাসা

ঢাকার নবাবপুরের মদনপাল লেনে অবস্থিত বঙ্গবাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৫৩ বছর বয়সী বিদ্যালয়টির আশপাশে ব্যাপক ঘনবসতি। সেই হিসাবে শ্রেণীকক্ষগুলো শিক্ষার্থীতে ঠাসা থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাত্র ১৭ জন শিক্ষার্থী এ বিদ্যালয়ে। অথচ স্কুলটিতে কর্মরত আটজন শিক্ষক-কর্মচারী। জরিপে উঠে এসেছে বরিশাল সিটি করপোরেশনের ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভয়াবহ অবস্থা। অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা পঞ্চাশের নিচে। শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অনুপাত ২ জনে ১ জন থেকে ৭ জনে ১ জন পর্যন্ত। শুধু এদু’টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, ঢাকার ৩৪২টি বিদ্যালয়সহ দেশের অধিকাংশ সিটি করপোরেশন এলাকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একই দশা। শিক্ষকে ঠাসা থাকলেও নেই শিক্ষার্থী। সন্তানকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির চেয়ে অভিভাবকরা ঝুঁকছেন কিন্ডারগার্টেনে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে, বেসরকারী মাদ্রাসাগুলোর দিকে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সাম্প্রতিক এক জরিপে এ ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে।

উপবৃত্তি, মিড ডে মিল, বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থাসহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েও শিক্ষার্থী ধরে রাখতে পারছে না প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো। অভিভাবকদের একই অভিযোগ ‘প্রাইমারী স্কুলে পড়ালেখা হয় না। স্যার-ম্যাডামরা গল্প-গুজব করে চলে যায়। ক্লাস নেয় না।

জরিপে দেখা যায়, শহুরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো তীব্র শিক্ষার্থী সংকটে ধুঁকছে। শিক্ষার্থী কমতে কমতে শূন্যের কোটায় নেমেছে। ছাত্র-ছাত্রী না থাকলেও শিক্ষকের কোন সংকট নেই। অনেক স্কুলে পদের চেয়ে বেশি শিক্ষক কর্মরত। উপযেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন, শিক্ষার পরিবেশ, মানহীনতা, পুরনো পদ্ধতি আঁকড়ে থাকায় অভিভাবকরা সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন না। সরকারী চাকরি হওয়ায় শিক্ষকরা মাস গেলেই বেতন তুলছেন। কোন জবাবদিহিতা নেই। এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষার্থী কমতেই থাকবে।

ঋণের দায়ে সন্তানের আত্মহত্যা, ১লাখ টাকা ঋণ নিয়ে ১২০০ জনের জন্য চল্লিশা আয়োজন করলেন পিতা

‘আমরা মরে গেলাম ঋণের দায়ে আর খাওয়ার অভাবে’ চিরকুট লিখে আত্মহত্যা করেছিলেন মিনারুল ইসলাম। আত্মহননের আগে তিনি হত্যা করেছিলেন স্ত্রী ও দুই সন্তানকে। সম্প্রতি মিনারুল ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের চল্লিশা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিনারুলের পিতা রাজশাহীর পবা উপযেলার বামনশিকড় গ্রামের রোস্তম আলী জানিয়েছেন, ১২০০ লোকের এই আয়োজন করতে তাঁকে ১ লাখ টাকা ঋণ নিতে হয়েছে, যা পরিশোধের জন্য জমি বিক্রি করতে হবে।

রোস্তম আলী বলেন, ‘এই অনুষ্ঠানকে কেউ চল্লিশা বলে। কেউ বলে ফয়তা। সমাজের মানুষকে নিয়ে এটা করতে হয়। বাপ-দাদার আমল থেকেই এটা দেখে আসছি। আমিও মনের আবেগে করলাম। আমি গরীব মানুষ। গোশত করতে পারিনি। মাছ দিয়ে মুড়িঘণ্ট আর ডাল করেছি।

তিনি বলেন, আশপাশের মানুষজন বলছিল, চারজনের মরার কারণে বাড়ি ভারী ভারী লাগছে। ছোট শিশুরা ভয় পাচ্ছিল। অনুষ্ঠানটা করলাম যাতে ভয় ভাঙে। বাড়ি যেন পাতলা হয়।

গত ১৫ই আগস্ট নিজ বাড়ি থেকে মিনারুল ইসলাম, তাঁর স্ত্রী মনিরা খাতুন (৩০), ছেলে মাহিম (১৪) ও মেয়ে মিথিলার (৩) মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। লাশের পাশে চিরকুট পাওয়া যায়, যাতে মিনারুল স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যার কথা স্বীকার করে। ঐ চিরকুটে মিনারুল আরও লেখে, ‘আমরা মরে গেলাম ঋণের দায়ে আর খাওয়ার অভাবে। এত কষ্ট আর মেনে নিতে পারছি না। তাই আমাদের বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। কারও কাছে কিছু চাইতে হবে না’।

[চার জনের আত্মহত্যা মহাপাপ। অতঃপর চল্লিশার মত বিদ‘আতী

অনুষ্ঠান। মুর্খতার সীমা নেই। এরা দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই হারিয়েছে। অন্যেরা সাবধান থাকুন (স.স.)]

বিদেশ

জুম'আর ছালাত না পড়লে জেল-জরিমানা মালয়েশিয়ার তরেংগানু প্রদেশে

মালয়েশিয়ার তরেংগানু প্রদেশে বৈধ কারণ ছাড়া জুম'আর ছালাতে অনুপস্থিত মুসলিম পুরুষরা এখন সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড বা ৩ হাযার রিঙ্গিত (প্রায় ৯০ হাযার টাকা) জরিমানার মুখোমুখি হবেন শরী'আহ আইনের অধীনে। সম্প্রতি প্রদেশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শরী'আহ ক্রিমিনাল অফেন্সেস (তা'যীর) আইনের আওতায় এ শাস্তি কার্যকর হবে।

প্রদেশের নির্বাহী কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ খলীল বলেন, একবার জুম'আর ছালাত বাদ দিলেই তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। প্রদেশ সরকার জানায়, মসজিদগুলোতে ব্যানার টানানো হবে এবং জনগণকে আইন সম্পর্কে সচেতন করতে প্রচারণা চালানো হবে। পাশাপাশি জনসাধারণের অভিযোগ বা টহল দলের মাধ্যমে ছালাত ত্যাগকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হ'তে পারে।

তরেংগানুর এই আইন প্রথম চালু হয় ২০০১ সালে এবং ২০১৬ সালে তা সংশোধন করে ছিয়াম ভঙ্গ ও প্রকাশ্যে নারীদের হয়রানির মতো অপরাধে আরও কঠোর শাস্তি যোগ করা হয়।

মালয়েশিয়ায় দ্বৈত আইনব্যবস্থা চালু আছে। মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে শরী'আহ আইন কার্যকর হয়, আর পাশাপাশি নাগরিক আইনেরও প্রয়োগ রয়েছে। মালয় আইন অনুযায়ী, সব জাতিগত মালয় মুসলিম হিসাবে গণ্য হন। দেশটির ৩ কোটি ৩০ লাখ মানুষের দুই-তৃতীয়াংশ মালয়, বাকীরা চীনা ও ভারতীয় সংখ্যালঘু।

[ধন্যবাদ মালয়েশিয়ার প্রাদেশিক সরকারকে। এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন ৯২ শতাংশ মুসলিম অধিবাসীর বাংলাদেশ সরকার। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত করুন (স.স.)]

জেন-জি বিক্ষোভে বিপর্যস্ত নেপালে দুই দিনে ক্ষতি ১৮ কোটি ডলার বা ৩ লাখ কোটি রুপি

জেন জি' তথা তরুণদের দুই দিনের বিক্ষোভে নেপালের অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। ৮ ও ৯ই সেপ্টেম্বর ২ দিনের এই আন্দোলনে ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগসহ ফ্লাইট বুকিং বন্ধ থাকায় আনুমানিক ৩ ট্রিলিয়ন তথা ৩ লাখ কোটি রুপির ক্ষতি হয়েছে, যা নেপালের দেড় বছরের বাজেটের প্রায় সমান। শুধুমাত্র পর্যটন খাতেই ক্ষতি হয়েছে ২৫ বিলিয়ন রুপি। নেপালের কাঠমান্ডু পোস্ট ও হিমালয় টাইমসের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে। হোটেল অ্যাসোসিয়েশন নেপালের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, কমপক্ষে দুই ডজনের অধিক হোটেল ভাঙচুর ও লুটপাটের শিকার হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, রাজধানী কাঠমান্ডুর হিলটন হোটেল একাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠানটির ক্ষতির পরিমাণ ৮ বিলিয়ন রুপিরও অধিক।

মুসলিম জাহান

কাতারে ইস্রাঈলী হামলা : কেবল নিন্দা জানিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকানো সম্ভব নয় বললেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীম সতর্ক করে বলেছেন, কেবল ঘোষণা দিয়ে ইস্রাঈলের আঞ্চলিক আগ্রাসী কর্মকাণ্ড রোধ করা সম্ভব নয়। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) কর্তৃক কাতারে ইস্রাঈলী হামলার প্রেক্ষিতে আয়োজিত এক যরূরী সম্মেলনে তিনি বলেন, আমাদের জনগণ শব্দের প্রতি সতর্ক হয়ে গেছে। তারা বারবার নিন্দা জ্ঞাপন এবং ঘোষণা দেখেছে, কিন্তু ইসরাইল নির্বিঘ্নে তাদের অভিযান বৃদ্ধি করছে।

মালয়েশিয়ার নেতা বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের কাছে প্রশ্ন তুলবে, আমরা কি সাহস দেখিয়েছি কার্যকর পদক্ষেপ নিতে? তিনি আরও যোগ করেছেন, 'নিন্দা ক্ষেপণাস্ত্র থামাতে পারবে না। ঘোষণা ফিলিস্তীনকে মুক্ত করতে পারবে না। কঠোর ও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থগিত করতে হবে এবং ইস্রাঈলের সঙ্গে সকল ধরনের সম্পর্কও থামাতে হবে।

সম্মেলনে গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি) যৌথ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে অঙ্গীকার করা হয়েছে। এটাকেই এ সম্মেলনের সবচেয়ে বাস্তব পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

সঊদী-পাকিস্তান প্রতিরক্ষা চুক্তি : হামলা হলেই যৌথ পদক্ষেপের অঙ্গীকার

সঊদী আরবের রাজধানী রিয়াদে গত ১৭ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ ও সঊদী যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান একটি কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। চুক্তি অনুযায়ী, যেকোনো একটি দেশ আক্রান্ত হ'লে তাকে দুই দেশের ওপর 'আগ্রাসন' হিসেবে দেখবে সঊদী আরব ও পাকিস্তান।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই চুক্তি উভয় দেশের নিরাপত্তা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও শান্তি অর্জনের জন্য যৌথ প্রতিশ্রুতি বহন করে। এর লক্ষ্য দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার দিকগুলো বিকাশ করা এবং যেকোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা।

উল্লেখ্য, উক্ত দু'টি দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বহুমুখী সম্পর্ক কৌশলগত সামরিক সহযোগিতা, পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বার্থ ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। পাকিস্তানের জন্য যেমন সঊদী আরব আর্থিক সহায়তা ও তেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তেমনি সঊদী আরবের জন্যও পাকিস্তান বিশেষত প্রতিরক্ষা সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বহুবার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী সঊদী আরবে দায়িত্ব পালন করেছে এবং সেখানে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

তবে ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে সঊদী আরব ও পাকিস্তানের স্বাক্ষরিত কৌশলগত

পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি। প্রায় আট দশকের পুরোনো এই মিত্রতার ইতিহাসে এটিকে একটি মাইলফলক হিসেবে দেখছেন পর্যবেক্ষকরা।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ভাঙা হাড় জোড়া লাগবে মাত্র ৩ মিনিটে

বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনায় হাত-পায়ের হাড় ভেঙে যায় অনেকের। ভাঙা হাড় চাইলেই দ্রুত জোড়া দেওয়া যায় না, দীর্ঘ মেয়াদে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এবার ভাঙা হাড় দ্রুত জোড়া দেওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের আঠা তৈরি করেছেন চীনের একদল গবেষক। গবেষকদের দাবী, ঝিনুকের প্রাকৃতিক এক কৌশল কাজে লাগিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের এই আঠার মাধ্যমে মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে ভাঙা হাড় জোড়া লাগানো যাবে। নতুন এই আবিষ্কার অর্থোপেডিক চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে গবেষক দলের প্রধান অর্থোপেডিক সার্জন লিন শিয়ানফেং বলেন, পানির নিচে কিভাবে ঝিনুক কোন কাঠামোর সঙ্গে শক্তভাবে লেগে থাকে, তা পর্যবেক্ষণ করে আমরা এই আঠার ধারণা পাই। এই আঠা রক্তের উপস্থিতিতেও নিখুঁতভাবে কাজ করতে পারে।

গবেষকেরা বলছেন, আঠার সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল, হাড় জোড়া লাগার পর এটি প্রাকৃতিকভাবেই শরীরের সঙ্গে মিশে যায়। স্ক্রু বা অন্যান্য ইমপ্লান্ট সরালে অনেক সময় দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হবে না।

এখন পর্যন্ত 'বোন ০২' নামে এই আঠা ১৫০ জনের বেশী রোগীর ওপর সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। জোড়া লাগানো হাড় ৪০০ পাউন্ডের বেশী চাপ সহ্য করতে পারছে।

নার্সের সংকট কাটাতে আসছে নিউরাবট

চলছে প্রযুক্তির যুগ। সর্বত্রই ব্যবহৃত হচ্ছে রোবট। চারদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) জয়জয়কার। প্রযুক্তির হাত ধরে চিকিৎসা খাত এগিয়েছে বহুদূর। এবার এ খাতে যুক্ত হ'ল এআই চালিত একধরনের রোবট। এই রোবট কাজ করবে নার্স হিসাবে। সেবা দেবে রোগীদের।

বিশ্বজুড়ে বর্তমানে চলছে নার্সের সংকট। ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বে ৪৫ লাখ নার্সের ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এমন পরিস্থিতিতে এআই চালিত এই রোবট নার্স নিউরাবট সুসংবাদ হয়েই এসেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তা নিয়ে রোবটগুলো রোগীদের ওষুধ দেওয়া থেকে শুরু করে তাঁদের হাসপাতালের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার মতো বিভিন্ন কাজ করতে পারবে।

এর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সকন। এটি নার্সদের কাজ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমাবে বলে দাবী করেছে তাইওয়ানভিত্তিক এই প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান। মাত্র ১০ মাসে নিউরাবট তৈরি করেছেন ফক্সকনের বিজ্ঞানীরা। ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে তাইওয়ানের একটি হাসপাতালে সেটি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফক্সকন আগামী বছরের শুরুর দিক থেকে রোবটটি বাজারজাত করতে চায়। সে লক্ষ্য প্রস্তুতিও চলছে।

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur

rejaul09islam@gmail.com

০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

ছালাতের সময় নির্ধারণী স্থায়ী ক্যালেণ্ডার
(সাহারী ও ইফতার সহ)

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালা এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থাগুলির প্রদত্ত ঢাকাসহ সকল যেলাসমূহের সময়সূচী অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত।
- প্রত্যেক যেলার জন্য পৃথক পৃথকভাবে প্রণীত। ফলে ঢাকার সময়ের সাথে যোগ-বিয়োগ করার প্রয়োজন হবে না এবং সময়সূচী আরও সূক্ষ্ম ও সঠিকভাবে জানা যাবে।
- সারা বছরের সাহারী ও ইফতারের সময়সূচী জানা যাবে।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২৫

প্রচলিত রাজনীতির সাথে আপোষ নয়, বরং আদর্শিক দৃঢ়তা বজায় রাখুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

২৯ ও ৩০শে আগস্ট শুক্র ও শনিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২৫-এর উদ্বোধনী ভাষণে সম্মেলনের সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। সূরা নাহলের ৩৬ আয়াত উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, নবীগণ পৃথিবীতে এসেছিলেন আল্লাহ্র দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য, শুধু রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য নয়। আর আল্লাহ্র দাসত্ব করতে হ'লে শয়তানের দাসত্ব পরিত্যাগ করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, আদর্শের উপর অবিচল থাকা একজন মুমিনের অপরিহার্য দায়িত্ব। দুর্যোগ যতই ঘনীভূত হৌক, পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হৌক, সঙ্গী-সাথী যতই কম হৌক, আদর্শের উপর টিকে থাকাটাই বিজয়ের সোপান। অতএব আসুন! এই আদর্শিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে আমরা দ্বীনের পথে দৃঢ় থাকি। পশ্চিমাদের দেখানো তাগূতী তরীকা নয়, প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা নয়, ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার পথে নয়, বরং ক্ষমতা দানের মালিক আল্লাহ, এই বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান করি। রাসূল (ছাঃ) ক্ষমতা লাভের জন্য তাওহীদের দাওয়াত দেননি। বরং দাওয়াত দিয়েছেন মানুষকে জান্নাতের পথে। আর সেই দাওয়াতে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই নেতৃত্ব তৈরী হয়েছে এবং তারাই পরবর্তীকালে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করেছেন। আর এভাবেই দ্বীন কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ। অতঃপর তিনি সবাইকে দু'দিনব্যাপী কর্মী সম্মেলনে সুশৃংখলভাবে অবস্থানের আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ্র নামে কর্মী সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য, ১ম দিন শুক্রবার সকাল ৯-টায় সম্মেলন শুরু হয়। ১ম অধিবেশনের পরিচালক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের পরিচালনায় ও কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সঞ্চালনায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর মক্তব বিভাগের শিক্ষক ক্বারী আব্দুল আউয়ালের অর্থ সহ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। অতঃপর আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর) জাগরণী পরিবেশন করে। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন কর্মী সম্মেলনের আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

উদ্বোধনী ভাষণের পর বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক বক্তব্য শুরু হয়। প্রথমে (১) 'সমাজ সংস্কারে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। এরপর (২) 'আহলেহাদীছের রাজনৈতিক দর্শন (ইমারত ও বায়'আতসহ)' বিষয়ে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (মারকায) (৩) 'কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' বিষয়ে কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), (৪) 'প্রচলিত রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামী খেলাফত অর্জন কি সম্ভব? বিষয়ে কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) বক্তব্য পেশ করেন।

অতঃপর বাদ আছর (৫) সেচ্ছাসেবামূলক কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (আল-'আওনের ভূমিকাসহ) বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শরীফুল ইসলাম (সিরাজগঞ্জ), (৬) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর প্রচার ও প্রসারে প্রবাসী সংগঠন সমূহের ভূমিকা বিষয়ে সঊদী আরব শাখার সভাপতি শায়খ মুশফিকুর রহমান, (৭) 'শিশু-কিশোরদের মাঝে সঠিক আক্বীদা সৃষ্টিতে 'সোনামণি সংগঠন' বিষয়ে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম, (৮) 'সমাজ সংস্কারে পেশাজীবী ফোরাম কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে' বিষয়ে আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের সভাপতি ডা. শওকত হাসান, (৯) 'গঠনতন্ত্রের আলোকে দায়িত্বশীলদের গুণাবলী' বিষয়ে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা বক্তব্য রাখেন।

অতঃপর যেলা সংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিতে যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্য হ'তে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন (১০) রংপুর-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা লাল মিয়া, (১১) কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলার কর্মী রাজীবুল ইসলাম, (১২) নারায়ণগঞ্জ যেলার সহ-সভাপতি এম.এ. কেরামত আলী, (১৩) নীলফামারী-পূর্ব যেলার সহ-সভাপতি ডা. সাঈদুর রহমান, (১৪) ঢাকা-উত্তর যেলার কর্মী হাবীবুল্লাহ, (১৫) বাগেরহাট যেলার সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) মাওলানা আব্বাসুদ্দীন ইলিয়াস ও (১৬) পাবনা যেলার প্রচার সম্পাদক আফতাবুদ্দীন প্রমুখ।

বাদ মাগরিব (১৭) 'ইসলামী খেলাফত অর্জনে নববী পদ্ধতি : তাযকিয়া ও তারবিয়া' বিষয়ে কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (মারকায), (১৮) 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে 'যুবসংঘে'র ভূমিকা বিষয়ে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (১৯) 'গণতন্ত্র বনাম ইসলামী খেলাফত' বিষয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (মারকায), বাদ এশা (২০) 'আমানতদারিতা সাংগঠনিক মযবূতির অপরিহার্য শর্ত' বিষয়ে ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ বক্তব্য রাখেন।

২য় দিন শুক্রবার বাদ ফজর মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ মসজিদে 'ইস্তিক্বামাত বা আদর্শিক দৃঢ়তা' বিষয়ে দরস পেশ করেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), একই সময়ে পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে নেতৃত্বের মূল্যায়ন বিষয়ে দরস পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা।

দরস শেষে সামান্য বিরতির পর মূল প্যাণ্ডেলে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য শুরু হয়। (১) পারিবারিক তা'লীম : গুরুত্ব ও পদ্ধতি (মহিলা সংস্থার গুরুত্বসহ) বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), (২) ইক্বামতে দ্বীন : ভ্রান্তি নিরসন বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), (৩) 'সাংগঠনিক জীবনে ইখলাছের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), (৪) 'ইনফাক্ব ফী সাবীলিল্লাহ (সংগঠনের বিভিন্ন খাতসহ)' বিষয়ে জামালপুর-দক্ষিণ যেলার সাধারণ সম্পাদক কামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী বক্তব্য রাখেন।

নাশতার বিরতির পর (৫) 'ইসলামী খেলাফত অর্জনে জাতীয় ঐক্যের রূপরেখা ও প্রস্তাবনা' বিষয়ে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস-প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, (৬) 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন বনাম ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন' বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (মারকায) বক্তব্য রাখেন। (৮) অতঃপর বিগত ২০২৪-২৫ সেশনের বার্ষিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। এরপর কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে প্রস্তাবনা পেশ করেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন। তারপর ২০২৫-২৭ সেশনের যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। তিনি আল-'আওন ২০২৫-২৭ ও আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের ২০২৫-২৮ সেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির নামও ঘোষণা করেন। যোহরের ছালাতের পর আমীরে জামা'আত তাদেরসহ উপস্থিত সকলের আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও উপদেষ্টা সম্মেলন : সম্মেলনের ২য় দিন শনিবার সকাল ৯-টা থেকে ১১-টা পর্যন্ত মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদের নীচ তলায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সভাপতিত্বে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও উপদেষ্টা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উদ্বোধনী বক্তব্যের পর সভাপতির নির্দেশক্রমে ২০২৪-২০২৫ সেশনে কেন্দ্রের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের অডিটকৃত হিসাব পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া)। এরপর সংগঠনের ২০২৫-২৬ সেশনের কেন্দ্রীয় বাজেট ও পরিকল্পনা অবহিত করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অতঃপর সংগঠনের অগ্রগতি সম্পর্কে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-সদর যেলার উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ সহ অন্যান্যগণ। সবশেষে কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে হেদায়াতী ভাষণ প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

প্রস্তাবনাসমূহ :

(১) জুলাই'২৪-এর অভ্যুত্থান পরবর্তী নতুন বাংলাদেশকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পুনর্গঠন করতে হবে। (২) বৃটিশদের চালুকৃত বিচারব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে এবং বিচারের নামে অবিচার, দীর্ঘসূত্রিতা, আইনের অপব্যবহার ও পক্ষপাতিত্ব থেকে আদালত ও বিচারব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে অবিলম্বে শারঈ বিচারব্যবস্থা চালু করতে হবে। (৩) প্রাথমিক হ'তে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। (৪) শিক্ষার সকল স্তরে প্রচলিত সহশিক্ষা বাতিল করে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। (৫) সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা বাতিল করে ন্যায় ও ইনছাফভিত্তিক ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে। (৬) অফিস-আদালত থেকে ঘুষ ও দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বিজ্ঞ আলেমদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে। (৭) যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে যাবতীয় অশ্লীল কনটেন্ট দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। (৮) শহর ও গ্রামের সর্বত্র মদ, জুয়া এবং লটারী প্রভৃতি সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৯) ইসলামের নামে প্রচলিত বিভ্রান্ত দলসমূহ যেমন আহলে কুরআন, কাদিয়ানী, হিজবুত তাওহীদ, হিজবুত তাহরীর, দেওয়ানবাগী প্রভৃতি ফের্কার প্রতিরোধে সরকারীভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (১০) এই সম্মেলন সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইস্রাঈলের পাশবিক আগ্রাসনের তীব্র ঘৃণা ও নিন্দা জানাচ্ছে এবং অসহায় ফিলিস্তিনী মুসলমানদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে। সেই সাথে বাংলাদেশ সরকারকে সকল আন্তর্জাতিক ফোরামে ইস্রাঈলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছে।

সম্মেলনের অন্যান্য রিপোর্ট : দু'দিন ব্যাপী কর্মী সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (মারকায), ক্বারী আব্দুল আওয়াল (মারকায), হাফেয ওবায়দুল্লাহ (মারকায), হাফেয মুখলেছুর রহমান (বগুড়া)। জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় পরিচালক রাক্বীবুল ইসলাম (মেহেরপুর), সদস্য মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), কেরামত আলী (পাবনা), যিল্লুর রহমান ও আবু বকর (রাজশাহী), তানভীরুয্যামান (মেহেরপুর) ও হাফেয আব্দুল্লাহ আল-ফাহীম (কুষ্টিয়া) প্রমুখ।

সম্মেলনের ৭টি অধিবেশনের পরিচালক ছিলেন যথাক্রমে (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (২) প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (৩) সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (৪) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

সম্মেলনের ৭টি অধিবেশনের উপস্থাপক ছিলেন যথাক্রমে (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, (২) গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (৩) দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (৪) মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান, (৫) ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়াদূদ এবং (৬) মাওলানা জামীলুর রহমান (কুমিল্লা)।

উল্লেখ্য, সম্মেলনে ৬৬টি সাংগঠনিক যেলার ১৪১৮ জন বাছাইকৃত কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মজলিসে আমেলা ও শূরা পুনর্গঠন

২০২৫-২০২৭ সেশনের 'মজলিসে আমেলা' সদস্যগণের তালিকা

ক্র.	দায়িত্ব	নাম	যেলা
১	সাধারণ সম্পাদক	অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম	মেহেরপুর
২	সাংগঠনিক সম্পাদক	অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম	যশোর
৩	অর্থ সম্পাদক	মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম	কুষ্টিয়া
৪	প্রচার সম্পাদক	ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন	মারকায
৫	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন	সাতক্ষীরা
৬	গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক	ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম	মারকায
৭	প্রকাশনা সম্পাদক	অধ্যাপক আব্দুল লতীফ	রাজশাহী
৮	শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক	ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব	মারকায

৯	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	অধ্যাপক মুহাম্মাদ দুররুল হুদা	রাজশাহী
১০	যুববিষয়ক সম্পাদক	মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার	কুষ্টিয়া
১১	দফতর সম্পাদক	ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম	মারকায

২০২৫-২০২৭ সেশনের 'মজলিসে শূরা' সদস্যগণের তালিকা

ক্রম.	নাম	যেলা
০১	অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম	মেহেরপুর
০২	অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ	রাজশাহী
০৩	অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম	যশোর
০৪	মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম	কুষ্টিয়া
০৫	ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন	মারকায
০৬	ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম	মারকায
০৭	অধ্যাপক মুহাম্মাদ দুররুল হুদা	রাজশাহী
০৮	মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন	সাতক্ষীরা
০৯	মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার	কুষ্টিয়া
১০	ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব	মারকায
১১	ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম	মারকায
১২	মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ	কুমিল্লা
১৩	অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ	রাজশাহী
১৪	অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন	নরসিংদী
১৫	অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আলী	নাটোর
১৬	অধ্যাপক মুহাম্মাদ বযলুর রহমান	জামালপুর
১৭	ক্বাযী মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ	ঢাকা
১৮	মাওলানা মুহাম্মাদ দুররুল হুদা	রাজশাহী
১৯	মুহাম্মাদ ছহীমুদ্দীন	বগুড়া
২০	মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার	নওগাঁ
২১	অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম	সাতক্ষীরা
২২	মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম	খুলনা
২৩	মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান	মেহেরপুর
২৪	হাকীম মুস্তাফীযুর রহমান	নীলফামারী
২৫	হাফেয মুহাম্মাদ শেখ সাদী	চট্টগ্রাম

আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ (২০২৫-২০২৮ খৃ.)

দায়িত্ব	নাম	যেলা
সভাপতি	ডা. শওকত হাসান	রাজশাহী
সহ-সভাপতি	ইঞ্জিনিয়ার ড. আলী নাঈম	নাটোর
	ইঞ্জিনিয়ার আহমাদ শাফী	কুষ্টিয়া
সাধারণ সম্পাদক	ডা. ছাবিত বিন হান্নান	কুষ্টিয়া
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	ডা. যোবায়ের ইসলাম	চাঁপাই নবাবগঞ্জ
	ইঞ্জিনিয়ার মাহিবুল হোসাইন	কুমিল্লা
সাংগঠনিক সম্পাদক	ইঞ্জিনিয়ার তারিক আহমাদ	নাটোর
অর্থ-সম্পাদক	শরীফুল আলম	রাজশাহী
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	হাফীযুর রহমান	বগুড়া
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক	হোসাইন মাহমূদ	সাতক্ষীরা
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	ডা. নাজমুছ ছাকিব	সাতক্ষীরা
পাঠাগার ও প্রকাশনা সম্পাদক	আব্দুল ওয়াহহাব	জয়পুরহাট
দফতর সম্পাদক	রাজু আহমাদ	রাজশাহী

আল-আওন

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ (২০২৫-২৭ খৃ.)

দায়িত্ব	নাম	যেলা
সভাপতি	ডা. আব্দুল মতীন	ঢাকা
সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ আবূ দাঊদ	রাজশাহী
সাধারণ সম্পাদক	আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির	রাজশাহী
সাংগঠনিক সম্পাদক	মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম	সিরাজগঞ্জ
অর্থ সম্পাদক	মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ নাবীল	সাতক্ষীরা
প্রচার সম্পাদক	রাসেল মিয়া	নারায়ণগঞ্জ
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান	নওগাঁ
দফতর সম্পাদক	মুহাম্মাদ আহসান হাবীব	ঝিনাইদহ

মাসিক ইজতেমা

১৫ই আগস্ট শুক্রবার, উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহ মখদুম থানাধীন উত্তর নওদাপাড়া আত-তাহরীক চত্বর আহলেহাদীছ মসজিদে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-সদর পশ্চিম সাংগঠনিক উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা শামসুল হুদা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আফসার আলী প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ গত ২৪শে জুন হ'তে ২রা জুলাই পর্যন্ত পাবনা যেলার সদর থানাধীন বলরামপুর, ব্রজনাথপুর, মাদারবাড়িয়া পূর্বপাড়া, খয়েরসুতী, কুলুনিয়া, দোগাছী, চরগফূরিয়াবাদ কাবুলিপাড়া, চরপ্রতাপপুর, চাঁদমারী, আটোয়া দক্ষিণপাড়া, দক্ষিণ কুঠিপাড়া; ঈশ্বরদী থানাধীন দিয়াড়শাহাপুর; সুজানগর থানাধীন ভবানীপুর নতুনপাড়া, চিনাখড়া; সাথিয়া থানাধীন ভাটুমিয়াপুর, কাশিনাথপুর; বেড়া থানাধীন বেড়াশাহাপাড়া; কুষ্টিয়া যেলার কুমারখালী থানাধীন চরশ্রীকোল পশ্চিমপাড়ায় তাবলীগী সফর করেন।

১৫ই জুলাই হ'তে ২১শে জুলাই পর্যন্ত তিনি নড়াইল যেলার সদর থানাধীন শেখহাটী, পাইকমারী; কালিয়া থানাধীন বিল ব্যাওচ, পানিপাড়া; যশোর যেলার সদর থানাধীন ষষ্টিতলা; মণিরামপুর থানাধীন ইত্যা, চণ্ডিপুর, হরিহর নগর; কেশবপুর থানাধীন নতুন মূলগ্রাম, মির্যানগর, জাহানপুর; ঝিকরগাছা থানাধীন দিগদানা, ফতেহপুর, পুরন্দরপুর; শারশা থানাধীন লক্ষণপুর, টেংরাহাট এলাকায়ও তাবলীগী সফর করেন।

৭ই আগস্ট হ'তে ১৩ই আগস্ট পর্যন্ত তিনি কুড়িগ্রাম যেলার ফুলবাড়ী থানাধীন পূর্ব কাশিপুর, কুটিনাওডাঙ্গা, ডাঙ্গিরপাড়; নাগেশ্বরী থানাধীন মধুরহাইল্যা; উলিপুর থানাধীন মাস্টারপাড়া, নীরববাজার; লালমণিরহাট যেলার সদর থানাধীন সেলীমনগর; রংপুর যেলার কাউনিয়া থানাধীন চরবিদ্যানন্দ; পীরগাছা থানাধীন পীরগাছা, আমডাড়া; গাইবান্ধা যেলার সাঘাটা থানাধীন শিমুলাবাড়ী; গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন কোচা শহর, গোবিন্দগঞ্জ, জান্নাতপুর এলাকায় তাবলীগী সফর করেন।

তিনি ১৯শে আগস্ট হ'তে ২৩ই আগস্ট পর্যন্ত শরীয়তপুর যেলার ডামুড্যা থানাধীন চরমালগাঁও, মাদারীপুর যেলা সদর, শিবচর থানাধীন সন্যাসীর চর, ফরিদপুর যেলার সদর, সদরপুর থানাধীন সাড়ে সাত রশি, রাজবাড়ী যেলার সদর থানাধীন সূর্যনগর, পাংশা থানাধীন বাহাদুরপুর, চর ঝিকড়ী, রঘুনাথপুর, মৈশালা, সত্যজিতপুর, নটাভাঙ্গা ও বাঁশগ্রাম এলাকায় তাবলীগী সফর করেন।

মারকায সংবাদ

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্সপ্রাপ্ত ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

৩১শে আগস্ট রবিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বাদ আছর মারকাযী জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে মারকায থেকে ২০২৫ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য মনোনীত ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকতে না পারায় তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং মারকায পরিচালনা কমিটির পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সেক্রেটারী মাওলানা দুররুল হুদা, মুশরিফ ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও শিক্ষক আকরাম হোসাইন। অনুষ্ঠানে প্রত্যেক ছাত্র তার অনুভূতি প্রকাশ করে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন মারকাযের শিক্ষক ফায়ছাল মাহমূদ।

উল্লেখ্য, এ বছর মারকায থেকে ৪ জন শিক্ষার্থী মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য মনোনীত হয়েছে। তারা হ'ল, ১. কাওছার আহমাদ (সাবেক ছাত্র, মারকায), ২. আব্দুর রায্যাক (ছাত্র, তাখাছছুছ বিভাগ, মারকায), ৩. আশিকুয্যামান সোহাগ (সাবেক ছাত্র, মারকায), ৪. তারেক (ছাত্র, কুল্লিয়া ১ম বর্ষ, মারকায)। বাদ মাগরিব মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপালের নেতৃত্বে ছাত্ররা আমীরে জামা'আতের অফিসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে দো'আ ... ম দ্বীন হওয়ার জন্য উপদেশ দেন।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

ল্যাংগুয়েজ ফোরাম উদ্বোধন

১০ই বুধবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বাদ আছর মারকাযী জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে আরবী ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য 'মারকায ল্যাংগুয়েজ ফোরাম' উদ্বোধন করা হয়। মারকাযের ভাইস-প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং মারকায নির্বাহী পরিচালনা কমিটির পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মারকায নির্বাহী পরিচালনা কমিটির উপ-পরিচালক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন মারকাযের মুশরিফ ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

দাখিল পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ

দাখিল পরীক্ষায় মারকাযের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি লাভ : বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২৫ সালে দাখিল পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ৫ জন 'ট্যালেন্টপুলে' এবং ৪ জন 'সাধারণ গ্রেড' সহ মোট ৯ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি লাভ করেছে।

ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভকারী বালক শাখার মুহাম্মাদ মুছাদ্দেক হোসাইন (দিনাজপুর)। বালিকা শাখা থেকে মুসাম্মাৎ মা'রূফা খাতুন (রাজশাহী), সানজিদা ইসলাম (রাজশাহী), মুসাম্মাৎ জান্নাতুল মাওয়া (দিনাজপুর) ও রুমানা জান্নাত (মেহেরপুর)।

সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভকারীর হচ্ছে মাহী মাহদী (রাজশাহী), আতীকুর রহমান যাকারিয়া (নওগাঁ), আব্দুল হাদী (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) ও মুহাম্মাদ সাইমুম ইসলাম সালমান (রাজশাহী)।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা
(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

সোনামণি প্রতিভা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'**-এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

মাসিক আত-তাহরীক অক্টোবর ২০২৫ ২৯তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১) : জামা'আতে ছালাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য কি আযান শ্রবণ করা শর্ত? কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, জামা'আত ঐ ব্যক্তির উপরে ওয়াজিব, যে মসজিদ থেকে এমন দূরত্বে অবস্থান করে যেখান থেকে খালি মুখের আযান শুনা যায়।

-আব্দুল বাছীর, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : জামা'আতে ছালাত আদায়ের জন্য যে যত কষ্ট করবে সে তত অধিক ছওয়াব পাবে। যারা মসজিদ থেকে এমন দূরত্বে অবস্থান করে যদি মাইক ছাড়া আযান দেওয়া হয় তবুও শোনা যায়। তাহ'লে তার উপর মসজিদে এসে জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে আযান শুনল কিন্তু মসজিদে গেল না, তার ছালাত গ্রহণযোগ্য নয় যদি না কোন (শারঈ) ওযর থাকে' *(ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; মিশকাত হা/১০৭৭)*। যদি তারা কষ্ট স্বীকার করে, দূর হওয়া সত্ত্বেও মসজিদে গিয়ে জামা'আতে অংশগ্রহণ করে, তবে সেটি তাদের জন্য অধিক ছওয়াবের কারণ হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাতে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ছওয়াব তার, যে দূর থেকে হেঁটে মসজিদে আসে, এরপর যে তার চেয়েও দূর থেকে আসে' *(বুখারী হা/৬৫১)*।

শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, যার পক্ষে মসজিদে যাওয়া সম্ভব এবং যে আযানের শব্দ শুনতে পায়, তার জন্য মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। এ কারণেই একজন অন্ধ মুওয়ায্যিন ইবনে উম্মে মাখতূম নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি একজন অন্ধ ব্যক্তি, আমার জন্য এমন কোন পথপ্রদর্শক নেই যে আমাকে মসজিদে নিয়ে যাবে'। সে নবী করীম (ছাঃ) থেকে রুখছত (অর্থাৎ ছাড়) চেয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে রুখছত দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন সে ফিরে যাচ্ছিল, তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন, 'তুমি কি আযানের শব্দ শুনতে পাও'? সে উত্তর দিল, জি, শুনি। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তাহ'লে ডাকে সাড়া দাও' *(মুসলিম হা/৬৫৩; আবুদাঊদ হা/৫৫২)*। এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, অন্ধ ব্যক্তির উপরেও জামা'আতে ছালাত ওয়াজিব। কেবল অন্ধত্ব কোন ওযর নয়। শুধু জামা'আত হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং মসজিদে জামা'আত হওয়া যরূরী। মূল বিষয় হ'ল (খালি মুখে) আযান শ্রবণ করা *(শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ৫/৭৩)*।

প্রশ্ন (২/২) : আমরা অনেক সময় দাওয়াতী সফরে বিভিন্ন মাদ্রাসায় যাই। মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে নিয়মিত জামা'আতের সাথে ছালাত হয়। এক্ষণে আমি মুসাফির হিসাবে জামা'আতে অংশগ্রহণ না করে একাকী বা আমার সাথে থাকা লোকদের নিয়ে জামা'আতে ছালাত ক্বছর এবং তাকদীম-তা'খীর করতে পারব কি?

-আব্দুল লতীফ হাওলাদার, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : বিশুদ্ধ মতে মুসাফিরের জন্যও জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং কোন মাদ্রাসায় অবস্থান করে জামা'আত ত্যাগ করে ক্বছর ও ছালাত জমা তাক্বদীম-তা'খীর করার সুযোগ নেই। শায়েখ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির জন্য একা ছালাত আদায় করা বৈধ নয় সে মুসাফির হৌক বা মুক্বীম হৌক। যদি সে এমন স্থানে অবস্থান করে যেখানে জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। বরং তার কর্তব্য হ'ল লোকদের সাথে মিলিত হয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা এবং তাদের সাথে পূর্ণরূপে ছালাত সম্পন্ন করা *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩০৭)*। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আযান শুনে, অথচ তাতে সাড়া দিল না, তার কোন ছালাত নেই তবে ওযর থাকলে ভিন্ন কথা' *(ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; মিশকাত হা/১০৭৭, সনদ ছহীহ)*। ওছায়মীন বলেন, 'মুসাফিরের উপর থেকেও জামা'আতে ছালাতের ফরয (বা ওয়াজিব) আদায় করার বিধান রহিত হয় না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধ অবস্থায়ও জামা'আতের নির্দেশ দিয়েছেন *(নিসা ৪/১০২)*।

সূরা নিসার ১০২ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যুদ্ধকালেও জামা'আতে ছালাত আদায় করা হয়েছে এবং তা নির্দেশিত হয়েছে। এ কারণে যদি কোন মুসাফির এমন কোন শহরে অবস্থান করে যা তার নিজ শহর নয়, তবে তার উপর মসজিদে জামা'আতে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব হবে যদি সে আযান শুনতে পায়। অবশ্য ব্যতিক্রম হ'ল যদি সে মসজিদ থেকে দূরে থাকে, অথবা যদি সে আশঙ্কা করে যে, তার সফরসঙ্গীরা চলে যাবে বা সে তাদের হারিয়ে ফেলবে। কারণ আযান বা ইক্বামত শুনলে জামা'আতে অংশগ্রহণের ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দলীলসমূহ সাধারণভাবে প্রযোজ্য' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/২৫২)*। তিনি আরো বলেন, 'এখানে কোন নির্দিষ্ট দলীল নেই যে মুসাফিরকে জামা'আতের ওয়াজিব আদায় থেকে ছাড় দেওয়া যায়। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম হ'ল যদি মসজিদে যাওয়ার কারণে তার সফরে কোন গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা বা প্রয়োজন বিনষ্ট হয় *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/৪২২)*।

প্রশ্ন (৩/৩) : ছেলে-মেয়ে বিবাহের পর ছেলের মাতা এবং মেয়ের পিতা মারা যাওয়ায় পিতা ও শাশুড়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এটা জায়েয হয়েছে কি?

-আব্দুল্লাহ, নাটোর।

উত্তর : উক্ত বিবাহ জায়েয হয়েছে। কারণ তারা পরস্পরে মাহরাম নয়। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এদের ব্যতীত তোমাদের জন্য সকল নারী হালাল করা হয়েছে এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে মালের বিনিময়ে কামনা করবে বিবাহের উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নয়' *(নিসা ৪/২৪)*।

প্রশ্ন (৪/৪) : নারীদের জন্য ইসলামী জ্ঞানমূলক, শিক্ষামূলক, নারীদের স্বাস্থ্যসহায়ক ভিডিও বানিয়ে ইউটিউবে প্রচার করে উপার্জন করা জায়েয হবে কি?

www.at-tahreek.com

-লুবাবা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : বর্তমান ফেৎনার যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উন্মুক্ত অঙ্গনে নারীদের সরব বিচরণ গ্রহণযোগ্য নয় এবং নারীদের পর্দার বিধানের শারঈ উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। তবে শারঈ সীমারেখা মেনে নিজেকে অন্তরালে রেখে শিক্ষামূলক বা স্বাস্থ্য বিষয়ক কন্টেন্ট তৈরি করতে পারে। আর ইউটিউবের আয় থেকে সতর্ক থাকতে হবে, কেননা এতে সাধারণত হারাম মিশ্রিত হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হারাম বিজ্ঞাপন বা অশ্লীলতা প্রচার করা হয় *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৪/৯০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/২০২)*।

প্রশ্ন (৫/৫) : শেষ রাতে শয্যাত্যাগ করে আমার তাহাজ্জুদ ও পড়ার ইচ্ছা হয়, আবার দ্বীনী ইলম অর্জনেরও আগ্রহ হয়। আমার জন্য কোনটা অধিক উত্তম হবে?

-সিরাজুল ইসলাম, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : দ্বীনী জ্ঞানার্জন ও তাহাজ্জুদের ছালাত উভয়টিই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তবে ক্ষেত্র বিশেষে জ্ঞানার্জন করাই অধিক ফযীলতপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল বনু ইস্রাঈলের দুই ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের একজন ছিলেন আলেম, যিনি ফরয ছালাত আদায় করার পর বসে মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। অন্যজন ছিলেন আবেদ, যিনি দিনের বেলা ছিয়াম রাখতেন এবং রাতভর ছালাত আদায় করতেন। এ দু'জনের মধ্যে কে উত্তম? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'এই আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব (যে ফরয ছালাত আদায় করে তারপর বসে মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয়) ঐ আবেদ-এর উপর (যে ছিয়াম রাখে ও রাতভর ইবাদত করে) ঠিক তেমন যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের মধ্যে সর্বনিম্নের উপর' *(দারেমী হা/৩৪০; মিশকাত হা/২৫০)*। তবে ইলম অর্জনের পাশাপাশি রাতের ছালাতও আদায় করার চেষ্টা করবে। কারণ এতে অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন- (১) এটি গুনাহকে ঝরিয়ে ফেলে, যেমন প্রবল বাতাস শুকনো পাতা গাছ থেকে ঝরিয়ে ফেলে। (২) এটি অন্তরকে আলোকিত করে। (৩) এটি আলস্য দূর করে এবং দেহকে সতেজ ও কর্মক্ষম করে। (৪) এটি দেহকে সুস্থ রাখে। (৫) রাতের ক্বিয়ামের স্থান ফেরেশতারা আসমান থেকে দেখতে পান, যেমন আমরা আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পাই *(ইবনুল হাজ্জ মাক্কী, আল-মাদখাল ২/১৩৭)*।

প্রশ্ন (৬/৬) : রাসূল (ছাঃ) বিশ্ববাসীর জন্য উত্তম আদর্শ হ'লেও বিবাহের ক্ষেত্রে তিনি ১১টি স্ত্রী গ্রহণ করেছেন এবং কুরআনের মাধ্যমে উম্মতের জন্য সর্বোচ্চ ৪টি স্ত্রী গ্রহণ করার নির্দেশনা দিয়েছেন। এর কারণ কী?

-মাহমুদুল ইসলাম, রংপুর।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর প্রথমা স্ত্রীর খাদীজাকে নিয়ে দীর্ঘ ২৫ বছর ঘর-সংসার করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সামাজিক ও দাওয়াত প্রসারের স্বার্থে আল্লাহ্‌র হুকুমে পর্যায়ক্রমে ১১ জন স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এটি তাঁর জন্য খাছ বিধান ছিল। উম্মতের জন্য ৪টি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ *(নিসা ৩)*। অতঃপর এত সংখ্যক বিবাহের কারণ সমূহ নিম্নরূপ : (১) বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করা ও শত্রুতা দূর করা। (২) বিধবাদের আশ্রয় দেওয়া। (৩) স্ত্রীদের শিক্ষিকা হিসাবে তৈরী করা। (৪) কিছু বিবাহ সরাসরি আল্লাহ্‌র নির্দেশে হয়েছে; যেমন যায়নব বিনতে জাহশ (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ, যা দত্তকপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করার পূর্বতন কুসংস্কার দূর করার জন্য ছিল *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৯/১৭১-১৭৩; বিস্তারিত দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৭৮১)*।

প্রশ্ন (৭/৭) : আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ প্রত্যেকটি বাক্য ১০০ বার করে পাঠ করার কোন ফযীলত আছে কি?

আ'রাফ, তংকাশিব পুর, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত কালেমাগুলো এক সাথে একশবার করে পাঠের কোন ফযীলত বর্ণিত হয়নি। তবে পৃথক পৃথকভাবে পড়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' বলবে, তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনার মত হয়' *(বুখারী হা/৬৪০৫; মুসলিম হা/২৬৯১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় কথা চারটি— সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার' *(মুসলিম হা/২১৩৭)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি দিনে একশ' বার বলবে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল-মুলকু, ওয়া লাহুল-হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর'* (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, সমস্ত রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান) তাহ'লে তার জন্য থাকবে দশজন দাস মুক্ত করার সমান ছওয়াব, তার নামে একশ' নেকী লেখা হবে, একশ' গুনাহ মুছে দেওয়া হবে, সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকবে। আর কেউ এর চেয়ে উত্তম কিছু আনতে পারবে না, শুধু সেই ব্যক্তি ছাড়া যে এর চেয়ে বেশী আমল করেছে' *(বুখারী হা/৩২৯৩; মুসলিম হা/২৬৯১; মিশকাত হা/২৩০২)*।

প্রশ্ন (৮/৮) : আমাদের ১৫ বছরের সংসার। সন্তান হয় না। ব্যয়বহুল চিকিৎসার পর ডাক্তার আমার স্ত্রীকে টিউবের মাধ্যমে অন্য পুরুষের সিমেন পুশ করেছে। আমার স্ত্রী এখন সন্তান সম্ভবা। প্রশ্ন হ'ল এই চিকিৎসা কি শরী'আত সম্মত হয়েছে? উক্ত সন্তান কি জারজ হিসাবে সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত হবে? এই সন্তান কি আমাকে পিতা ডাকতে পারবে? এই সন্তানের বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা জানতে চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
শিমুলিয়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ পুশ করা ইসলামী শরী'আতে হারাম। এর মাধ্যমে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সেই সন্তান জারজ হিসাবে গণ্য হবে। ফলে সে কথিত পিতার সম্পত্তিতে ওয়ারিছ হবে না এবং তাকে পিতা হিসাবে ডাকতে পারবে না। কারণ অন্যের পিতাকে পিতা বলে ডাকা হারাম *(বুখারী হা/৩৫০৮)*। এ সন্তান মায়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হবে। সমকালীন ফৎওয়া গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে, 'যদি কৃত্রিম

প্রজনন প্রক্রিয়ায় স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন উপাদান মিশ্রিত হয় যেমন ডিম্বাণু অন্য কোন মহিলার হয় অথবা গর্ভধারক (হোস্ট/সারোগেট মা) স্বামী-স্ত্রীর বাইরে অন্য কেউ হয়, কিংবা বীর্য স্বামী ছাড়া অন্য কারও হয় তাহ'লে এ ধরনের কৃত্রিম প্রজনন হারাম। কারণ এটি যেনার অন্তর্ভুক্ত। কেননা একজন নারীর গর্ভে কোন পরপুরুষের বীর্য প্রবেশ করানো শারঈ বিচারে সরাসরি সহবাসেরই সমতুল্য' *(মাজাল্লাতুদ দাওয়াহ, সংখ্যা ১৭৯৬, পৃ. ২০)*। শায়েখ বিন বায, শায়েখ ওছায়মীন, ইবনু জিবরীনসহ সমকালীন অন্যান্য সকল বিদ্বান এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ২১/৪৩২-৪৩৩; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/২৫-২৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/১৪১-১৪২)*।

প্রশ্ন (৯/৯) : আমার কোমরের ডিস্কে সমস্যা রয়েছে। ফলে বিশেষত রুকূ করলে ব্যথা বেড়ে যায়। তাই আমি শুরুতে দাঁড়িয়ে ছালাত শুরু করে কেবল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চেয়ারে বসতে চাই। এটা জায়েয হবে কি?

-সুজন শেখ, ভারত।

উত্তর : এভাবে ছালাত আদায় জায়েয। যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয়, তবে দাঁড়িয়ে ছালাত পড়বে। যদি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোতে কষ্ট হয় তবে যতটুকু দাঁড়ানো সম্ভব ততটুকু দাঁড়িয়ে, পরে বসে ছালাত আদায় করবে। যদি একেবারেই দাঁড়াতে না পারে তবে বসে পুরো ছালাত আদায় করবে। যদি বসতেও না পারে তাহ'লে শুয়ে ইশারা (ইশারার মাধ্যমে রুকূ-সিজদা) করে ছালাত আদায় করবে। রুকূ করার সময় মাথা সামান্য নিচু করবে এবং সিজদার সময় রুকূর চেয়ে অধিক নিচু করবে *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/৪৪১)*। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে ছালাত পড়, যদি তা না পার তবে বসে পড়, আর যদি তাও না পার তবে পাশে ঠেস দিয়ে বা শুয়ে আদায় কর' *(বুখারী হা/১১১৬-১৭)*।

প্রশ্ন (১০/১০) : সুন্নাত ছালাত শেষে ফরয ছালাতান্তে পঠিতব্য দো'আসমূহ পুনরায় পাঠ করায় শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ভারত।

উত্তর : হাদীছে আস্তাগফিরুল্লাহ তিন বার পাঠ করার বিষয়টি আমভাবে বর্ণিত হয়েছে। যা ফরয ও নফল উভয় ছালাত শেষে পাঠ করা যায়। বাকী যিকির ও দো'আসমূহ কেবল ফরয ছালাত শেষে পাঠের বিষয়টি স্পষ্টভাবে এসেছে। আলবানী (রহঃ) বলেন, মু'আক্বিবাত অর্থ হ'ল এমন যিকির, যা ছালাতের পর বলা হয়। আর মু'আক্বিব বলা হয় সেই জিনিসকে, যা তার পূর্ববর্তী কিছুর পরপরই আসে। হাদীছে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, এ যিকির ফরয ছালাতের পরপরই পড়তে হয়...। আর যারা বলেছেন যে, এ যিকির ফরযের পরের সুন্নাত শেষে পড়তে হবে, এর কোন দলীল নেই *(ছহীহাহ হা/১০২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। শায়েখ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন, 'মাসনূন তাসবীহসমূহ সবই ফরয ছালাতের পর নির্ধারিত। ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ) থেকে তা শুনেছেন এবং শিখেছেন। কিন্তু নফল ছালাতের পর শুধুমাত্র ইস্তিগফার আছে। অর্থাৎ নফল ছালাত শেষে সালাম ফিরিয়ে 'আস্তাগফিরুল্লাহ' তিনবার ও *আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম* বলবে। কিন্তু অন্যান্য যিকিরগুলো সবই ফরয ছালাতের পর এসেছে' *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/১১৩)*।

প্রশ্ন (১১/১১): আমি একটি মেয়েকে বিবাহ করতে চাই। কিন্তু মেয়ের পিতা রাযী হচ্ছে না। এমতাবস্থায় গ্রামের চেয়ারম্যান, মেম্বর অথবা অন্য কোন অভিভাবক মেয়ের ওলী হয়ে বিবাহ দিতে পারবেন কি?

-ছাব্বির হোসাইন, গাইবান্ধা।

উত্তর : শারঈ কারণে পিতা উক্ত বিবাহ প্রত্যাখ্যান করে থাকলে পিতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কারণ পিতা তথা বৈধ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন মেয়ের বিবাহ জায়েয নয় *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩০)*। তবে দুনিয়াবী কারণে বা মানসিক কারণে পিতা বিবাহ প্রত্যাখ্যান করে থাকলে পরবর্তী অভিভাবক তথা দাদা, চাচা বা প্রাপ্ত বয়স্ক ভাই ওলী হয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। অনুরূপভাবে এদের অবর্তমানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তথা মেম্বার, চেয়ারম্যান বা এমপি ওলী হয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন *(বাদায়েউছ ছানায়ে' ৫/১৫৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৮/১৪৭; ওছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ৭৬/৩৩)*।

প্রশ্ন (১২/১২): ফজরের ছালাতে ঘুম থেকে দেরী করে ওঠার কারণে ছালাত শুরুর সময় দেখি নিষিদ্ধ সময় শুরু হয়েছে। এসময় কি অপেক্ষা করতে হবে, নাকি ছালাত শুরু করতে হবে?

-আ'রাফ, শিবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : নিষিদ্ধ সময়ে কেবল নফল ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/১৭০; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৮০)*। এছাড়া ক্বাযা ছালাত, তাহিইয়াতুল মাসজিদ দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যদি ছালাতের সময় ঘুমিয়ে যায় বা ভুলে যায়, তবে যখনই তা মনে পড়ে, তখনই সে তা আদায় করবে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'আমার স্মরণের জন্য তোমরা ছালাত কায়েম করো' *(ত্বোয়াহা ২০/১৪; মুসলিম হা/৬৮৪; মিশকাত হা/৬০৪)*। এজন্য অপেক্ষা না করে সুযোগ হওয়া মাত্রই ক্বাযা ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (১৩/১৩) : কাঁচা পেঁয়াজ খেলে রহমতের ফেরেশতা মুছল্লীর কাছে আসে না। এক্ষণে কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া হারাম কি?

-আতীক পাঠান, হাটাবো, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া হারাম নয়। তবে ছালাতে যাওয়ার পূর্বে বা লোকজনের সাথে অবস্থান করতে হবে এমন সময়ের পূর্বে কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন খাওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। কারণ এতে মানুষ যেমন কষ্ট পায়, তেমনি আল্লাহ্র ফেরেশতারাও কষ্ট পায় *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩৬৫, সনদ ছহীহ)*। জাবের ইবনু সামুরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু আইয়ূব (রাঃ)-এর কাছে অবস্থান করেছিলেন। আবু আইয়ূব (রাঃ) যখনই খাবার খেতেন, তিনি বাকী অংশ নবী করীম

(ছাঃ)-কে পাঠাতেন। একদিন তিনি এমন খাবার পাঠালেন, যাতে থেকে নবী করীম (ছাঃ) কিছুই খেলেন না। তখন আবু আইয়ূব (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, এতে রসুন ছিল। আবু আইয়ূব (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তবে কি রসুন হারাম? তিনি বললেন, 'না, কিন্তু আমি এর গন্ধের কারণে এটি অপসন্দ করি' *(তিরমিযী হা/১৮০৭, সনদ ছহীহ)*। তবে রান্না করা পেঁয়াজ বা রসুন যেকোন সময় খেতে পারে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) জুম'আর খুৎবায় বলেন, হে লোক সকল! তোমরা দু'টি গাছ খাও, আমি এগুলোকে অপবিত্র ছাড়া কিছু মনে করি না। এগুলো হ'ল পেঁয়াজ ও রসুন। আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি মসজিদে কারো মধ্যে এর গন্ধ পেতেন, তিনি তাকে (মসজিদ থেকে) বের করে দিতেন। অতএব তোমাদের কেউ যদি এগুলো খায়, তবে সে যেন রান্না করে এর গন্ধ দূর করে নেয় *(ছহীহ মুসলিম হা/৫৬৭)*।

প্রশ্ন (১৪/১৪) : রোগমুক্তির জন্য যবহ করা বা ছাদাক্বা করা জায়েয হবে কি? আমার পিতা স্ট্রোক করলে মা একটা ছাগল যবহ করে ছাদাক্বা করতে বলেন। এটা সঠিক হবে কি?

-আব্দুল মালেক, মেহেরপুর।

উত্তর : রোগমুক্তির জন্য ছাদাক্বা করা সুন্নাতসম্মত, যা রোগমুক্তির কারণ হ'তে পারে। এই ছাদাক্বা যবহের মাধ্যমে হ'তে পারে, আবার সরাসরি নগদ অর্থ দানের মাধ্যমেও হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো ছাদাক্বার মাধ্যমে' *(ছহীহুত তারগীব হা/৭৪৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৫৮)*। এর ব্যাখ্যায় মুনাভী (রহঃ) বলেন, 'এর অর্থ হ'ল ক্ষুধার্তকে আহার করানো, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির উপকার করা, ভেঙে যাওয়া হৃদয়কে সান্ত্বনা দেওয়া ইত্যাদি' *(ফায়যুল ক্বাদীর ৩/৫১৫)*। তিনি আরো বলেন, 'চিকিৎসা দুই প্রকার—শারীরিক ও আধ্যাত্মিক। নবী করীম (ছাঃ) প্রথমে শারীরিক চিকিৎসার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং পরে আধ্যাত্মিক চিকিৎসার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাই তিনি রোগীদের ছাদাক্বার মাধ্যমে চিকিৎসা করার নির্দেশ দিয়েছেন' *(ফায়যুল ক্বাদীর ৩/৫১৫)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'যতটুকু সম্ভব ছাদাক্বা ও সৎকাজ করা উচিত। কেননা এর মধ্যে রয়েছে বিপদ-আপদ দূর করার, নযর (চোখের দুষ্ট প্রভাব) প্রতিহত করার এবং হিংসুকের অনিষ্ট ঠেকানোর আশ্চর্য প্রভাব। যদি এ বিষয়ে কেবল প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অভিজ্ঞতাগুলো প্রমাণ হিসাবে ধরা হয়, তবুও তা যথেষ্ট। খুব কমই দেখা যায় যে, বদ নযর লাগা, হিংসা ও অনিষ্ট কোন সৎকর্মশীল ও ছাদাক্বাকারী ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আর যদি কখনো তা তাকে স্পর্শ করে, তবে তা ঘটে আল্লাহ্র অনুগ্রহ, সাহায্য ও সহায়তার সাথে এবং পরিণামে তার জন্য থাকে কল্যাণকর ফলাফল' *(বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ, ২/৭৭১)*।

আলী ইবনুল হাসান ইবনু শাকীক (রহঃ) বলেন, 'আমি ইবনুল মুবারক (রহঃ)—কে বলতে শুনেছি। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আবু আব্দুর রহমান! আমার হাঁটুতে সাত বছর ধরে একটি ফোঁড়া হয়েছে। আমি বিভিন্ন চিকিৎসা নিয়েছি, চিকিৎসকদেরও জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু কোন উপকার পাইনি। ইবনুল মুবারক উত্তর দিলেন, 'যাও, এমন কোন স্থান খুঁজে বের কর যেখানে মানুষ পানির প্রয়োজন বোধ করে। সেখানে একটি কূপ খনন কর। আমি আশা করি, আল্লাহ্ সেখানে একটি ঝরনা প্রবাহিত করবেন, আর তোমার রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে'। লোকটি তাই করল, তারপর সত্যিই আরোগ্য লাভ করল *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩১০৯)*।

হাকীম আবু আব্দিল্লাহ (রহঃ)—এর মুখে দীর্ঘদিন ধরে ঘা হয়েছিল। বহু চিকিৎসা করার পরও আরোগ্য হচ্ছিল না। প্রায় এক বছর ধরে তা থেকে গেল। তিনি ইমাম ছাবুনী (রহঃ)—কে অনুরোধ করলেন যেন জুম'আর দিনে তাঁর জন্য দো'আ করেন। তিনি দো'আ করলেন এবং জনতা আমীন বলল। পরের জুম'আর দিনে এক মহিলা একটি চিরকুট পাঠালেন যে, তিনি হাকীম আবু আব্দিল্লাহ্র জন্য রাতভর দো'আ করেছেন এবং স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, 'আবু আব্দিল্লাহকে বলুন যেন মুসলিমদের জন্য পানির ব্যবস্থা করেন'। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ির সামনে পানির সেবার জন্য একটি স্থাপনা নির্মাণ করালেন। সেখানে পানি ঢাললেন, বরফ রাখলেন, মানুষ পান করতে লাগল। এক সপ্তাহও কাটেনি, তাঁর রোগ চলে গেল, মুখ আগের চেয়ে সুন্দর হয়ে গেল এবং তিনি আরও বহু বছর বেঁচে ছিলেন *(আলবানী, ছহীহুত তারগীব হা/৯৬৪)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫): রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী আদম সন্তানের সৌভাগ্য তিনটি আর দুর্ভাগ্যও তিনটি। সৌভাগ্য তিনটি হ'ল, দ্বীনদার স্ত্রী, প্রশস্ত বাসস্থান, আরামদায়ক যানবাহন। আর দুর্ভাগ্য তিনটি অবাধ্য স্ত্রী, সংকীর্ণ বাসস্থান ও সংকীর্ণ যানবাহন। হাদীছটি ছহীহ কি?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(ছহীহুত তারগীব হা/১৯১৪)*। অন্য বর্ণনায় চারটি সৌভাগ্য ও চারটি দুর্ভাগ্যের কথা বলা হয়েছে। চারটি সৌভাগ্য হ'ল (১) সৎ ও নেককার স্ত্রী (২) প্রশস্ত বাসগৃহ (৩) উত্তম প্রতিবেশী (৪) আরামদায়ক যানবাহন। আর চারটি দুর্ভাগ্য হ'ল (১) মন্দ প্রতিবেশী (২) অবাধ্য স্ত্রী (৩) সংকীর্ণ যানবাহন (৪) সংকীর্ণ বাসগৃহ' *(ছহীহুত তারগীব হা/২৫৭৬)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : কুরআনে আল্লাহ্র সৃষ্টি-সৌন্দর্য দর্শনের ব্যাপারে কোন নির্দেশনা এসেছে কি? এক্ষণে এ নির্দেশ পালনে কেউ যদি এভারেস্ট জয় করতে যায় এবং তাতে মারা যায়, তবে সেটা কি আত্মহত্যার শামিল হবে না শহীদী মৃত্যু হিসাবে গণ্য হবে?

-আব্দুর রহমান, শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর : আল্লাহ্র সৃষ্টি নির্দশন দর্শনের ব্যাপারে কুরআন এবং সুন্নাহতে বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন' *(আনকাবূত ২৯/২০)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের আগে যারা ছিল

তাদের পরিণাম কেমন হয়েছিল *(রূম ৩০/৪২)*। তিনি আরো বলেন, 'তারা কি উটের দিকে লক্ষ্য করে না কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আর আসমানের দিকে কিভাবে তা উঁচু করা হয়েছে? আর পাহাড়সমূহের দিকে কিভাবে সেগুলো স্থাপন করা হয়েছে? আর যমীনের দিকে কিভাবে তা বিছানো হয়েছে? *(গাশিয়া ৮৮/১৭-২০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা কর, তবে আল্লাহ্র সত্তা নিয়ে চিন্তা কর না' *(ছহীহুল জামে' হা/২৯৭৬)*।

এক্ষণে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পাহাড় জয় করা অনর্থক কাজ। তবে কেউ নিরাপদ মনে করলে পাহাড়ে আরোহণ করতে পারে। কিন্তু এতে জীবনের ঝুঁকি থাকলে তা থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না' *(নিসা ৪/২৯)*। তিনি আরো বলেন, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। অতএব প্রাণনাশের ঝুঁকি না থাকলে আল্লাহ্র প্রাকৃতিক নিদর্শন দেখার উদ্দেশ্যে পাহাড়ে আরোহণ করতে পারে। আর এতে দুর্ঘটনা ঘটে মারা গেলে শহীদের মর্যাদা পাওয়া যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) শহীদী মৃত্যুর জন্য যে সকল আমল ও কাজ উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন (১৭/১৭): নির্দিষ্ট বা মুক্বীম ইমাম থাকা সত্ত্বেও মসজিদের প্রথম জামা'আত মুসাফিরের ইমামতিতে ক্বছর করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ নাঈম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : মুসাফির ইমামের জন্য মুক্বীম মুছল্লীদের ইমামতি করা জায়েয। তবে ছালাত শুরুর পূর্বে অবশ্যই ইমাম ক্বছর ছালাতের বিষয়টি তাদেরকে অবহিত করবেন *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২৫৯; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/১৫৩)*। অবশ্য মুক্বীম ইমাম থাকলে ইমামতির ক্ষেত্রে তিনিই অগ্রাধিকার পাবেন। কারণ ছালাতের মৌলিকত্ব হচ্ছে তা পূর্ণভাবে আদায় করা। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'যখন সফরকারী ও মুক্বীম (স্থানীয়) মুছল্লীরা একত্র হয়, যদি ইমাম তাদের মধ্য থেকে কাউকে করা হয়, তবে সে মুসাফির হোক বা মুক্বীম উভয় অবস্থাতেই সে তাদের ছালাত পড়াতে পারবে। তবে যদি মুক্বীম উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাউকে ইমাম করা হয়, তাহ'লে আমার নিকট প্রিয় হবে যে, সে যেন মুক্বীম ব্যক্তিকেই ইমামতি করার জন্য এগিয়ে দেয়। আর ইমাম হিসাবে তাকে এগিয়ে দেয়া উচিত নয়, যার জন্য ছালাত ক্বছর করার অনুমতি রয়েছে *(কিতাবুল উম্ম ১/১৯০)*।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : কারো কৃত গুনাহের কারণে তাকে লজ্জা দিলে এবং সে যদি তওবা করে তবে আল্লাহ যে লজ্জা দিয়েছে তাকে দিয়ে সেই গুনাহ করাবেন। একথার সত্যতা আছে কি?

-আয়েশা খাতুন, সাথিয়া, পাবনা।

উত্তর : একথা সঠিক নয়। বরং কেউ খাঁটি মনে তওবা করলে আল্লাহ তওবা কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন *(মায়েদাহ ৫/৩৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি পাপ থেকে তওবা করে, সে যেন এমন কোন পাপই করেনি *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০)*। অতএব এমতাবস্থায় উভয়েরই উচিৎ হবে নিজ নিজ গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়া।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : আমি একটি ব্যাংকের মালিকানাধীন হাসপাতালে নার্স হিসাবে চাকরী করি। আমার বেতন প্রতিষ্ঠান থেকেই নির্বাহ করা হয়। এক্ষণে আমার চাকরী হালাল হবে কি?

-রাকিবুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : যেকোন স্বাস্থ্যখাতে চাকরী করা বৈধ। কারণ কর্ম হালাল হ'লে উপার্জনও হালাল। তাছাড়া হাসপাতাল সরাসরি সূদের সাথে জড়িত না থাকায় তাতে কাজ করা এবং সেখান থেকে উপার্জন করা হালাল। কেননা হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ যদি বৈধ পথে অন্য কাউকে দেওয়া হয়, তবে তার জন্য তা হারাম হয় না। ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'যা কেবল উপার্জনের কারণে হারাম, তার পাপ কেবল উপার্জনকারীর উপর; যে ব্যক্তি তা বৈধ পথে (যেমন বেতন, উপহার, উত্তরাধিকার ইত্যাদি) পেয়েছে, তার উপর তা হারাম নয় *(আল-কাউলুল মুফীদ 'আলা কিতাবিত তাওহীদ ৩/১১২)*। তিনি আরো বলেন, 'শুধুমাত্র যিনি এটি উপার্জন করেছেন তার জন্য হারাম, আর অন্য কারো জন্য তা হারাম নয়, যদি সে এটি বৈধ উপায়ে উপার্জনকারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত হয় *(তাফসীরুল কুরআন ১/১৯৮)*। অতএব উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরী করা হারাম নয়।

প্রশ্ন (২০/২০): অফিসে ডিউটি চলাকালে ওয়াইফাই চালানো নিষেধ হওয়া সত্ত্বেও আমি তা হ্যাক করে ব্যবহার করি। এতে আমার গুনাহ হবে কি?

-নূরুযযামান, যশোর।

উত্তর : গুনাহ হবে। মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্যের সম্পদ ব্যবহার করা চুরি বা জালিয়াতির শামিল। ইসলামী নীতি অনুসারে অন্যের সম্পত্তি বা সুবিধা অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা হারাম। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*। তাছাড়া এটি একটি প্রতারণা। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে আমাদের সাথে প্রতারণা করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম হা/১০৪)*।

প্রশ্ন (২১/২১): রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা রসুন খাও, এতে আরোগ্য রয়েছে; কিন্তু অন্যদের ওপর গন্ধ ছড়াবে না'। হাদীছটি কি ছহীহ?

-যাকারিয়া আশরাফ, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত শব্দে সরাসরি কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে কাছাকাছি অর্থে যঈফ হাদীছ পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে, 'রসুন খাও এবং তার মাধ্যমে চিকিৎসা কর, কারণ এতে সত্তর ধরনের রোগের আরোগ্য রয়েছে। যদি আমার নিকট ফেরেশতা না আসতেন, তাহ'লে আমি তা খেতাম' *(যঈফুল জামে' হা/৪২০২)*। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, 'রসুন কাঁচা খাও; যদি আমি ফেরেশতার সাথে আলাপ না করতাম, তাহ'লে আমি তা নিজে খেতাম *(যঈফাহ হা/৪০৯৮)*। তবে দু'টি বর্ণনাই যঈফ। উল্লেখ্য যে, সাধারণ অবস্থায় কাঁচা

পেঁয়াজ ও রসুন খাওয়াতে কোন দোষ নেই *(ছহীহুল জামে' হা/৪৪৯৩)*।

প্রশ্ন (২২/২২): আর্থিক পুরস্কার লাভের আশায় বিভিন্ন ইসলামী কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা যাবে কি? এজন্য রেজিস্ট্রেশন ফী প্রদান করতে হয়। এটা জায়েয হবে কি?

-মেহেদী হাসান, ঢাকা।

উত্তর : ইসলামী প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করা এবং তা গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই। তা তৃতীয় পক্ষ (প্রতিযোগীদের বাইরে কারও) থেকে হোক কিংবা কোন প্রতিযোগীর পক্ষ থেকে হোক, কিংবা সকল প্রতিযোগীর পক্ষ থেকে হোক (প্রধানতম ও গ্রহণযোগ্য) মত হ'ল, এটি বৈধ। 'আল্লাহ্‌র কিতাব মুখস্থ করতে ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য নগদ পুরস্কার দেওয়ায় কোন দোষ নেই। তবে ছাত্রদেরকে আল্লাহ্‌র জন্যই কুরআন হিফয করার নিয়তকে খাঁটি করার দিকে দিকনির্দেশনা দিতে হবে। পুরস্কার হবে গৌণ বিষয়, এটি যেন মুখস্থ করার মূল উদ্দেশ্য না হয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৩/১০৮)*। ইবনু জিবরীন বলেন, কিছু প্রতিযোগিতা রয়েছে যা শরী'আতে বৈধ এবং জুয়ার (মাইসির) অন্তর্ভুক্ত নয়। এর মধ্যে রয়েছে কুরআন হিফয প্রতিযোগিতা অথবা শারঈ জ্ঞানভিত্তিক প্রতিযোগিতা। এসব প্রতিযোগিতা পুরস্কার বা বিনিময়সহ হোক কিংবা বিনিময় ছাড়া উভয়ভাবেই শরী'আতে অনুমোদিত *(ফাতাওয়াশ শায়েখ ইবনু জাবরীন ৬৫/২২)*। আর রেজিস্ট্রেশন ফী হিসাবে যা প্রদান করা হয়, তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত নয় যেমনটি অনেকে ধারণা করেন। কারণ এটি প্রতিযোগিতার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সার্ভিস চার্জ কিংবা সহযোগিতা মাত্র।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : অধিক সম্পদের মালিক হ'লে তা পুলছিরাত পার হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হবে কি?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : এমন কোন ছহীহ হাদীছ নেই যা স্পষ্টভাবে বলে যে অধিক সম্পদ থাকা পুলছিরাত পার হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তবে সম্পদ বান্দার জন্য ক্বিয়ামতের দিন পুলছিরাত পার হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। যদি তা অবৈধ পথে উপার্জিত হয় বা হারাম পথে ব্যয় করা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুনাফিক হোক বা মুমিন হোক, প্রতিটি ব্যক্তিকে একটি আলো প্রদান করা হবে, এরপর তারা সেই আলোর অনুসরণ করবে। আর জাহান্নামের সেতুতে ফাঁদ এবং ধারালো কাঁটা থাকবে; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন সে তাতে পাকড়াও হবে। এরপর মুনাফিকদের আলো নিভে যাবে। তারপর মুমিনরা নাজাত পাবে। প্রথম দল যারা নাজাত পাবে, তাদের মুখ পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো দীপ্তিময় হবে। এরা হ'ল মোট ৭০,০০০ জন, যারা হিসাব-নিকাশ থেকে মুক্ত। পরবর্তীরা যারা নাজাত পাবে, তাদের আলো আকাশে নক্ষত্রের মতো ঝলমল করবে *(মুসলিম হা/১৯১)*।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : মৃত ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করার যে রীতি মুসলিম সমাজে চালু আছে, তা শরী'আত সম্মত কি?

-ফারূক হোসাইন, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : এটি সম্পূর্ণরূপে শরী'আত বিরোধী কাজ এবং অমুসলিমদের অনুকরণে সৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*। 'কিছু লোক যা করে, যেমন শহীদ বা নেতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কিংবা তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে এবং শোক প্রকাশের জন্য নীরবে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকা ইসলামে নিষিদ্ধ কাজ ও বিদ'আতী রীতি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে, তাঁর ছাহাবীদের যুগে কিংবা সালাফদের যুগে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না।..... আর ইসলামে মৃতদের অধিকার হিসাবে যা পরিচিত তা হ'ল মুসলিম মৃতদের জন্য দো'আ করা, তাদের পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করা, তাদের উত্তম দিকগুলো বর্ণনা করা এবং তাদের মন্দ দিকগুলো থেকে বিরত থাকা। এছাড়া আরও অনেক আদব আছে, যা ইসলাম সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে এবং মুসলমানকে তার জীবিত ও মৃত ভাইদের সাথে তা মেনে চলতে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু এর মধ্যে শহীদ বা নেতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নীরবে দাঁড়িয়ে শোক প্রকাশ করার বিষয়টি নেই। বরং এটি ইসলামের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী' *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/৪২৭)*। সুতরাং এই বিদ'আতী কুসংস্কারকে আমাদের অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

প্রশ্ন (২৫/২৫): আমার বড় ছেলের বয়স সাত বছর হওয়ার পরেও আমার স্ত্রী ঘরে ওড়না ছাড়া চলাফেরা করে। এক্ষেত্রে তাকে বহুবার নিষেধ করা হ'লেও সে কর্ণপাত করে না। এক্ষেত্রে ছেলে সন্তানের বয়স কত হ'লে ঘরে মা-বোনকে সতর ভালোভাবে ঢেকে চলতে হয়?

-আতীকুর রহমান সোহাগ, পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : মায়ের উচিৎ বুঝদার ছেলের সামনে প্রয়োজনীয় পর্দার বিধান মেনে চলা। কারণ এক্ষেত্রে বিদ্বানগণ তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন। **প্রথমত** যে ছেলেটি এত ছোট যে, সে যা দেখে তা বর্ণনা করতে পারে না, তাহ'লে তার উপস্থিতি না থাকার সমান। সুতরাং তার সামনে নারীর সাধারণভাবে থাকা (অর্থাৎ মহিলাদের জন্য শারঈ সীমার মধ্যে যা প্রকাশ করা বৈধ) জায়েয। **দ্বিতীয়ত** যে ছেলেটি এত বড় হয়েছে যে, সে যা দেখে তা বর্ণনা করতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে নারীর প্রতি আকর্ষণ বা যৌন ইচ্ছা নেই, তাহ'লে সে মহিলাদের মাহরামদের সমান। সুতরাং নারী তার সামনে সেই পরিমাণ সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে, যা মাহরামদের সামনে প্রকাশ করা বৈধ। **তৃতীয়ত** যে ছেলেটি এত বড় যে, সে যা দেখে তা বর্ণনা করতে পারে এবং তার মধ্যে যৌন আকর্ষণ ও নারীর প্রতি ঝোঁক রয়েছে, তাহ'লে সে প্রাপ্তবয়স্কের সমান। মা তার সামনে সেটুকু প্রকাশ করতে পারবে, যা পিতা ও ভাইয়ের কাছে প্রকাশ করা যায় *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪০/৩৫০-৫১)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬): আমি একটা খারাপ কাজ থেকে ফিরে আসার জন্য আল্লাহ্র নামে শপথ করি। কিন্তু কাজটি পুনরায় ২-১ দিন করি। আলহামদুলিল্লাহ এখন ফিরে এসেছি। এখন আমার আল্লাহ্র নামে শপথ এর জন্য কি কোন কাফফারা দিতে হবে?

-রিপন ইসলাম, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।*
[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর: আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করার কারণে তওবা করার পাশাপাশি কাফফারা দিতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা যখন আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করো, তখন তা পূর্ণ করো এবং শপথগুলো দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না' *(নাহল ১৬/৯১)*। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, 'যদি কেউ চুক্তির কসম করে বা বলে আল্লাহ্র অঙ্গীকার ও যামিনদারীর শপথ, তবে এটি একটি শপথ হিসাবে গণ্য হবে। যদি সে এতে মিথ্যা বলে বা তা ভঙ্গ করে, তবে এর কাফফারা দিতে হবে *(আল-মুগনী ৯/৫০৬)*। উল্লেখ্য যে, কসম ভঙ্গের কাফফারা হচ্ছে- দশজন মিসকীনকে মধ্যমমানের খাদ্য খাওয়ানো, অথবা তাদের পোষাক দেওয়া, অথবা একটি দাস মুক্ত করা। যদি এর কোনটিতে সক্ষম না হয়, তাহ'লে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (২৭/২৭): একটা কোম্পানীর মালিকের সাথে কর্মচারীর চুক্তি হয়েছে যে, তার মাসিক বেতন ১০ হাযার টাকা। কিন্তু সে যদি মাস শেষ হওয়ার ৫/১০ দিন আগেই বেতন গ্রহণ করতে চায়, তাহ'লে সে ৮ হাযার টাকা পাবে। এভাবে বেতনের চুক্তি করা জায়েয হবে কি?

-মাওলানা আব্দুল্লাহ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : পুরো মাস কাজ করার পরেও যদি আগে বেতন নিলে কম, দেরীতে নিলে বেশী এভাবে চাকরির বেতন নির্ধারণ করা বৈধ নয়। কারণ এতে শ্রমিক পক্ষ যুলুমের শিকার হয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৯)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮): শয়নকক্ষের বিছানায় খাদ্যগ্রহণ করায় এবং রাতে খালি গায়ে ঘুমানোয় শারঈ কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-সিরাজুল ইসলাম, গাইবান্ধা।

উত্তর : বিছানায় খাবার গ্রহণ এবং খালি গায়ে শোয়ার উপর শরী'আতে কোন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই। বরং খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা, সর্বাবস্থায় শালীনতা ও আদব অনুসরণ করার নির্দেশনা এসেছে। বিশেষ করে ঘুমানোর পূর্বে বিছানা পরিচ্ছন্ন করে ঘুমানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(মুসলিম হা/২৭২৪)*। সুতরাং পরিচ্ছন্নতা ও শালীনতা বজায় রেখে উক্ত কার্যসমূহ সমাধা করবে।

প্রশ্ন (২৯/২৯): ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কারণে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বিলম্বে বিয়ে করার প্রবণতা বাড়ছে। এর সামাজিক এবং ব্যক্তিগত ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাই।

-রোকেয়া ইসলাম, নাটোর।

উত্তর : বিলম্বে বিয়ে করার প্রবণতা মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই শিক্ষা, ক্যারিয়ার ও স্বাধীনতার পাশাপাশি সঠিক বয়সে বিয়ে করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সমাজের এর ক্ষতিকর প্রভাবগুলো হ'ল (১) দেরীতে বিয়ের কারণে পরিবার গঠন বিলম্বিত হয়। ফলে পারিবারিক বন্ধন ও সম্পর্কগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানদের যত্নশীলতা কম দেখা যায়, কারণ প্রজন্মগত ব্যবধান অনেক বেড়ে যায়। (২) দীর্ঘ সময় অবিবাহিত থাকার কারণে সন্তান জন্মদানের হার কমে যায়, যা সমাজে বার্ধক্যজনিত সমস্যা সৃষ্টি করে। জাপান ও কিছু ইউরোপীয় দেশে এ ধরনের প্রবণতার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে গেছে, যা অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। (৩) দেরীতে বিয়ের কারণে অনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টির দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে এবং বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক মানসিক অস্থিরতা এবং যৌন অপরাধের ঝুঁকি বেড়ে যায়। সর্বোপরি নির্দিষ্ট বয়সের পর সমাজের জন্য অবিবাহিতরা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যা তার মানসিক ও সামাজিক বিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়।

তাছাড়া দেরীতে বিবাহ ব্যক্তিজীবনেও অনেক ক্ষতি ডেকে নিয়ে আসে। যেমন- (১) দীর্ঘদিন অবিবাহিত থাকার ফলে নিশ্চিতভাবেই একাকীত্বের অনুভূতি বাড়ে, যা হতাশার কারণ হ'তে পারে। সামাজিক অনুষ্ঠানে বা পরিবারের মধ্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। (২) বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীদের প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়, পুরুষদেরও বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়, ফলে সুস্থ সন্তান জন্মদানের ঝুঁকি বাড়ে। (৩) দীর্ঘদিন নিজের ইচ্ছামতো জীবনযাপন করতে করতে তাদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ কমে যায় এবং আত্মকেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পায়। (৪) বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গী বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে মানসিকতা কঠিন হয়ে যায়, ফলে দাম্পত্য জীবনে বোঝাপড়া কম হ'তে পারে *(ছালেহ আল-ফাওযান, আল-মুনতাক্বা ১০/৬৯)*। এজন্য ইসলাম বিবাহকে উৎসাহিত করেছে এবং একটি যরূরী সুন্নাত হিসাবে ঘোষণা করেছে *(বুখারী হা/৫০৬৬)*। সুতরাং ক্যারিয়ার গঠনের নামে দেরিতে বিবাহ মানুষকে বহু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে, যা তার মানবিক সত্তার সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : মোবাইল অ্যাপে দেখে বা অনুবাদ কুরআন দেখে তেলাওয়াত করার সময় ওযূ করতে হবে কি?

-সাজেদুল ইসলাম, বোদা, পঞ্চগড়।

উত্তর : মোবাইল অ্যাপ বা অনূদিত কুরআন দেখে কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য ওযূ করা বাধ্যতামূলক নয়; কারণ মোবাইল প্রকৃত মুছহাফ নয়, যদিও এতে কুরআনের আয়াত থাকে। মুদ্রিত মুছহাফ স্পর্শ করতে ওযূ করা আবশ্যক, কিন্তু ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে পড়াটা মুখস্থ কুরআন তেলাওয়াতের মত, যার জন্য ওযূ শর্ত নয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ২/৪১৯; ফারকুস, ফাতাওয়া নং ১১৭৩)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১): ইমাম শেষ বৈঠকে থাকা অবস্থায় জামা'আতে শরীক হ'লে জামা'আতের নেকী পাওয়া যাবে কি? নাকি এসময় কয়েকজন মাসবূক থাকলে পৃথক জামা'আত করাই উত্তম হবে?

-সাজেদ আনছারী, ঢাকা।*

[এর দ্বারা মদীনার আনছারদের সাথে যেন সম্পর্কিত মনে না করা হয় (স.স.)]

উত্তর : হাদীছের সুস্পষ্ট বক্তব্য হ'ল যদি তারা এমন সময় মসজিদে আসে যখন ইমাম সালাম ফেরাননি, তবে তারা ইমামের সাথে ছালাতে যুক্ত হবে। ইমাম সালাম ফেরানোর পর তারা বাকী রাক'আতগুলো পূর্ণ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যা ইমামের সাথে পেয়েছ তা (ছালাত) আদায় করো, আর যা ছুটে গেছে তা পূর্ণ করো *(বুখারী হা/৬৩৫; মিশকাত হা/৬৮৬)*। তিনি এর ব্যতিক্রম কিছু করেননি। তাই সুন্নাত হ'ল যদি ইমাম শেষ তাশাহহুদে থাকে বা শেষ সিজদায় থাকে, তাহ'লে মুছল্লী ইমামের সাথেই জামা'আতে অংশগ্রহণ করবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/২১৮)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতের জন্য আসে তখন ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থায় তার অনুসরণ করবে' অর্থাৎ ইমামকে যা করতে দেখবে তাই করবে' *(তিরমিযী হা/৫৯১; ছহীহুল জামে' হা/২৬১)*।

প্রশ্ন (৩২/৩২): কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীকে এমন কথা বলেন যে, আমার দেহ স্পর্শ করলে বা আমার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করলে তা তোমার মৃত মায়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য, এই ধরনের কথার কারণে তাদের সম্পর্ক কি স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যাবে? তারা কি নির্জনবাস করতে পারবে না?

-ওয়ালিজা আখতার, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

উত্তর : স্ত্রীর পক্ষ থেকে এই জাতীয় কথা বলা গুনাহের কাজ। কিন্তু এ কারণে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে কোন প্রভাব পড়বে না। তাছাড়া যিহার নারীর পক্ষ থেকে হয় না বরং পুরুষের পক্ষ থেকে হয়। এজন্য যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীকে বলে, 'তুমি আমার কাছে আমার বাবার পিঠের মতো' বা 'তুমি আমার কাছে আমার ভাইয়ের পিঠের মতো' অথবা এর অনুরূপ কিছু, তবে তা যিহার হবে না। তবে এর হুকুম হবে শপথের মত। অর্থাৎ স্ত্রী তার স্বামীকে নিজের কাছে আসার অনুমতি দেবে না যতক্ষণ না শপথের কাফফারা দেয়। সে ইচ্ছা করলে স্বামী তার সাথে সম্পর্ক করার আগে কাফফারা দিতে পারে, আবার চাইলে পরেও দিতে পারে *(ফাতাওয়া মার'আতিল মুসলিমাহ ২/৮০২)*। আর কাফফারা হ'ল দশজন মিসকীনকে খাওয়ানো বা পোষাক প্রদান করা। না পারলে ৩ দিন ছিয়াম রাখা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : আমি সঊদী আরবে এসে একটি চাকরীর জন্য দাড়ি কাটতে বলায় আমি রাযী হইনি। পরে ১ মাস কাজ বিহীন বসে থাকার পর পরিবারের চাপে আমি দাড়ি কেটে ফেলি এবং কাজে যোগ দেই। বর্তমানে আমি যে উপার্জন করছি, তা আমার জন্য হালাল হবে কি?

-রাকীব, সঊদী আরব।

উত্তর : দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং মুণ্ডন করা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুশরিকদের বিপরীত পথে চলো। দাড়ি লম্বা করো আর গোঁফ ছোট করো' *(বুখারী হা/৫৮৯২; মিশকাত হা/৪৪২১)*। এক্ষণে এই অন্যায় নির্দেশদানকারী আল্লাহ্র নির্দেশ লংঘনে বাধ্য করায় মহাপাপী হবেন। আর যাকে বাধ্য করা হয়েছে সে সাময়িকভাবে কোন হারামে লিপ্ত হ'লে পাপ থেকে রেহাই পাবে বলে আশা করা যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, যার উপরে (কুফরীর জন্য) যবরদস্তি করা হয়, অথচ তার হৃদয় ঈমানের উপর অটল থাকে' *(নাহল ১৬/১০৬)*। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্ কোন নফসকে তার ক্ষমতার বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি জোরপূর্বক বাধ্য হয়েছে, অপরাধ বা অবাধ্য নয়, তার ওপর কোনো পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*। তবে সাধ্যমত হারাম থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে এবং বিকল্প রূযির পথ অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা সঊদী আরবে বিভিন্ন কোম্পানীতে বহু দাড়িওয়ালা স্টাফ চাকরী করে।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪): কারো জন্মদিনে ইসলামী বই গিফট করা যাবে কি?

-আতিক হাসান, কুষ্টিয়া।

উত্তর : জন্মদিন পালন করা খৃষ্টানদের রীতি। অতএব এই ধরনের উৎসবে উপহার প্রদান নিষেধ। কারণ উপহার প্রদানের মাধ্যমে এমন উৎসবকে সমর্থন বা স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সুতরাং তাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝাবে যে, উক্ত অনুষ্ঠান আয়োজন করা কেন অগ্রহণযোগ্য বা কুসংস্কার, যাতে তারা অন্যায় পথ থেকে ফিরে আসে *(ওছায়মীন, শরহু কিতাবিত তাওহীদ ১/৩৮২)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫): একজন বিধবা নারী, যার দু'টি সন্তান রয়েছে, তিনি পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চান। এই বিয়েতে তার মা সম্মতি দিলেও, তার ছোট দুই ভাই সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে অসম্মতি জানাচ্ছেন। এমতাবস্থায়, ইসলামী শরী'আহ এবং আইন অনুযায়ী ঐ নারীর নিজের বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কতটুকু এবং তার করণীয় কী?

-তাজুল ইসলাম, গাজীপুর।

উত্তর : পিতার অনুপস্থিতে প্রাপ্তবয়স্ক ভাইয়েরা বোনের অভিভাবক হ'তে পারে। এক্ষণে বোনের বৈধ ইচ্ছায় ভাইয়েরা বাধা হয়ে দাঁড়ালে পরবর্তী অভিভাবক তথা দাদা, চাচারা অভিভাবক হয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৭-৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৮/১৪৭)*। তারাও অপারগতা প্রকাশ করলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তথা মেম্বার বা চেয়ারম্যান অভিভাবক হয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যাদের কোন অভিভাবক নেই, তাদের জন্য রাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষ অভিভাবক হয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করবে *(আবুদাউদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১, সনদ ছহীহ)*।

www.at-tahreek.com

প্রশ্ন (৩৬/৩৬): বদরের যুদ্ধের দিনগুলোতে ছাহাবায়ে কেরাম কি ছিয়াম ভঙ্গ করেছিলেন?

-নাহিয়ান, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : নবী করীম (ছাঃ) তার ছাহাবীদের কাছে নির্দেশ দিতেন যে, যখন তারা শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন ছিয়াম ভাঙবে, যাতে তারা যুদ্ধের জন্য শারীরিক শক্তি অর্জন করতে পারে। যুদ্ধের সময় ইফতার করা তথা ছিয়াম না রাখা শারীরিক শক্তি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই আদেশ যেমন মক্কা বিজয়ের পূর্বে ছিল, তেমনি বদর যুদ্ধের পূর্বেও ছিল। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে রামাযান মাসে দু'টি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, একটি বদর, আর অন্যটিতে মক্কা বিজয়। সেই দুই যুদ্ধে আমরা ছিয়াম ভঙ্গ করেছিলাম *(তিরমিযী হা/৭১৪; মুসনাদুল ফারুক ১/২৭৯ এর সনদ দুর্বল হ'লেও মর্ম ছহীহ)*। মক্কা বিজয়ের দিন ছাহাবায়ে কেরামের ছিয়াম ভঙ্গের ব্যাপারে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ এসেছে *(মুসলিম হা/১১২০)*। অতএব বদর যুদ্ধে ছাহাবায়ে কেরাম ছিয়াম ভঙ্গ করেছিলেন বিষয়টি প্রমাণিত। উল্লেখ্য যে, শারীরিক সামর্থ থাকা অবস্থায় কেউ যদি সফরে ছিয়াম পালন করে, তাতে কোন দোষ নেই *(আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়া ২৮/৭৩)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭): আমার স্ত্রী অধিকাংশ সময় তার পিতার বাসায় থাকতে চায়। আমার কথা না শুনে সবসময় তার পিতা-মাতার কথা শোনে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে অধিক পরিমাণে নছীহত করতে হবে। স্বামীর আনুগত্য করা ফরয এবং অবাধ্য হওয়া হারাম। যে নারী দুনিয়ায় স্বামীর অবাধ্য হবে সে যেমন দুনিয়ায় আল্লাহ, ফেরেশতা এবং হুরে আইনের লা'নত বা অভিশাপপ্রাপ্ত হবে, তেমনি পরকালে জাহান্নামে যাবে। পিতার বাড়ি যেতে হ'লে অবশ্যই স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। আয়েশা (রাঃ) পিতার বাড়িতে যাওয়ার সময় অনুমতি প্রার্থনা করে বলেন, আপনি কি আমাকে আমার আব্বা-আম্মার নিকট যেতে অনুমতি দিবেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি পিতা-মাতার কাছে চলে গেলাম *(বুখারী হা/৪১৪১; মুসলিম হা/২৭৭০)*।

এক্ষণে স্ত্রী স্বামীর আদেশ না মানলে বিছানা আলাদা করবে। এতেও পরিবর্তন না হ'লে হালকা প্রহার করবে। এতেও পরিবর্তন না হ'লে উভয় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আলোচনায় বসে পরস্পরের মাঝে মীমাংসা করতে হবে। এতেও সমাধান না হ'লে তালাক দিয়ে আলাদা করে দিবে *(নিসা ৪/৩৫)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮): চাকরির শুরুতে ৫/৬ বছর আগে ক্যাশ সেকশনে কাজ করতাম। মাঝে মাঝে টাকা কম হ'লে নিজের টাকা দিয়ে পূরণ করে দিতে হ'ত। কিন্তু একদিন কিছু টাকা বেশী হয়েছিল। ঐ টাকা দাবী করতেও আর কেউ আসেনি। পরবর্তীতে ঐ টাকা আমি খরচ করে ফেলেছি। টাকার পরিমাণও এখন মনে নেই। বর্তমানে আমি অনুতপ্ত। এক্ষণে ঐ টাকার ব্যাপারে আমার করণীয় কি?

-হাসান মাহমূদ, খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তর : অনুমান করে সে পরিমাণ টাকা দান করে দিবে। পরবর্তীতে কেউ দাবী করলে ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করবে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যার হাতে এমন কোন টাকা রয়েছে, যার মালিককে সে জানে না। অর্থাৎ যাদের হাতে এমন সম্পদ এসেছে যা তারা নিজেরা মালিক নয় এবং মালিককে চেনে না, তাহ'লে সে এই অর্থ গরিবদের মধ্যে বা মুসলিমদের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করবে *(আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ৪/২২০)*। তিনি বলেন, এমন সকল সম্পদ, যার প্রকৃত মালিককে চেনা যায় না, যেমন দখলকৃত জিনিসপত্র, ধার দেওয়া বস্তু, আমানত, ডাকাত বা চোরদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত অন্যের সম্পদ কিংবা মানুষের ফেলে দেওয়া সম্পদ এই সবকিছুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে এবং তা মুসলিমদের কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে *(মাজমূ'উল-ফাতাওয়া ৩০/৪১৩)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯): মসজিদের একটি দোকান ভাড়া নিতে গেলে মাসিক ভাড়া ৮০ হাযার এবং অগ্রিম ৫০ লাখ টাকা দাবী করছে। এই টাকা মসজিদের কাজে লাগানো হবে। এটি কী শরী'আত সম্মত?

-মাহমূদুল হাসান, বায়া, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদের দোকান ভাড়া দেওয়া এবং তার আয় মসজিদের কাজে ব্যয় করা বৈধ। তবে শর্ত হচ্ছে, ভাড়ার টাকা এবং সিকিউরিটি মানি ন্যায্য ও স্বচ্ছ হ'তে হবে। যাতে অন্যের উপর যুলুম না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর যামানতের টাকা অন্যত্র ব্যয়ের ব্যাপারে যামানতদাতার সাধারণ অনুমোদন থাকলে কিংবা সামাজিক প্রচলন থাকলে তা মসজিদে ব্যবহারে দোষ নেই' *(আল-মুগনী ৪/২৮৮-২৯৩)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০): আমার ভাই সঊদী আরবে থাকে। আমার ভাইয়ের কাছে বাংলাদেশী অনেক লোক টাকা দিয়ে বলে আমার বাসায় এই টাকাগুলো পাঠিয়ে দাও। আর আমি বাংলাদেশ থেকে আমার ভাইয়ের কাছে যারা টাকা দিয়েছে তাদের টাকাগুলো তাদের বিকাশ, নগদ বা ব্যাংক একাউন্টে পাঠিয়ে দেই, যা বাংলাদেশ সরকারের আইন অনুযায়ী অবৈধ। কারণ আমি ও আমার ভাই যে কাজটা করি এটি হুন্ডির মতো অবৈধভাবে টাকা লেনদেন বলা যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে এই কাজটি কি জায়েয?

-মুঈনুল ইসলাম, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : হুন্ডির মাধ্যমে অবৈধ লেনদেন করা জায়েয নয়। কেননা রাষ্ট্রীয় আইন শরী'আত বিরোধী না হ'লে তা পালন করা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলমানরা তাদের স্বাক্ষরিত বা করা শর্তসমূহের প্রতি দায়বদ্ধ। যেহেতু কোন চুক্তি বা শর্ত তারা স্বীকৃতভাবে গ্রহণ করেছে, তাই তা পূর্ণ করতে হবে। এই নীতি ইসলামে চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির মৌলিক বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত *(আবুদাউদ হা/৩৫৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৭১৪)*।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৫ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ অক্টোবর	০৮ রবীঃ আখের	১৬ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৩৬	০৫:৫১	১১:৪৯	০৩:১২	০৫:৪৬	০৭:০১
০৩ অক্টোবর	১০ রবীঃ আখের	১৮ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩৭	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:১১	০৫:৪৪	০৬:৫৯
০৫ অক্টোবর	১২ রবীঃ আখের	২০ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৩৭	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:১০	০৫:৪২	০৬:৫৭
০৭ অক্টোবর	১৪ রবীঃ আখের	২২ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৩৮	০৫:৫৩	১১:৪৭	০৩:০৯	০৫:৪০	০৬:৫৫
০৯ অক্টোবর	১৬ রবীঃ আখের	২৪ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৩৯	০৫:৫৪	১১:৪৬	০৩:০৮	০৫:৩৮	০৬:৫৪
১১ অক্টোবর	১৮ রবীঃ আখের	২৬ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৪০	০৫:৫৫	১১:৪৬	০৩:০৭	০৫:৩৬	০৬:৫২
১৩ অক্টোবর	২০ রবীঃ আখের	২৮ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৪০	০৫:৫৬	১১:৪৫	০৩:০৫	০৫:৩৪	০৬:৫০
১৫ অক্টোবর	২২ রবীঃ আখের	৩০ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৪১	০৫:৫৭	১১:৪৫	০৩:০৪	০৫:৩২	০৬:৪৮
১৭ অক্টোবর	২৪ রবীঃ আখের	০১ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৪২	০৫:৫৮	১১:৪৪	০৩:০৩	০৫:৩১	০৬:৪৭
১৯ অক্টোবর	২৬ রবীঃ আখের	০৩ কার্তিক	রবিবার	০৪:৪৩	০৫:৫৮	১১:৪৪	০৩:০২	০৫:২৯	০৬:৪৫
২১ অক্টোবর	২৮ রবীঃ আখের	০৫ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৪৪	০৫:৫৯	১১:৪৪	০৩:০১	০৫:২৭	০৬:৪৩
২৩ অক্টোবর	৩০ রবীঃ আখের	০৭ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৪৪	০৬:০০	১১:৪৩	০৩:০০	০৫:২৬	০৬:৪২
২৫ অক্টোবর	০২ জুমাঃ উলাঃ	০৯ কার্তিক	শনিবার	০৪:৪৫	০৬:০১	১১:৪৩	০২:৫৯	০৫:২৪	০৬:৪১
২৭ অক্টোবর	০৪ জুমাঃ উলাঃ	১১ কার্তিক	সোমবার	০৪:৪৬	০৬:০২	১১:৪৩	০২:৫৮	০৫:২৩	০৬:৩৯
২৯ অক্টোবর	০৬ জুমাঃ উলাঃ	১৩ কার্তিক	বুধবার	০৪:৪৭	০৬:০৩	১১:৪৩	০২:৫৭	০৫:২২	০৬:৩৮
৩১ অক্টোবর	০৮ জুমাঃ উলাঃ	১৫ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৪৮	০৬:০৫	১১:৪৩	০২:৫৬	০৫:২০	০৬:৩৭
০১ নভেম্বর	০৯ জুমাঃ উলাঃ	১৬ কার্তিক	শনিবার	০৪:৪৮	০৬:০৫	১১:৪২	০২:৫৬	০৫:১৯	০৬:৩৭
০৩ নভেম্বর	১১ জুমাঃ উলাঃ	১৮ কার্তিক	সোমবার	০৪:৪৯	০৬:০৬	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:১৮	০৬:৩৬
০৫ নভেম্বর	১৩ জুমাঃ উলাঃ	২০ কার্তিক	বুধবার	০৪:৫০	০৬:০৮	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৭	০৬:৩৫
০৭ নভেম্বর	১৫ জুমাঃ উলাঃ	২২ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৫১	০৬:০৯	১১:৪৩	০২:৫৪	০৫:১৬	০৬:৩৪
০৯ নভেম্বর	১৭ জুমাঃ উলাঃ	২৪ কার্তিক	রবিবার	০৪:৫২	০৬:১০	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৫	০৬:৩৩
১১ নভেম্বর	১৯ জুমাঃ উলাঃ	২৬ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৫৩	০৬:১২	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২
১৩ নভেম্বর	২১ জুমাঃ উলাঃ	২৮ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৫৪	০৬:১৩	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২
১৫ নভেম্বর	২৩ জুমাঃ উলাঃ	৩০ কার্তিক	শনিবার	০৪:৫৬	০৬:১৪	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-২	-১	-১	-১
গাযীপুর	+১	০	+১	০	+১
শরীয়তপুর	০	০	+১	+১	০
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	০	+১	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	+২	+১	+১	+১	+১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০	+৩	০
রাজবাড়ী	+৪	+৩	+৪	+৫	+৪
মাদারীপুর	+১	০	+১	+২	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+২	+৩	+৩	+৩
ফরিদপুর	+১	+১	+১	+৩	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+২	+১	+১	+১	+১
ময়মনসিংহ	০	০	০	০	০
জামালপুর	+৩	+২	+২	+৩	+২
নেত্রকোণা	-১	-২	-১	-২	-১

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৫	+৪	+৫	+৬	+৫
সাতক্ষীরা	+৫	+৫	+৬	+৬	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৬	+৭	+৮	+৭
নড়াইল	+৩	+৩	+৪	+৪	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৭	+৭	+৬
কুষ্টিয়া	+৪	+৩	+৪	+৫	+৪
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৫	+৪
খুলনা	+৩	+৩	+৪	+৫	+৪
বাগেরহাট	+৩	+২	+৩	+৪	+৩
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৬	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	-৩	+২	+১	+২	+২
পটুয়াখালী	০	০	+১	+২	+১
পিরোজপুর	+২	+১	+২	+৩	+২
বরিশাল	০	০	+১	+১	০
ভোলা	০	০	০	০	০
বরগুনা	+১	+১	+২	+৩	+২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
পাবনা	+৫	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নাটোর	+৬	+৫	+৫	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৬	+৫	+৫	+৫	+৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৮	+৮	+৯	+৯
নওগা	+৭	+৬	+৬	+৭	+৭

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৮	+৭	+৬	+৬	+৭
দিনাজপুর	+৭	+৬	+৬	+৬	+৭
লালমণিরহাট	+৪	+৪	+৩	+৩	+৪
নীলফামারী	+৭	+৭	+৫	+৫	+৫
গাইবান্ধা	+৪	+৩	+৩	+৩	+৪
ঠাকুরগাঁও	+৯	+৮	+৮	+৬	+৮
রংপুর	+৫	+৪	+৪	+৪	+৫
কুড়িগ্রাম	+৩	+৩	+২	+২	+৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-২	-৩
ফেনী	-৪	-৪	-৩	-৩	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-২	-৩
রাঙ্গামাটি	+৭	+৬	+৬	-৬	+৬
নোয়াখালী	-৩	-৩	-২	-২	-২
চাঁদপুর	-২	+৫	-১	০	-২
লক্ষ্মীপুর	-২	-২	-১	-১	-১
চট্টগ্রাম	-৬	-৬	-৫	-৪	-৫
কক্সবাজার	-৭	-৭	-৫	-৪	-৬
খাগড়াছড়ি	-৬	-৬	-৫	-৪	-৬
বান্দরবান	-৮	-৮	-৭	-৬	-৭

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৫	-৬	-৬	-৪	-৫
মৌলভীবাযার	-৫	-৬	-৬	-৫	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৪	-৪	-৪
সুনামগঞ্জ	-৪	-৪	-৪	-৪	-৪

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল	রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ	ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৩০৪-৭১৬৫৩৬ দুপুর ৩.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত (শনিবার, সোমবার ও বুধবার)	শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী ফোন : ০১৭৬২-৬৮৫০৯০, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬ বিকাল ৪.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত (শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার)	বাড়ী # ২২৩ ও ২২৪, কাজীহাটা, রাজপাড়া, রাজশাহী ফোন : ০২-০২৫৮৮৮৫৩২২২, ০১৭১৭-৮১৮২৪৪ সিরিয়ালের জন্য হটলাইন : ০৯৬১০০০৯৬৩৬ প্রতি বৃহঃবার বিকাল ৩-টা থেকে ৫-টা পর্যন্ত

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 29, Issue 1, October 2025

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

নার্সারী শ্রেণীর বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

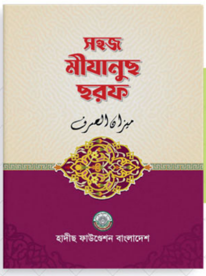

মীযানুছ ছরফ
চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠযোগ্য প্রাথমিক ছরফের বই

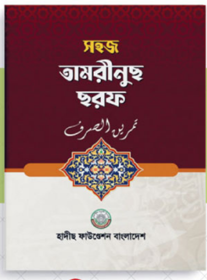

তামরীনুছ ছরফ
পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠযোগ্য মাধ্যমিক ছরফের বই

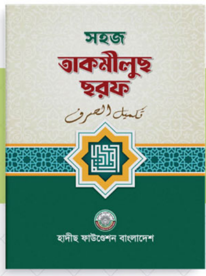

তাকমীলুছ ছরফ
ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঞ্জেগাঞ্জের স্থলে পাঠযোগ্য

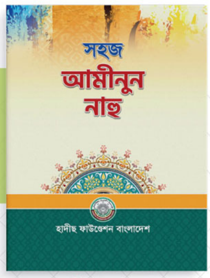

আমীনুন নাহু
ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠযোগ্য নাহুর বই

আরবী ভাষা শুদ্ধরূপে না জানলে ইসলামী জ্ঞানার্জন কখনোই পূর্ণতা পায় না। আর বিশুদ্ধ আরবী শেখা কেবল ব্যাকরণ পূর্ণাঙ্গভাবে আয়ত্ত্ব করার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই নাহু-ছরফের সহজবোধ্য ও যুগোপযোগী বই এখন প্রতিটি মাদ্রাসার মৌলিক চাহিদার শীর্ষে। সেই প্রয়োজনকে সামনে রেখে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** নিয়ে এসেছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উপযোগী নাহু ও ছরফের এক ব্যতিক্রমধর্মী সংকলন। যা ধাপে ধাপে সাজানো, সহজবোধ্য ও পরীক্ষিত পদ্ধতিতে রচিত। এই বইগুলো পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নাহু-ছরফে হয়ে উঠবে আরো সমৃদ্ধ, আরো দক্ষ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০